গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড,ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২৯৫৬০৮৪৩
ই-মেইল :info@lc.gov.bd
ওয়েব :www.lc.gov.bd

ট্রাস্ট আইন প্রণয়নে আইন কমিশনের সুপারিশ ও বিলের খসড়া

১. ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে প্রচলিত ট্রাস্ট সংক্রান্ত মূল আইনটি প্রবর্তিত হয় প্রায় ১৩৫ (একশত পঁয়ত্রিশ) বছর আগে বৃটিশ শাসন কালে। The Trust Act, 1882 (Act NO. II of 1882) শিরোনামের এই আইনটির প্রস্তবনায় ব্যক্তি উদ্যোগমূলত ট্রাস্ট (Private) ও ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইনের সংজ্ঞায়ন ও সংশোধনের লক্ষ্যে প্রনীত হয়েছে মর্মে উল্লেখ আছে। আমাদের দেশে অদ্যাবধি সামান্য কিছু সংশোধন সহ উক্ত আইনটিই প্রাইভেট বা ব্যক্তি উদ্যোগমূলক (Private) ট্রাস্ট সৃষ্টি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে পাবলিক (Public) বা সরকারি ও জনকল্যাণমূলক (Charitable) ট্রাস্ট গঠন ও পরিচালনার জন্য একক কোনো বিশেষ আইন নাই।

২. প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা :

এই প্রেক্ষাপটে সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ অত্র আইন কমিশন বরাবর সরকারি ট্রাস্ট গঠনের লক্ষে একটি অভিন্ন আইন প্রণয়নে পরামর্শসহ প্রস্তাবিত আইনের বিলের একটি খসড়া প্রস্তুত করে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত বিষয়ে মন্ত্রীসভার বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখের বৈঠকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

> "৯.২। ট্রাস্ট আইন ১৮৮২-এর আওতায় দেশে বেসরকারী খাতে বিভিন্ন ধরনের ট্রাস্ট গঠন করা হয়। কিন্তু সরকারী খাতে ট্রাস্ট গঠনের বিষয়ে কোন অভিন্ন আইন নাই। বর্তমানে সরকারি খাতে ট্রাস্ট গঠন করিতে হইলে প্রতিটির জন্য পৃথক আইন গঠন করিতে হয় যাহা সময়সাপেক্ষ।ইহা ছাড়া,সরকারের আওতায় ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য অভিন্ন আইন না থাকায় কর্মপ্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্যের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে সরকারী খাতে ট্রাস্ট গঠনের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন হইবে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন খাতে পরিচালিত ট্রাস্টসমূহের জন্য প্রণীত পৃথক- পৃথক আইনের স্থলে একটি অভিন্ন আইন প্রণয়ন পূর্বক উক্ত ট্রাস্টসমূহকে উহার আওতাধীন করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এইরূপ অভিন্ন আইন প্রণীত হইলে ভবিষ্যতে কোন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে না। এই পরিপ্রেক্ষিত, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সরকারি ট্রাস্ট গঠনের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন আইনের খসড়া প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।"

মূলত মন্ত্রীপরিষদ বৈঠকের উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষন এবং সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের বিগত০৭/১০/২০১৫ তারিখের স্মারক নং ৫৫.০০.০০০০.১০৫.০১.০২২.১৫-১৭৩ (জ-১) দ্বারা অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইন কমিশন বর্তমানে দেশে প্রচলিত পাবলিক ট্রাস্ট সংক্রান্ত আইন ও বিধান সমূহ পর্যালোচনা করা শুরু করে।

৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্ব হতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে ট্রাস্ট জাতীয় লেনদেনের প্রচলন ছিল। বিখ্যাত ঠাকুর বনাম ঠাকুর [১] মামলায় প্রিভি কাউন্সিল সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করে যে, হিন্দু আইনে Implied Trust সহ বিভিন্ন প্রকার ট্রাস্টের ব্যবহার ও প্রচলন ছিল। কিন্তু তাই বলে একজন হিন্দু প্রয়োজন ব্যতীত উত্তরাধিকার আইনের ব্যাত্যয় ঘটিয়ে ট্রাস্টের ছদ্মবেশে বা অজুহাতে কোন সম্পত্তি সুবিধাভোগীর বরাবর হস্তান্তর করিলে তা বৈধ হবে না।[২] ঐ সময়ে আদালত মূলত হিন্দু ও মুসলিম ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন এবং ইংল্যান্ডে প্রচলিত Equity and Trust আইনের আলোকে সম্পত্তি হতে উদ্ভুত অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৮২ সালের পূর্বে ট্রাস্ট আইনের প্রচলন ও অগ্রগতি পুরোপুরি আদালতের রায়, পর্যালোচনা ও আদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। ট্রাস্ট বিষয়ে বিধিবদ্ধ বিধান খুবই সীমিত ছিল[৩]।

এইরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৮৭৮-৭৯ সালে ব্রিটিশ আইন ও প্রচলিত প্রথা (Customs) এর আলোকে আইন কমিশন সদস্য Whitely Stokes আইনের একটি খসড়া (Draft), বিল (Bill) আকারে তৈরি করেন এবং তৎকালীন চতুর্থ আইন কমিশন উহা কিছু পরির্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে এবং এরই ধারাবাহিকতায় (ফলশ্রুতিতে) Indian Trust Act, 1882 বিধিবদ্ধ আইন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৪] এই আইন পাশ হওয়ার পর ব্যক্তিগত ট্রাস্ট সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা অনেকাংশে দূর হয়েছে।

৪. Public বা সার্বজনিক ট্রাস্ট আইনের বর্তমান অবস্থাঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে The Trust Act, 1882 এ Public বা Charitable ট্রাস্টের বিষয়ে তেমন কোন সুস্পষ্ট বিধানের উল্লেখ করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে সরকার কর্তৃক সরকারি অর্থে কোনো Public বা Charitable অথবা জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন করতে হলে প্রতিটির জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হয়। উদাহরনস্বরূপ, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে সৃষ্ট কয়েকটি পাবলিক ট্রাস্টের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল:

1. The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972
2. The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983
3. The Christian Religious Welfare Trust Ordinance, 1983
4. The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983
5. The Santosh Islamic C University (Board OF Trustees) Ordinance, 1983
6. The Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985
৭. বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ১৯৯০
৮. বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০০০,
৯. বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০০১,
১০. ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০০১,
১১. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন,২০১০,
১২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন ২০১১,
১৩. প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২
১৪. প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩,
১৫. বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪

[1] Tagore v. Tagore (1872) 9 Beng. BL.R. 337 I.A. Sup. Vol. 47: 13 WR 45
[2] *A Short Treatise on Hindu Law as Administered in the Court of British India*, Herbert Cowell, The Law Book Exchnage Ltd. Clark, New Jersey,2008 p63.
[3] The statement of Objects and Reasons attached to the Private Trust Bill, Gazette of India, 1880,pt V, p494.
[4] The Bill as Printed in the Reports of the Fourth Law Commission, Gazette of India,1880

উপর্যুক্ত প্রতিটি পাবলিক ট্রাস্টের জন্য একটি করে পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ট্রাস্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণয়ন একটি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও অসুবিধাজনক ব্যাপার। তাছাড়া, পাবলিক বা জনকল্যাণমূলক আইন প্রনয়ণ ও পরিচালনার জন্য অভিন্ন আইন ও বিধি না থাকায় কর্মপ্রক্রিয়ায় নানাবিধ অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের দেশে অভিন্ন কোন Public ট্রাস্ট আইন না থাকলেও বিভিন্ন আইনে Public ট্রাস্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবিধান রয়েছে। যেমনঃ The Succession Act, 1925 (ACT NO. XXXIX OF 1925), Transfer of Immovable Property Act 1882[৫] অনুযায়ী জনকল্যাণ ট্রাস্ট (Public বা Charitable) এর ক্ষেত্রে চিরস্থায়ীত্বের বিরুদ্ধে নীতি (Rules against Perpetuity)[৬] প্রয়োগযোগ্য নয় বলা হয়েছে।[৭] বাংলাদেশে প্রচলিত The Specific Relief Act 1877[৮] এ ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট ভঙ্গের আশঙ্কার ক্ষেত্রে চিরন্তণ নিষেধাজ্ঞার (Perpetual Injunction) বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া The Limitation Act ১৯০৮[৯] ও The Code of Civil Procedure, ১৯০৮[১০] সহ অন্যান্য আইনে ট্রাস্ট সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্নিত হয়েছে। অধিকন্তু, ইংরেজ শাসনামল হতেই ভারতীয় উপমহাদেশে জনকল্যাণ ট্রাস্ট কতিপয় আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গঠন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনুসরনীয় অন্যান্য আইনগুলো হচ্ছে --

i. The Charitable Endowment Act, 1890
ii. The Charitable and Religious Trust Act, 1920

আবার, The Trust Act, 1882 এর ১ ধারায় আইনের পরিধি উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এই আইনে বিধৃত কোন কিছুই মুসলিম আইনের ওয়াক্ফ সম্পর্কিত বিধিমালাকে, অথবা কোন প্রথাগত বা ব্যক্তি আইন (Customary or Personal Law) কে প্রভাবিত করবে না।

---

[5] ACT NO.IV OF 1882, The Transfer of Property Act, Sec:18

[6] the legal prohibition against tying up property so that it cannot be transferred or vest title in another forever, for several future generations, or for a period of centuries. The maximum period in which real property title may be held without allowing title to vest in another is "lives in being plus 21 years." http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/rule+against+perpetuities

[7] **Section 18 in The Transfer of Property Act, 1882**

[Sec 18. Transfer in perpetuity for benefit of public.—The restrictions in sections 14, 16 and 17 shall not apply in the case of a transfer of property for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind.]

[8] Act No I of 1877, The Specific Relief Act, Sec 54(a),illustrations (b)

[9] Act No.IX of 1908, The Limitation Act, Sec: 10

'Sec 10. Notwithstanding anything hereinbefore contained, no suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose, or against his legal representatives or assigns (not being assigns for valuable consideration), for the purpose of following in his or their hands such property or the proceeds thereof, or for an account of such property or proceeds, shall be barred by any length of time.

For the purposes of this section any property comprised in a Hindu, Muslim or Buddhist religious or charitable endowment shall be deemed to be property vested in trust for a specific purpose, and the manager of any such property shall be deemed to be the trustee thereof.'

[10] Act No. V of 1908, The Code of Civil Procedure, sec: 92

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক প্রকৃত জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট (Public বা Charitable) গঠনের জন্য কোন একটি বিশেষ আইন এখনও প্রণীত হয়নি। ফলশ্রুতিতে, নানাবিধ জটিলতা এড়ানোর জন্য একটি যুগাপযোগী Public বা সার্বজনিক ট্রাস্ট আইন গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৫. The Trust Act, 1882 একটি সাধারণ পর্যালোচনা: এবং সমস্যা নির্ধারণ

১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের পর ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট সম্পর্কিত আইন কিছুটা সুদৃঢ় হলেও এর অধীনে সরকারি বা সার্বজনিক (Public) বা জনকল্যাণমূলক (Charitable) ট্রাস্ট সম্পর্কে তেমন কোনো বিধান রাখা হয় নি। ফলশ্রুতিতে উক্ত ট্রাস্টসমূহ সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তীতে সরকার জনকল্যাণে ট্রাস্ট সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করলে একাধিক পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।

১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইনে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিধি বিধান বর্ণিত হয়েছে । ট্রাস্ট ভঙ্গ হলে পক্ষগণ কি প্রতিকার পাবে, ক্রমাগত ট্রাস্ট ভঙ্গকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারবে, ট্রাস্টি ট্রাস্ট বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করলে কিভাবে তাকে ট্রাস্ট বাস্তবায়নে বাধ্য করা যায়, সুবিধাভোগীগণের অধিকার ও কর্তব্য কি হবে ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, ট্রাস্ট কিভাবে বাতিল বা প্রত্যাহার করা যায় সে সংক্রান্ত বিধানাবলীও এ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে প্রায়ই পক্ষগণের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মামলা মোকদ্দমা দায়ের হয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় যা দেওয়ানি আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি একটি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং হয়রানী মূলক প্রক্রিয়া। ফলশ্রুতিতে, পক্ষগণ ট্রাস্টের যথাযথ সুবিধাভোগ করতে পারে না এবং সাধারণ জনগণ ট্রাস্ট গঠন করতে নিরুৎসাহিত বোধ করে।

ট্রাস্ট সংক্রান্ত আইন সমূহ পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তি উদ্যোগমূলক (Private) ট্রাস্ট কে যুগাপযোগী এবং সার্বজনিক (Public) ও জনকল্যাণমূলক (Charitable) ট্রাস্ট গঠন সহজ করার জন্য দুইটি পৃথক আইন প্রনয়ন করা অধিক সুবিধাজনক হবে। কেননা ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট আইনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনটি ১৩৪ বছর পূর্বে ১৮৮২ সালে প্রনীত হওয়ায় উহার কিছু কিছু বিধান অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাছাড়া উক্ত আইনটির বঙ্গানুবাদ এখনকার প্রেক্ষপটে খুবেই জরুরী। ফলশ্রুতিতে, সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে উক্ত আইনের অনুবাদ, কিছু বিধান সংশোধন করাও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আইন কমিশন কিছু যুগাপযোগী পরিবর্তন সুপারিশ করে ব্যক্তিগত ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য **ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট আইন** ২০১৭ এবং সরকারী ও জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য **সার্বজনিক ট্রাস্ট আইন ২০১৭** এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। অন্যদিকে, বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, একই বিষয়ে একাধিক আইন থাকলে অর্থাৎ ট্রাস্ট বিষয়ে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ও সার্বজনিক নামে দুইটি পৃথক আইনের অস্তিত্ব কেবল আইনজীবী ও বিচারকদের জন্যই অসুবিধাজনক হবে তা নয় বরং সাধারন জনগন, আইনের শিক্ষক, গবেষণা ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও বিভ্রান্ত করার আশংকা থাকে। বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারি তথা সার্বজনিক ট্রাস্ট আইনে খসড়া প্রস্তুতের পাশাপাশি **ট্রাস্ট আইন ২০১৭ এর** খসড়া প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যেখানে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ও সার্বজনিক উভয় প্রকার ট্রাস্ট আইনের বিধানসমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ আইন তিনটি প্রবর্তন করা হলে বাংলাদেশে যে কোনো প্রকার ট্রাস্ট গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত অনেক জটিলতার অবসান ঘটবে এবং একই সাথে ব্যক্তিগত (Private), সরকারি ও জনকল্যাণমূলক (Public ও Charitable) ট্রাস্ট আইনের অনেক অসামঞ্জস্যতা ও দূর হবে।

৬. প্রস্তাবিত খসড়া আইনের সাধারন পর্যালোচনাঃ

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট আইন ২০১৭ কে ১১ টি ও **সার্বজনিক ট্রাস্ট আইন ২০১৭** আইনকেই ১৩ টি অধ্যায়ে এবং উক্ত দুইটি আইনের একত্রে সংযোগে **ট্রাস্ট (সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক) আইন ২০১৭** কে ১৪ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি আইনের ক্ষেত্রেই এমন কিছু বিধান রয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ট্রাস্ট সংক্রান্ত আইনের মূল নীতিমালা এবং সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরনস্বরূপ, ব্যক্তি উদ্যোগমূলক, সার্বজনিক ট্রাস্ট ও **ট্রাস্ট (সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক) আইন ২০১৭** এর ক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায়ে সংজ্ঞা সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নতুনভাবে সংকলিত হয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগ মূলক ট্রাস্ট (Private Trust), , জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট (Charitable Trust), অব্যক্ত ট্রাস্ট (Implied Trust), আদালত বিনির্মিত ট্রাস্ট (Constructive Trust), ব্যক্ত ট্রাস্ট (Express Trust) সহ অন্যান্য ট্রাস্টের সংজ্ঞা।

দ্বিতীয় হতে পঞ্চম অধ্যায়ে ট্রাস্ট গঠন, ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য, ট্রাস্টির অধিকার ও ক্ষমতা, এবং ট্রাস্টিগণের অক্ষমতা সংক্রান্ত বিধানাবলী আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সুবিধাভোগীর অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং ট্রাস্টির পদ শূন্য হওয়া সক্রান্ত বিধানাবলী।

এছাড়া সংযোজিত হয়েছে জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন সংক্রান্ত বিধানাবলী যেখানে বলা হয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন' নামে সরকার একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে যা হবে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা ও আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান। একজন চেয়ারম্যান, যিনি হবেন বাংলাদেশ্ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ এবং ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে "জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন" এবং তাদের মধ্যে একজন হবেন মহিলা। এ কমিশনের মূল কাজ হবে অত্র আইনের প্রয়োগ, এই আইনের অধীনে গঠিত সকল প্রকার ট্রাস্ট এর রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা, ট্রাস্টসমূহ ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তদারকি করা, ট্রাস্টসমূহ হতে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করা, উদ্ভূত সকল প্রকার বিরোধের তদন্ত ও নিস্পত্তি করিয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা, এবং এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

সার্বজনিক ট্রাস্ট আইন ২০১৭ : সরকারি বা সার্বজনিক ও জনকল্যাণ সম্পর্কিত ট্রাস্টের সংজ্ঞা প্রদান, গঠন,পরিচালনা এবং সংশোধনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। সার্বজনিক ট্রাস্ট সৃষ্টি, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের বিধানসমূহ এবং ব্যক্তি সৃষ্ট জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে অষ্টম হতে একাদশ অধ্যায়ে। নবম অধ্যায়ের ৬২ ধারায় সরকার কর্তৃক সার্বজনিক ট্রাস্ট স্থাপনের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। আইনানুযায়ী সার্বজনিক ট্রাস্টের একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে যা সরকারি আদেশ দ্বারা গঠিত হবে এবং ট্রাস্টের প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য আরও থাকবে একটি ট্রাস্টি-বোর্ড । ট্রাস্টি-বোর্ড সরকার কর্তৃক মনোনীত চেয়ারপারসন ও সদস্য দ্বারা গঠিত হবে। সার্বজনিক ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব হবে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, ট্রাস্টের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যক্রম গ্রহনের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থায়ন, ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ, সরকারি উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, বিভিন্ন সংস্থার সহিত যোগাযোগ, অর্থ প্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ, ট্রাস্টের উদ্দেশ্যেকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসহ যে কোনো সরকারি বেসরকারি, দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনের সহিত প্রচলিত আইন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা, ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ এবং আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা এবং উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই আইনের দশম অধ্যায়ে **জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের** গঠন ও উদ্দেশ্য সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এ আইনের ৮২ ধারায় বলা হয়েছে যে, সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক উভয় প্রকার ট্রাস্টের আওতায় জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন করা যাবে এবং কোন ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা সরকার জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন করতে পারবে। আইনের ৮৩ ধারা অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট সাধারনত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতি, ধর্মের উদ্দেশ্য, জীবন ও জনস্বাস্থ্য, নাগরিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন নৃ-গোষ্ঠী বা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবন ও মানোন্নয়ন, শিল্প,কলা, বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের প্রসার ও উন্নয়ন ইত্যাদি এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে গঠিত হবে। ৮৪ ও ৮৫ ধারানুযায়ী উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীর বিষয় অস্পষ্টতা থাকলে জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট ব্যর্থ হবে না বা এর অবসান ঘটবে না বরং জাতীয় ট্রাস্ট কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ট্রাস্টের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারীর কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্রাস্ট সম্পত্তিটি ব্যবহৃত হবে। সার্বজনিক ট্রাস্ট আইনের একাদশ অধ্যায়ে **'ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জনকল্যানমূলক ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা** নামে একটি নতুন অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে । অত্র অধ্যায়টি সংযোজনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি কর্তৃক জনকল্যানমূলক ট্রাস্ট গঠন সহজতর করা ও এ ধরনের ট্রাস্ট সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা। এ অধ্যায়ের বিধানাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই প্রকারের ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট পরিষদ থাকবে এবং ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী নিজে, তার মনোনীত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উক্তরূপ ট্রাস্টি-পরিষদ গঠন করবে। ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ), প্রয়োজন অনুসারে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রকৃতি পরিবর্তন করে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট কে জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট অথবা জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট কে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট এ পরিবর্তন করতে পারবে। এইরূপ ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি পরিষদ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে। সর্বোপরি, ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ) কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের আওতায়, ট্রাস্ট দলিলে বর্ণিত উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিতে পারবে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, যে কোনো সময়ে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, এই প্রকার ট্রাস্টের অবসান ঘটাতে পারবে।

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট আইন ২০১৭ এর অষ্টম অধ্যায়ে ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে মূলত পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (Resulting trust) ও আদালত বিনির্মিত ট্রাস্টের (Constructive Trust) বিবরণ দেয়া হয়েছে। নবম অধ্যায়ের নতুন সংযোজন হচ্ছে 'ব্যক্তি উদ্যোগমূলক পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট'' যেখানে বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে ট্রাস্ট গঠন করতে পারবে এবং উক্ত সম্পত্তি, ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসেবে গন্য হবে। ট্রাস্ট দলিলে ট্রাস্ট কি উদ্দেশ্যে সৃজন করা হয়েছে তা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকতে হবে এবং যে উদ্দ্যেশে ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয়ে গেলে কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে ট্রাস্ট দলিলে বর্ণিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা যাবে। সর্বোপরি ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তার উত্তরাধিকারীগণ তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে কোন সময়ে এই প্রকার ট্রাস্টের অবসান ঘটাতে পারবে।

ট্রাস্ট (সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক) আইন ২০১৭ মূলত একটি পরিপূর্ন ট্রাস্ট আইন যেখানে সকল প্রকার ট্রাস্ট আইনের বিধানাবলী সংযোজিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ আইনের প্রথম হতে সপ্তম অধ্যায়ে সকল প্রকার ট্রাস্ট আইনের মূলনীতিমালা সমূহ অর্থাৎ, প্রথম অধ্যায়ে সংজ্ঞা সমূহ, দ্বিতীয় হতে পঞ্চম অধ্যায়ে ট্রাস্ট গঠন, ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য, ট্রাস্টির অধিকার ও ক্ষমতা, এবং ট্রাস্টিগণের অক্ষমতা সংক্রান্ত বিধানাবলী আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সুবিধাভোগীর অধিকার ও দায়িত্বসমূহ এবং ট্রাস্টির পদ শূন্য হওয়া সক্রান্ত বিধানাবলী। এর নবম হতে দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সার্বজনিক তথা জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের বিধানাবলী তথা সার্বজনিক ট্রাস্ট সৃষ্টি, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের বিধানসমূহ এবং ব্যক্তি সৃষ্ট জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধানাবলী যা ইতোপূর্বে বিষদে আলোচিত হয়েছে। তবে, এ আইনের একাদশ অধ্যায়টি একটি নব সংযোজন যেখানে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট এর বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে।

৭. খসড়া আইনে ব্যবহৃত পরিভাষাঃ

ট্রাস্ট সংক্রান্ত ধারণা ও আইনসমূহের উৎপত্তির মূলত English Common Law বিশেষ করে English Equity আইন থেকে। ফলে এই আইন সংক্রান্ত ধারণা, পরিভাষা, মূলনীতি ইত্যাদিতে ইংরেজি ভাষার একক প্রাধাণ্য রয়েছে। আলোচিত খসড়া আইনসমূহে ইংরেজি ভাষা থেকে কিছু পরিভাষা সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সুবিধাজনক ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজি Trust শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'ন্যাস'। Trust Creator, Trustee, Trust Property, Trust Deed ইত্যাদির শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ হলো যথাক্রমে-ন্যাস-প্রণেতা, ন্যাস-ধারক, ন্যাস-সম্পত্তি ও ন্যাস-দলিল। এই বাংলা প্রতিশব্দসমূহ একেবারেই অপ্রচলিত এবং আইন ব্যবহারকারীগণ এর নিকট অপরিচিত। বরং ইংরেজি ট্রাস্ট (Trust) শব্দটির বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলন ও বোধগম্যতা রয়েছে। এই কারণে 'ট্রাস্ট'সহ উদ্ভুত শব্দসমূহ তথা 'ট্রাস্টী' 'ট্রাস্ট-সম্পত্তি' 'ট্রাস্ট-দলিল' ইত্যাদি শব্দগুলো খসড়া আইনে ব্যবহার করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিম্নলিখিত ৩(তিন)টি খসড়া বিল তৈরি কার হয়েছে:

১. সার্বজনিক ট্রাস্ট বিল (The Public Trust Bill)
২. ব্যক্তি উদ্যোমূলক ট্রাস্ট বিল (The Private Trust Bill)
৩. ট্রাস্ট **(সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক)** বিল (The Trust Bill)

৮. রহিতকরণের সুপারিশঃ

আলোচিত খসড়া বিল সমূহের সাথে কমিশন The Trust Act, 1882 (Act NO. II of1882) এবং The Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (Act No.XIV of 1920) এই দুইটি আইন রহিতকরণের সুপারিশ করছে। উক্ত আইন সমূহ প্রবর্তিত হইলে এই আইনগুলির আর বহাল রাখা প্রয়োজন হবে না।

৯. আইন প্রণয়নের সুপারিশঃ

বাংলাদেশে প্রচলিত ট্রাস্ট সংক্রান্ত আইন সমূহ বিশদ পর্যালোচনান্তে আইন কমিশন উপরোক্ত তিনটি খসড়া বিল প্রস্তুত করেছে। এই তিনটি খসড়া থেকে ট্রাস্ট **(সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক)** বিল, ২০১৭ প্রবর্তন করা হলে অপর দুইটি প্রবর্তনের প্রয়োজন নাই। অথবা পৃথক ভাবে **ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট বিল** (The Private Trust Bill) ও সার্বজনিক ট্রাস্ট বিল (The Public Trust Bill) টি প্রবর্তন করা যেতে পারে। আইন কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারে নিকট এই সুপারিশসহ খসড়া বিল তিনটি এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত / – ১৬.০৪.২০১৭ খ্রি.
প্রফেসর ড. এম. শাহ আলম
সদস্য

স্বাক্ষরিত / – ১৬.০৪.২০১৭ খ্রি.
বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর
সদস্য

স্বাক্ষরিত / – ১৬.০৪.২০১৭ খ্রি.
বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক
চেয়ারম্যান

সার্বজনিক ট্রাস্ট আইন, ২০১৭

সরকারি ও সার্বজনিক ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি সম্পর্কিত সকল আইনের সংজ্ঞা প্রদান, সংশোধন ও সংকলনের জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু সরকারি ও সার্বজনিক ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি সম্পর্কিত সকল আইনের সংজ্ঞা প্রদান, সংশোধন ও সংকলন সমীচীন:

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কার্যকর হইবার তারিখ

১। (১) এই আইন সার্বজনিক ট্রাস্ট আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই আইন...২০১৭ তারিখ হইতে বলবৎ হইবে;

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

প্রয়োগের সীমানা সংরক্ষণ

(৪) এইখানে বিধৃত কোন কিছুই মুসলিম আইনের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা,অথবা কোন প্রথাগত বা ব্যক্তি আইন (Customary or Personal Law) কে প্রভাবিত করিবে না।

সংজ্ঞাসমূহ

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

অব্যক্ত ট্রাস্ট

(১) "অব্যক্ত ট্রাস্ট (Implied Trust)" অর্থ ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অনুমিত

অভিপ্রায় হইতে, ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পক্ষগণের আচরন ও কার্যকলাপ বিবেচনা করিয়া আইনের পরিক্রিয়ায় উদ্ভূত ট্রাস্ট হইল অব্যক্ত ট্রাস্ট (Implied Trust),পরিণতিমূলক ট্রাস্ট একপ্রকার অব্যক্ত ট্রাস্ট;

আদালত — (২) "আদালত" অর্থ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত;

আদালত বিনির্মিত ট্রাস্ট — (৩) আদালত বিনির্মিত ট্রাস্ট (Constructive Trust) অর্থ আইনী কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত ট্রাস্ট যাহা আদালতের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্টীকরন দ্বারা অথবা পক্ষগণের কার্যক্রম বা বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষন (construe) পূর্বক আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা উদ্ভূত বা উদঘাটিত;

উপদেষ্টা পরিষদ — (৪) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ৬৫ ধারা এর অধীনে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

ট্রাস্ট কমিশন — (৫) " ট্রাস্ট কমিশন" অর্থ এই আইনের ৮৭ ধারায় গঠিত জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন;

চেয়ারপারসন — (৬)"চেয়ারপারসন" অর্থ এই আইনের ৬৮ ধারায় গঠিত চেয়ারপারসন;

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট — (৭) "জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট" অর্থ সেই সকল সার্বজনিক ট্রাস্ট যাহা জনসাধারন বা ইহার একটি শ্রেণির কল্যানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা বা গঠন করা হইয়াছে;

"ট্রাস্টি" — (৮) "ট্রাস্টি" অর্থ এমন ব্যক্তি বা বোর্ড যিনি বা যাহাদের উপর ট্রাস্ট পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে;

"ট্রাস্টকারী" — (৯) "ট্রাস্টকারী" অর্থ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা সরকার বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে কোনো প্রতিষ্ঠান, যিনি বা যাহারা ট্রাস্ট দলিলের মাধ্যমে ট্রাস্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ট্রাস্টির উপর আস্থা (confidence) স্থাপন বা আস্থা

ঘোষণা পূর্বক ট্রাস্ট সৃষ্টি করেন, যদি একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টকারী হন, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তিতে তাহার অংশ অনুপাতে ট্রাস্টকারী হইবে;

''ট্রাস্ট - দলিল" (১০) ''ট্রাস্ট - দলিল" অর্থ যে দলিল দ্বারা ''ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠা করা হয়;

''ট্রাস্ট - সম্পত্তি" বা ''ট্রাস্ট'' (১১) ''ট্রাস্ট -সম্পত্তি" বা ''ট্রাস্ট' অর্থ ট্রাস্টের বিষয়বস্তু;

''তহবিল" (১২) ''তহবিল" অর্থ ট্রাস্টের তহবিল;

''নোটিশ" (১৩) ''নোটিশ" অর্থ কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে বলিতে কোন ঘটনা যখন সে প্রকৃতপক্ষে অবগত হয় অথবা জানিবার জন্য যে তদন্ত বা অনুসন্ধান করা তাহার উচিত ছিল তাহা হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকিয়াছে অথবা বড় ধরণের অবহেলা না করিলে সে তাহা জানিতে পারিত অথবা **চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ৯ নং আইন)** এর ২২৯ ধারায় উল্লিখিত ঘটনার আওতায় ঘটনা সর্ম্পকিত তথ্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহার প্রতিনিধি তাহা গ্রহণ করিয়াছে;

"নির্ধারিত" (১৪) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

"প্রবিধান" (১৫) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রনীত প্রবিধান;

পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (১৬) পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (Resulting trust) অর্থ যেইক্ষেত্রে আইনের প্রভাবে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অব্যক্ত কিন্তু অনুমিত অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত ট্রাস্টকারী বা তার বৈধ প্রতিনিধির নিকট ফেরত আসে সেইক্ষেত্রে পরিনতিমূলক ট্রাস্ট সৃষ্টি হয়;

"নিবন্ধন" (১৭) "নিবন্ধন" অর্থ এই আইনের ৬২ ধারা এর অধীনে কৃত নিবন্ধন;

"নিবন্ধিত সংগঠন" (১৮) "নিবন্ধিত সংগঠন" অর্থ ৭৪ ধারা এর অধীনে নিবন্ধিত কোনো

সংগঠন;

মহা হিসাব - নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক — (১৯) ‘‘মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক” অর্থ বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

“ব্যক্তি” — (২০)“ব্যক্তি” অর্থ স্বাভাবিক (natural person) ও আইনগত ব্যাক্তি (juristic person);

ব্যক্ত ট্রাস্ট — (২১) “ব্যক্ত ট্রাস্ট”(Express Trust) অর্থ ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা নিজ সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের কল্যাণের জন্য অপর কোনো ব্যক্তির উপর অর্পণ করা অথবা ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে, ট্রাস্ট সৃষ্টির অভিপ্রায় সরাসরি প্রকাশ পূর্বক, একটি দলিলে বা তাহার মৌখিক বিবৃতি অনুযায়ী গঠিত ট্রাস্ট;

“বোর্ড” — (২২)“বোর্ড” অর্থ ৬৬ ধারা এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

“বিধি” — (২৩) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

“ব্যবস্থাপনা পরিচালক” — (২৪) “ব্যবস্থাপনা পরিচালক” অর্থ ধারা ৭৮ এর অধীন নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

“ বিশ্বাস ভঙ্গ ” — (২৫) “ বিশ্বাস ভঙ্গ ” (breach of trust) অর্থ সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রচলিত কোন আইন দ্বারা ট্রাস্টির উপর আরোপিত কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য লঙ্ঘন;

“রেজিস্ট্রিকৃত” — (২৬) “রেজিস্ট্রিকৃত” অর্থ এই আইনের বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে সংশ্লিষ্ট সময় প্রচলিত আইনের অধীনে দলিল রেজিস্ট্রেশন;

“সম্পত্তি” — (২৭) “সম্পত্তি” (asset) অর্থ স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব বা অংশ;

" সুবিধাভোগী" (২৮)" সুবিধাভোগী" অর্থ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাহাদের কল্যানের জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হইয়াছে ;

সুবিধাভোগীর স্বত্ব বা স্বার্থ (২৯) ''সুবিধাভোগীর স্বত্ব বা স্বার্থ" হইল ট্রাস্ট সম্পত্তির উপর ট্রাস্টির সুবিধাভোগীর অধিকার;

সার্বজনিক ট্রাস্ট (৩০) "সার্বজনিক ট্রাস্ট" (Public Trust) অর্থ সেই ট্রাস্ট যাহা সর্বসাধারন বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত কোনো শ্রেণীর কল্যাণের জন্য সৃষ্টি বা গঠিত হইয়াছে;

কমিশন সদস্য (৩১) "সদস্য" অর্থ ট্রাস্ট কমিশনের কোনো সদস্য;

বোর্ড সদস্য (৩২) "বোর্ড সদস্য" অর্থ চেয়ারপারসনসহ বোর্ডের যে কোন সদস্য;

সরকার (৩৩) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

আইন সম্মত উদ্দেশ্য ৩। (১) যে কোন আইন সম্মত উদ্দেশ্য পূরনকল্পে ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে ;

(২) প্রতিটি ট্রাস্ট, ট্রাস্ট কমিশনে নিবন্ধিত হইবে;

(৩) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য আইনসম্মত হইবে, যদি না তাহা:

(ক) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, অথবা

(খ) এমন প্রকৃতির হয় যে, অনুমোদন দেওয়া হইলে অন্য কোন আইনের বিধানকে লঙ্ঘন করিবে, কিংবা

(গ) প্রতারণামূলক হয়, কিংবা

(ঘ) অন্যের শারীরিক বা সম্পত্তির ক্ষতি করে বা ক্ষতির সহিত জড়িত থাকে,বা

(ঙ) অনৈতিক বা জননীতির (Public Policy) পরিপন্থী বলিয়া আদালত মনে করে,

(৪) আইনসম্মত নহে এমন প্রত্যেকটি ট্রাস্ট বাতিল বলিয়া গন্য হইবে, এবং যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট দুইটি উদ্দেশ্যে করা হয় সেইক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যদি একটি উদ্দেশ্য আইনসম্মত এবং অপরটি আইনসম্মত না হয় এবং উদ্দেশ্য দুইটিকে যদি পরস্পর হইতে পৃথক করা কোনভাবেই সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সমগ্র ট্রাস্টই বাতিল বলিয়া গন্য হইবে;

ব্যাখ্যা- এই ধারায় বর্ণিত আইন বলিতে ট্রাস্ট সম্পত্তি যদি স্থাবর হয় এবং ইহা যদি বিদেশে অবস্থিত হয় তাহাহইলে সেই দেশের আইনের এখতিয়ারভুক্ত হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট

৪। (১) ট্রাস্টকারী বা ট্রাস্টি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত দলিল না হইলে; অথবা ট্রাস্টকারী বা ট্রাস্টির উইল দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি

অস্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট

সম্পর্কিত কোন ট্রাস্ট বৈধ হইবে না;

(২) উপরে বর্নিত ১ উপধারায় উল্লিখিত ভাবে কোন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা না হইলে অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ট্রাস্টির বরাবর হস্তান্তর করা না হইলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ট্রাস্ট বৈধ হইবে না;

(৩) প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই ধারার বিধান প্রয়োগ করা হইলে তাহা কার্যকর হইবে না।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

৫। উপরে বর্নিত ৪ ধারার বিধান সাপেক্ষে ট্রাস্টকারী যখন ট্রাস্ট সম্পত্তি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তার সহিত কোন কথা বা কাজের দ্বারা নির্দেশ প্রদান করে এবং

(ক) তাহার পক্ষ হইতে ট্রাস্ট সৃষ্টির ইচ্ছা,

(খ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য,

(গ) সুবিধাভোগী এবং

(ঘ) ট্রাস্টি বরাবর ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করে (যদি না উইলের মাধ্যমে ট্রাস্ট ঘোষণা করা হয় অথবা ট্রাস্টকারী নিজেই ট্রাস্টি না হয়) ,

তখনই ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা হইবে।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারী ৬। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে-

(ক) সরকার দ্বারা,

(খ) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা,

(গ) কোম্পানী আইন বা অন্য কোনো আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা,

(ঘ) চুক্তি করিবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা এবং

(ঙ) কোনো নাবালকের দ্বারা বা তাহাদের পক্ষে পারিবারিক আদালত বা এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজ আদালতের অনুমতি দ্বারা;

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে ঐ সময় প্রচলিত আইন যাহার দ্বারা ট্রাস্টকারী ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে সেই আইনের অধীন হইবে।

ট্রাস্টের বিষয়বস্তু ৭। ট্রাস্টের বিষয়বস্তু অবশ্যই সুবিধাভোগীর নিকট হস্তান্তরযোগ্য কোন সম্পত্তি হইতে হইবে।

ট্রাস্টি ৮। (১) স্বয়মধিকারী (sui juris) প্রত্যেক ব্যক্তি বা ট্রাস্টি বোর্ড ট্রাস্টি

হইতে পারে;

ট্রাস্ট গ্রহণ ইচ্ছাধীন

(২) ট্রাস্ট এ অংশগ্রহণ করা বা না করা প্রস্তাবিত ট্রাস্টির ইচ্ছাধীন হইবে;

ট্রাস্ট গ্রহণ

(৩) কোন ব্যাক্তির কথা বা কাজের দ্বারা তাহার ট্রাস্টি হইবার যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা (reasonasonable certainties) পাওয়া গেলে তিনি ট্রাস্টি হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে;

ট্রাস্টি হইতে অনাগ্রহ

(৪) যেইক্ষেত্রে সম্ভাব্য ট্রাস্টি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ট্রাস্টি হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পত্তি তাহার উপর ন্যস্ত হইবে না;

একাধিক ট্রাস্টি

(৫) একাধিক সহযোগী ট্রাস্টির মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি ট্রাস্টি হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ট্রাস্ট সৃষ্টির তারিখ হইতে ট্রাস্টি হইয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে এবং তাহার বা তাহাদের উপর ট্রাস্ট সম্পত্তি ন্যাস্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ট্রাস্ট বাস্তবায়ন

৯। (১) সকল প্রকার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকালে ট্রাস্টকারীর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ট্রাস্টি বাধ্য থাকিবে;

(২) ট্রাস্ট দলিল বা ট্রাস্টকারীর কোনো শর্ত বা নির্দেশ অস্পষ্ট, অবাস্তব, অবৈধ বা সুবিধাভোগীর জন্য দৃশ্যতঃ ক্ষতিকর হইলে ট্রাস্টি ট্রাস্ট কমিশনের নির্দেশনা গ্রহণ করত অগ্রসর হইবে;

(৩) ট্রাস্ট কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ করত: ট্রাস্টকারী মূল ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিতে পারিবে।

ট্রাস্ট সম্পত্তির অবস্থা অবহিত

১০। ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রকৃতি ও সম্যক অবস্থা সম্পর্কে ট্রাস্টি অবিলম্বে অবহিত

হইবে; প্রয়োজন হইলে ট্রাস্ট-সম্পত্তির নিয়ন্ত্রন নিজে গ্রহণ করিতে এবং (ট্রাস্ট দলিলের বিধানসাপেক্ষে) অপর্যাপ্ত বা অনিশ্চিত জামানতের উপর বিনিয়োগকৃত ট্রাস্টের অর্থ নিজের নিয়ন্ত্রনে লইবে।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল রক্ষা

১১। ট্রাস্ট সম্পত্তি সংরক্ষন, স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মোকদ্দমা চালাইতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এবং (ট্রাস্ট দলিলের বিধান সাপেক্ষে) ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রকৃতি, পরিমাণ অথবা মূল্যমান অনুযায়ী তাহা সংরক্ষণের জন্য যেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত, ট্রাস্টি কে তাহা করিতে হইবে।

সুবিধাভোগীর প্রতিকূল স্বত্ব

১২। সুবিধাভোগীর স্বার্থের প্রতিকূল কোন স্বত্ব বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠা করিতে, ট্রাস্টি নিজে বা অন্য কাহাকেও কোনভাবেই সহায়তা করিবে না।

ট্রাস্ট সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষন

১৩। একজন সাধারণ প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষ, যেইরূপভাবে তাহার নিজের সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন করে, একজন ট্রাস্টিও সেইরূপভাবে ট্রাস্ট-সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন করিবে ; তবে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে ট্রাস্ট-সম্পত্তির ক্ষতি, ধ্বংস বা অবনতির জন্য ট্রাস্টি সাধারনভাবে দায়ী হইবে না।

ক্ষয়িষ্ণু বা পঁচনশীল সম্পত্তির রূপান্তর

১৪। যেই ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একাধিক ব্যক্তির (several persons in succession) কল্যাণের জন্য ক্ষয়িষ্ণু ও পঁচনশীল প্রকৃতির বা ভবিষ্যৎ বা প্রত্যাবর্তিত স্বত্ব/স্বার্থ (reversionary interest) সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-দলিল হইতে ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় অনুমিত না হইলে ট্রাস্টি ঐ সম্পত্তিকে স্থায়ী এবং অবিলম্বে লাভজনক সম্পদে রূপান্তর করিবে।

নিরপেক্ষতা

১৫। (১) যেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর সংখ্যা একাধিক সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অবশ্যই

কোন একজনকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করিবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টির স্বীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা (discretionary power) রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে যুক্তিসংগত এবং সরল বিশ্বাসে (good faith) ট্রাস্টি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

অপচয় নিবারণ

১৬। যেইক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কল্যানের জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে একজন ট্রাস্ট-সম্পত্তির দখলে থাকার সময় যদি ট্রাস্ট-সম্পত্তির জন্য ধ্বংসাত্মক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিকর কোন কাজ করে বা করিবার হুমকি দেয়, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে এইরূপ কাজ প্রতিহত করিবার জন্য ট্রাস্টি অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির হিসাবরক্ষণ, এবং প্রয়োজনে তথ্য প্রদান

১৭। (১) ট্রাস্টি ট্রাস্ট এর আয়-ব্যয়ের যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(২) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবে;

(৩) ২ উপ-ধারা এর অধীনে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ট্রাস্টের অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রয়োজনবোধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;

(৪) (২) উপ-ধারা এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh

Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত একজন চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে;

(৫) ৪ উপ-ধারা এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউনটেন্ট এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

ট্রাস্ট অর্থের বিনিয়োগ

১৮। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইতেছে নগদ অর্থ, তাহা ট্রাস্ট দলিলে বর্নিত নির্দেশনা অনুসারে ট্রাস্টি, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহার করিবে, তবে যাহা অবিলম্বে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, ট্রাস্টি সেই অর্থ (ট্রাস্ট দলিলে উল্লিখিত কোন নির্দেশ সাপেক্ষে) কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়োগ করিতে পারিবে:-

(ক) প্রমিজরি নোট, ডিবেঞ্চার, স্টক বা অন্যান্য সরকারি জামানতসমূহে,

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পূর্ণ এবং শর্তহীনভাবে নিশ্চয়তা প্রদানকৃত জামানত এবং তদুপরি লভ্যাংশ (সুদ) সরকারি জামানত বলিয়া গণ্য হইবে,

(খ) কোম্পানীর স্টক বা ডিবেঞ্চার বা শেয়ার এবং তাহার উপর লভ্যাংশ (সুদ),যাহা সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদানকৃত,

(গ) বাংলাদেশের কোন আইনের অধীন অথবা কোন পৌর কর্তৃপক্ষ অথবা পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ অথবা নগর উন্নয়ন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য জামানতসমূহ ,

(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির উপর,

তবে ইজারা প্রদত্ত এবং বন্ধকী সম্পত্তিতে ট্রাস্টের অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে

না, অথবা

(ঙ) ট্রাস্ট দলিলে ব্যক্ত নির্দেশনাবলী সাপেক্ষে,যদি থাকে,অন্য যে কোন জামানতের উপর।

নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য স্টকক্রয়ের ক্ষমতা

১৯। (১) ভবিষ্যতে বিক্রিতমূল্যের অধিক হইতে হইবে এইরূপ সিকিউরিটিজে (securities) একজন ট্রাস্টি, নগদ অর্থে বিক্রয়যোগ্য বা পরিবর্তনযোগ্য স্টক (Redeemable Stock) ক্রয়ে, বিনিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) বিক্রয়যোগ্য কোন স্টক, তহবিল (fund), সিকিউরিটি ক্রয়মূল্যের অধিক মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত ট্রাস্টি ধরিয়া রাখিতে পারিবে।

কোম্পানি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ

২০। (১) যেইক্ষেত্রে নগদ অর্থই ট্রাস্ট সম্পত্তি, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে ;

(২) ইতোপূর্বে ১৮(ঙ) ধারার আওতায় বিনিয়োগ করা হইয়া থাকিলে উক্ত অর্থ আনুপাতিক হারে (১) উপধারা অনুসারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ বাদ যাইবে।

রাষ্ট্রায়াত্ব তফশিলি ব্যাংকে জমা

২১। ট্রাস্ট অর্থের পরিমান যদি অনুর্ধ্ব ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হয়, তাহা হইলে ১৮ ধারায় বর্নিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না, এবং উক্ত অর্থ রাষ্ট্রায়াত্ব তফশিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

বিশ্বাস ভঙ্গের দায়

২২। (১) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি কর্তৃক কোন বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সুদসহ ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা সুবিধাভোগীর ক্ষতিপূরণে ট্রাস্টি বাধ্য থাকিবে;

(২) ট্রাস্টি যদি ট্রাস্ট সম্পত্তির একাংশের বিশ্বাস ভঙ্গজনিত ক্ষতির জন্য দায়ী

হয়,তবে তিনি উক্ত সম্পত্তির অপর অংশে পৃথক বিশ্বাস ভঙ্গজনিত কারনে, অর্জিত লাভের সহিত, প্রথম বিশ্বাস ভঙ্গের কারনে সৃষ্ট ক্ষতির সহিত সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে না;

পূর্ববর্তী ট্রাস্টির ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব

(৩) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে সে তাহার পূর্ববর্তী ট্রাস্টির কাজ বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী নহে।

সহ- ট্রাস্টির ব্যর্থতার দায়

(৪) ১১ ও ১৩ ধারার বিধান সাপেক্ষে একজন ট্রাস্টি তাহার সহ-ট্রাস্টির বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য সাধারনভাবে দায়ী নহে :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্ট-দলিলে ভিন্নরূপ কোন সুস্পষ্ট ঘোষনা না থাকিলে উক্ত ট্রাস্টি নিম্নলিখিত কাজের জন্য দায়ী হইবে-

(ক) ট্রাস্টি যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তির যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হইয়া তাহার সহ- ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তর করিয়াছে,

(খ) ট্রাস্টি যেইক্ষেত্রে তাহার সহ- ট্রাস্টিকে ট্রাস্ট-সম্পত্তি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছে কিন্তু সহ ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপযুক্ত তদারকি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুক্তিসঙ্গত সময়ের অধিক সময় তাহার তত্ত্বাবধানে রাখিতে দিয়াছে,

(গ) যেইক্ষেত্রে সহ-ট্রাস্টির বিশ্বাস ভঙ্গ অথবা তদ্রুপ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহা গোপন রাখিয়াছে অথবা এ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে,

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সহ- ট্রাস্টি, ট্রাস্ট-সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন রসিদে যৌথ স্বাক্ষর প্রদান করিলেও যদি প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় যে, সে নিজে উহা গ্রহণ করে নাই বা গ্রহণ করিবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না, বা উক্তরূপ গ্রহণে

স্বক্রিয়ভাবে সহায়তা করে নাই, সেইক্ষেত্রে কেবল তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে এ কারনেই তাহার সহ-ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষতি বা অপব্যবহরের জন্য সে জবাবদিহি করিবে না।

সহ- ট্রাস্টিদের পৃথক দায়-দায়িত্ব

২৩। (১) যেইক্ষেত্রে সহ-ট্রাস্টিগণ যৌথভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, অথবা যেইক্ষেত্রে একজন সহ- ট্রাস্টির অবহেলার কারনে অপর সহ- ট্রাস্টি বিশ্বাসভঙ্গ করিতে সক্ষম হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে দায়বদ্ধ থাকিবে;

সহ- ট্রাস্টিদের দায়ের পরিমাণ অনুপাতে দায়িত্ব

(২) ট্রাস্টিদের নিজেদের মধ্যে যদি একজনের দায় অপেক্ষাকৃত লঘু হয় এবং তাহাকে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সেইক্ষেত্রে লঘু দায়ে অভিযুক্ত ট্রাস্টি অপর ট্রাস্টি অথবা তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে তাহার দ্বারা গৃহীত সম্পদের পরিমানের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিতে পারে এবং সকলেই যদি সমানভাবে দায়ী হয় এবং যে কোন এক বা একাধিক ট্রাস্টিকে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহা হইলে সে বা তাহারা অন্য জনকে তাহাদের অংশ প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে;

প্রতারনার দায়

(৩) এই ধারার কোন কিছুই প্রতারনার দায়ে অপরাধী সাব্যাস্ত কোন ট্রাস্টি কে ক্ষতিপূরন আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে না।

ট্রাস্টির নির্দায়

২৪। যখন সুবিধাভোগীর স্বত্ব-স্বার্থ (interest) অন্য কোনো ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় এবং ট্রাস্টি যদি এইরূপ ন্যস্ত হইবার বিষয়ে অনবগত থাকে, সেইক্ষেত্রে ঐরূপ ন্যস্ত হইবার পূর্বে, যে ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী ছিল, তাহাকে পরিশোধ বা হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ পরিশোধ বা হস্তান্তরের জন্য ট্রাস্টি দায়ী হইবে না।

সরকার কর্তৃক সুবিধাভোগীরস্বার্থ বাজেয়াপ্ত হইবার ক্ষেত্রে ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব

২৫। যখন সুবিধাভোগীর স্বত্ব-স্বার্থ বাজেয়াপ্ত বা আইনানুগভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হয়, তখন ট্রাস্টি সরকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাহা ধারন করিবে।

ট্রাস্টিগণের দায়মুক্তি

২৬। ট্রাস্টিগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে, ট্রাস্ট দলিল এবং ২২(১), ২২(২) ও ২৩ ধারার বিধান সাপেক্ষে প্রকৃতপক্ষে যে সকল অর্থ, স্টক, তহবিল ও জামানত যথাক্রমে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী থাকিবে; তবে তাহারা একজন আরেক জনের জন্য অথবা যে সকল ব্যাংকার, ব্রোকার বা অন্য ব্যক্তি যাহাদের দায়িত্বে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ন্যাস্ত ছিল বা কোন স্টক, তহবিল বা সিকিউরিটিজের অপর্যাপ্ততা বা ঘাটতির অথবা অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ দায়ী থাকিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
ট্রাস্টির অধিকার ও ক্ষমতা

স্বত্বের দলিল হেফাজতে রাখিবার অধিকার

২৭। ট্রাস্ট দলিল এবং ট্রাস্ট-সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল দলিল (যদি থাকে) ট্রাস্টি তাহার নিজ হেফাজতে রাখিবার অধিকারী।

ব্যয়কৃত অর্থ

২৮। (১) প্রত্যেক ট্রাস্টি, ট্রাস্ট নির্বাহ করিবার জন্য অথবা ট্রাস্ট-সম্পত্তি আদায় ও উদ্ধার বা সংরক্ষণ অথবা কল্যানের জন্য অথবা সুবিধাভোগী কে রক্ষা বা সাহায্যের জন্য, যে সকল ব্যয় সম্পাদন করিয়াছেন তাহা ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে নিজে ফেরত লইতে পারিবে অথবা এ সংক্রান্ত খরচ-খরচাদি পরিশোধ করিতে পারিবে;

(২) এইরূপ ব্যয়বাবদ কোন অর্থ যদি ট্রাস্টি নিজ তহবিল হইতে প্রদান করে,তবে উক্তরূপ ব্যয়, ট্রাস্ট-সম্পত্তির উপর প্রথম দাবী (charge) হিসাবে গন্য হইবে ,

কিন্তু এইরূপ দাবী (charge) ট্রাস্ট কমিশনের অনুমোদনক্রমে নির্বাহ করা না হইলে, ট্রাস্টি পূর্বতন অপরিশোধিত ব্যয় ও সুদ পরিশোধ ব্যতীত ট্রাস্ট-সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে লাভবান ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়

২৯। (১) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিশ্বাসভঙ্গ জনিত কারনে লাভবান হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যে পরিমান অর্থ উক্তরূপ বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ ট্রাস্টিকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করিবে; এবং যদি সে নিজেই সুবিধাভোগী হয় তাহা হইলে উক্ত অর্থের সমপরিমান অর্থ ট্রাস্টের উপর প্রাথমিক দায় হিসাবে গন্য হইবে;

(২) কোন ট্রাস্টি যদি বিশ্বাসভঙ্গের জন্য প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়,তবে (এই ধারার কোন বিধান বলে) তাহাকে দায়মুক্তি (indemnity)দেওয়া যাইবে না।

ট্রাস্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে

৩০। (১) ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়,যাহা কোন

ট্রাস্ট কমিশনের মতামত গ্রহণ

কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে, বরং সংক্ষেপে নিষ্পত্তিযোগ্য, সেইরূপ কোন বিষয়ে মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা চাহিয়া ট্রাস্টি ট্রাস্ট কমিশনের নিকট লিখিত দরখাস্ত করিতে পারিবে;

(২) ট্রাস্ট কমিশন যুক্তিসংগত মনে করিলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কে নোটিসসহ দরখাস্তের কপি জারি সাপেক্ষে শুনানির তারিখ ধার্য করিবেন এবং ধার্য তারিখে উপস্থিতসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ শুনানিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবেন।

(৩) ট্রাস্টি যদি দরখাস্তে প্রকৃত ঘটনাসরল বিশ্বাসেবিবৃত করিয়া থাকে এবং ট্রাস্ট কমিশনের মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশ মোতাবেক কর্ম সম্পাাদন করে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে করিয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।

হিসাব নিষ্পত্তি

৩১। ট্রাস্ট-সম্পত্তি পরিচালনার দায়-দায়িত্ব সম্পুর্ন হইলে ট্রাস্টি ঐ সংক্রান্ত সকল হিসাব, পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করিবে এবং ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে সুবিধাভোগীর অন্য কোন পাওনা অবশিষ্ট না থাকিলে ট্রাস্ট কমিশনের নিকট সকল হিসাবাদী দাখিল করিবে।

ট্রাস্টির সাধারণ কর্তৃত্ব (authority)

৩২। (১) এই আইন এবং ট্রাস্ট সংক্রান্ত দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং উক্ত আইন ও দলিলে আরোপিত বিধি নিষেধ, যদি থাকে, এবং এ আইনের ১৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে ট্রাস্ট-সম্পত্তি আদায়, সংরক্ষণ বা সুবিধাদি লাভের এবং চুক্তি করিতে অযোগ্য সুবিধাভোগীর রক্ষণাবেক্ষণ বা ভরণ-পোষণের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ সকল কাজ করিতে পারিবে;

(২) ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি ব্যতীরেকে কোন ট্রাস্টি ২১ (একুশ) বৎসরের

অধিক সময়ের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তির ইজারা প্রদান করিতে পারিবে না, অথবা যুক্তিসঙ্গত সর্বোচ্চ বার্ষিক ভাড়া সুনিশ্চিত না করিয়া ইজারা দেওয়া যাইবে না।

নিলাম বা চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করিবার ক্ষমতা

৩৩। ট্রাস্ট-দলিলে প্রদত্ত শর্ত সাপেক্ষে ট্রাস্টি বিশেষ প্রয়োজনে নিলাম বা চুক্তির মাধ্যমে ট্রাস্ট সম্পত্তি বা ইহার অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমতি পূর্বেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিক্রয়, ক্রয় এবং পুনঃবিক্রয়ের ক্ষমতা

৩৪। (১) ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় একজন ট্রাস্টি:

ক. বিক্রয়-চুক্তি দলিলে যৌক্তিক শর্ত আরোপ করিতে পারিবে,

খ. যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী (যদি থাকে) পরিবর্তন অথবা বিক্রয় চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে,

গ.নিলাম দ্বারা বিক্রয়কৃত সম্পুর্ন সম্পত্তি বা ইহার অংশবিশেষ পূনরায় ক্রয় করিতে পারিবে;

যৌক্তিক সময়ে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়

(২) ট্রাস্টির প্রতি ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় বা বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা অন্য সম্পত্তি ক্রয়ের নির্দেশ থাকিলে,ঐ রূপ বিক্রয় বা ক্রয় যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

অর্পণ করিবার ক্ষমতা

৩৫। ট্রাস্টি কর্তৃক বিক্রীত সম্পত্তি অর্পন করিবার বা প্রয়োজনমত অন্য কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

বিনিয়োগে পরিবর্তনের ক্ষমতা

৩৬। ট্রাস্টি তাহার স্বীয় বিবেচনায় কোন ট্রাস্ট-সম্পত্তি ১৮ ধারায় বর্ণিত বা উল্লিখিত কোনো জামানতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই ধরণের কোন বিনিয়োগ একই প্রকৃতির অপর কোন বিনিয়োগে কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে পরিবর্তন করিতে পারিবে।

রসিদ প্রদানের ক্ষমতা

৩৭। কোন ট্রাস্টির নিকট প্রদানযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য বা অপর্ণযোগ্য কোন অর্থ,জামানত বা অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ট্রাস্টি তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে লিখিত রসিদ প্রদান করিতে পারিবে;

এবং যদি প্রতারণার কোন অভিযোগ না থাকে, তাহা হইলে, এইরূপ রসিদ অর্থপ্রদানকারী, সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণকারী কে দায় হইতে অব্যাহতি দিবে এবং উক্ত অর্থ, জামানত বা অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারের অথবা কোনরূপ ক্ষতি বা অপপ্রয়োগের জন্য তাহারা সাধারণভাবে দায়ী হইবে না।

আপস মীমাংসার ক্ষমতা

৩৮। (১) দুই বা ততোধিক ট্রাস্টি যৌথভাবে কর্মসম্পাদনকালে যথোপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহারা–

(ক) দাবিকৃত যে কোন ঋণ অথবা সম্পদের বিনিময়ে কোন সিকিউরিটি গ্রহন অথবা আপোষ চুক্তিকরিতে পারিবে,

(খ) কোন ঋণ পরিশোধের জন্য যৌক্তিক কোন সময় অনুমোদন করিতে পারিবে,

(গ) ট্রাস্ট সম্পর্কিত যে কোনো ঋণ, লেনদেন নিষ্পত্তি, দাবি অথবা ট্রাস্ট সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে আপস, মীমাংসা, পরিত্যাগ অথবা মধ্যস্থতার জন্য পেশ বা অন্য কোন ভাবে তা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং

(ঘ) উপরোক্ত যে কোন কর্মসম্পাদনের জন্য সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কাজ, চুক্তি,আপোষ বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দলিল সম্পাদন, বা অন্য যে কোন পদক্ষেপের কারনে ক্ষতি সাধিত হইলে ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ দায়ী থাকিবে না;

(২) দুই বা ততোধিক ট্রাস্টির উপর অর্পিত ক্ষমতাবলী যদি ট্রাস্ট দলিল বলে

কোন এক ট্রাস্টির উপর অর্পিত থাকে বা হয়,তাহা হইলে তিনি এই ধারায় বর্নিত উপর্যুক্ত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) ট্রাস্ট দলিলে অন্য কোনরূপ নির্দেশনা না থাকিলে এই ধারার বিধানাবলী দলিলের শর্তাবলী সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

একাধিক ট্রাস্টির মধ্যে একজনের অপারগতা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে কার্যক্রম

৩৯। যখন একাধিক (several) ট্রাস্টিকে কোন ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব (authority) প্রদান করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে যদি একজন অপারগতা প্রকাশ করে বা মৃত্যু বরণ করে, তবে দলিলের শর্তাবলী সাপেক্ষেঅবশিষ্ট ট্রাস্টিগন তাহাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে ।

ডিক্রী দ্বারা ট্রাস্টির ক্ষমতা স্থগিত

৪০। যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট কার্যকর করিবার জন্য কোন মামলায় ডিক্রী হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ডিক্রীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ ব্যতীত অথবা যে আদালত ডিক্রী প্রদান করিয়াছে, সেই আদালতের অনুমতি ব্যতীত অথবা ডিক্রীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপীল বিচারাধীন থাকে তাহা হইলে আপীল আদালতের অনুমতি ব্যতীত ট্রাস্টি তাহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
ট্রাস্টির অক্ষমতা

ট্রাস্টির দায়িত্ব পরিত্যাগ

৪১। যেই ব্যক্তি ট্রাস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি:

(ক) ট্রাস্ট কমিশনেরঅনুমতি, বা

(খ) ট্রাস্ট দলিলে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ব্যতিরেকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক দায়িত্ব অর্পণ

৪২। একজন ট্রাস্টি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেই

তাহার সহ-ট্রাস্টি বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিতে পারিবে:

(ক) ট্রাস্ট-দলিলে যদি এইরূপ বিধান থাকে, বা

(খ) দায়িত্ব অর্পণ যদি দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজের অংশ হয়, বা

(গ) ট্রাস্টের স্বার্থে দায়িত্ব অর্পণ আবশ্যক হয়।

ব্যাখ্যা- অ্যাটর্নি বা প্রতিনিধি (proxy) নিয়োগ কেবল দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ সম্পর্কিত এবং ইহার সহিত কোন স্বাধীন বিবেচনা জড়িত থাকে না বলিয়া,উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

সহ- ট্রাস্টিগণের যৌথভাবে কর্মসম্পাদন

৪৩। ট্রাস্ট-দলিলে ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে ট্রাস্ট বাস্তবায়নে সকল ট্রাস্টিগণ কে অবশ্যই একত্রে কাজ করিতে হইবে।

ট্রাস্টির স্বীয় বিবেচনামূলক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ

৪৪। কোন ট্রাস্টি তাহার উপর অর্পিত স্বীয় বিবেচনামূলক ক্ষমতা যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ করিতে ব্যর্থ হয়, তবে ট্রাস্ট কমিশন ট্রাস্টির এইরূপ ক্ষমতা-প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ।

ট্রাস্টি তাহার কাজের জন্য পারিশ্রমিক দাবি করিতে পারে না

৪৫। (১) ট্রাস্ট-দলিলে সুস্পষ্টভাবে কোন নির্দেশনা না থাকিলে অথবাট্রাস্ট গ্রহণের সময় কমিশনের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকিলে, ট্রাস্ট কার্যকর করিবার নিমিত্ত শ্রম, মেধা এবং সময় প্রদানের বিনিময়ে ট্রাস্টি কোন পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না;

(২) এই ধারার কোন কিছুই কোন সরকারি ট্রাস্টি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, সরকারি কিউরেটর বা সার্টিফিকেট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির অপব্যবহার

৪৬। ট্রাস্টি তাহার নিজের লাভের জন্য বা ট্রাস্টের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে এমন কোন উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট-সম্পত্তি ক্রয় নিষিদ্ধ

৪৭। ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় করা যে ট্রাস্টির দায়িত্ব সে ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাহার নিযুক্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহার নিজের জন্য বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে ঐ সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ (interest) ক্রয় করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক সুবিধাভোগীর সম্পত্তি ক্রয়

৪৮। (১) কোন ট্রাস্টি বা সাম্প্রতিককালে ট্রাস্টির দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি কমিশনের অনুমতি ব্যতীত ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা ইহার কোন অংশের ক্রেতা, বন্ধক বা ইজারা গ্রহীতা হইতে পারিবে না, এবং প্রস্তাবিত ক্রয়,বন্ধক বা ইজারা যদি দৃশ্যতঃই সুবিধাভোগীর পক্ষে কল্যানকর না হয় তাহা হইলে এইরূপ অনুমতি প্রদান করা হইবে না;

সম্পত্তি ক্রয়ের নিমিত্তে ট্রাস্টি

(২) সুবিধাভোগীরজন্য নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি ক্রয় বা বন্ধক বা ইজারা গ্রহণ করা যদি কোন ট্রাস্টির দায়িত্ব হয়; তবে সেই ট্রাস্টি নিজের জন্য উক্ত সম্পত্তি বা ইহারঅংশ বিশেষ ক্রয়,বন্ধক বা ইজারা হিসাবে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি বরাবর বিনিয়োগ নিষিদ্ধ

৪৯। ট্রাস্ট-অর্থ বন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানতের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত ট্রাস্টি বা সহ- ট্রাস্টি, কখনও নিজের বা সহ-ট্রাস্টির বরাবরে বন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানত হিসাবে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ট্রাস্টির পদ শূন্য হওয়া

পদ শূন্য

৫০। ট্রাস্টি মৃত্যুবরণ করিলে অথবা তাহাকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইলে ট্রাস্টির পদ শূন্য হয় ।

ট্রাস্টির অব্যাহতি

৫১। কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্টিকে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে-

(ক) ট্রাস্টের বিলোপ ,

(খ) ট্রাস্টের অধীনে তাহার কর্তব্য সমাপ্তি,

(গ) ট্রাস্ট-দলিল দ্বারা নির্ধারিত বিধান বা পদ্ধতি অনুসারে,

(ঘ) এই আইনের অধীনে তাহার স্থলে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ, অথবা

(ঙ) এই আইনের অধীনে ট্রাস্ট কমিশন কর্তৃক অব্যাহতি।

অব্যাহতির আবেদন

৫২। ৯ ধারার বিধানাবলী সত্ত্বেও প্রত্যেক ট্রাস্টি তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য জাতীয় ট্রাস্ট কমিশনে আবেদন করিতে পারিবে; এবং কমিশন যদি বিবেচনা করেন যে এইরূপ অব্যাহতির স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রেকমিশন তাহাকে তদ্রুপভাবে অব্যাহতি দিতে পারিবে এবং তাহার খরচপত্র ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে মিটাইবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে,অব্যাহতি প্রদানের যৌক্তিক কারন না থাকিলে কমিশন তাহার স্থলে একজন যোগ্য লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ

৫৩। (১) যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি :

ক.পদত্যাগ করে, অথবা

খ.তাহার মৃত্যু হয়, অথবা

গ. একটানা ছয়মাস বাংলাদেশে অনুপস্থিত থাকে, অথবা

ঘ. বিদেশে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে, অথবা

ঙ. তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, অথবা

চ. ট্রাস্ট কমিশন অথবা সংশ্লিষ্ট আদালতের বিবেচনায় সে যদি অযোগ্য হয়,অথবা

ছ. ট্রাস্টের কাজ করিতে ব্যক্তিগতভাবে অসমর্থ হইয়া পড়ে, অথবা

জ. অসংগতিপূর্ণ কোন ট্রাস্ট গ্রহণ করে;

সেইক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করা যাইতে পারে-

(ক) ট্রাস্ট দলিলে (যদি থাকে) উল্লিখিত কোন ব্যক্তি,অথবা

(খ) কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি।

(২) এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র লিখিত হইতে হইবে;

(৩) নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে একাধিক ট্রাস্টি নিয়োগ দেওয়া যাইতে পারে;

(৪) এই ধারার অধীনে আদালতের অনুমোদনসাপেক্ষে একজন অফিসিয়াল ট্রাস্টি নিয়োগ করা যাইতে পারে,

তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে ট্রাস্টির সংখ্যা ১(এক) জন হইবে।

নতুন ট্রাস্টি বরাবর ট্রাস্ট সম্পত্তি অর্পণ

৫৪। (১) যখনই ৫৩ ধারার অধীনে কোন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করা হইবে, তখনই অব্যাহত ট্রাস্টির উপর অর্পিত সম্পত্তি, নবনিযুক্ত নতুন ট্রাস্টির উপর যৌথভাবে বা এককভাবে অর্পিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
সুবিধাভোগীর অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

ভাড়া ও মুনাফার অধিকার

৫৫। ট্রাস্ট-দলিলের শর্ত সাপেক্ষে ট্রাস্ট-সম্পত্তির ভাড়া (rent) এবং মুনাফা (profit) প্রাপ্তির অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে।

সুবিধাভোগীর স্বার্থ কার্যকর করিবার অধিকার

৫৬। ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অভিপ্রায় অনুসারে সুবিধাভোগীর স্বার্থ পরিপূর্নভাবে কার্যকর করাইয়া লইবার অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে।

ট্রাস্ট দলিল, হিসাব ইত্যাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি লওয়ার অধিকার

৫৭। ট্রাস্টি ও তাহার মাধ্যমে ট্রাস্ট সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীদার সকল ব্যক্তির নিকট হইতে একজন সুবিধাভোগীর ট্রাস্ট দলিল পরিদর্শন, এবং দলিলের কপি সংগ্রহ, উক্ত সম্পত্তির স্বত্ত্বের দলিল, সম্পত্তির হিসাব ও সংশ্লিষ্ট ভাউচার (যদি থাকে) পরিদর্শণ ও অনুলিপি প্রাপ্তির অধিকার রহিয়াছে।

ট্রাস্ট কার্যকর করিবার আবেদন

৫৮। যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি নিয়োজিত হয় নাই অথবা সকল ট্রাস্টি মৃত্যুবরন করিয়াছে, অথবা ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করিতে অসম্মত হয় অথবা দায়িত্ব পালন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে অথবা যেইক্ষেত্রে অন্য কোন কারণে ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্টটি কার্যকর করা অবাস্তব বা কার্যকর করা অসম্ভব, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টটি কার্যকর করিবার জন্য সুবিধাভোগী কমিশনের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট কমিশন যতদুর সম্ভব ট্রাস্টটি কার্যকর রাখিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

অসদুপায়ে ট্রাস্ট-সম্পত্তি অর্জন

৫৯। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অসৎ উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করত পরবর্তীতে নিজেই ক্রয় করিয়া লয়, সেইক্ষেত্রে সেই সম্পত্তি পূনরায় ট্রাস্ট সম্পত্তিভুক্ত হইবে।

বিশ্বাসভঙ্গে জড়িত সুবিধাভোগীর দায়

৬০। (১) যেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগীগণের মধ্যে একজন-

(ক) বিশ্বাস-ভঙ্গ করিবার কাজে অংশগ্রহণ করে, অথবা

(খ) অন্য সুবিধাভোগীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে বিশ্বাস-ভঙ্গ হইতে সুবিধা গ্রহণ করে, অথবা

(গ) বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিপ্রায় অথবা বিশ্বাস-ভঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য সুবিধাভোগীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যুক্তিসংগত সময় মধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, অথবা

(ঘ) ট্রাস্টিকে প্রতারণা করত তাহাকে বিশ্বাস-ভঙ্গ করিতে প্ররোচনা প্রদান;

এই সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর সকল স্বার্থ জব্দ থাকিবে;

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি কোনো মহিলার কল্যাণের জন্য হস্তান্তর বা উইল করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে নিজের লাভজনক স্বার্থ হইতে যেন নিজেকে বঞ্চিত করিতে না পারে ; সেইক্ষেত্রে এই ধারার কোন বিধানই ঐ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী

বিশেষ দায় দায়িত্ব

৬১। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বিষয়ে দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয়ঃ

পদমর্যাদা মারফত সুবিধা অর্জন

(১) যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি, নির্বাহক, অংশীদার, প্রতিনিধি, কোনো কোম্পানীর পরিচালক, আইন উপদেষ্টা,অথবা অন্য কোন পদাধিকারী ব্যক্তি যিনি অন্য ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষন করেন, সেইক্ষেত্রে যদি তিনি তাহার উক্তরূপ সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করতঃ নিজের জন্য কোন আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার সুবিধাদি গ্রহন করে অথবা এমন কোন লেনদেনে জড়িত হইয়া পড়ে যাহাতে তাহার নিজের স্বার্থ তাহার

উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূল হয় বা হইতে পারে, ঐ সকল ক্ষেত্রে উক্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য কোন আর্থিক সুবিধা লাভ করে, তবে সে তাহা অবশ্যই তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির পক্ষে বা কল্যাণের জন্য ধারণ করিবে;

অসংগত ও অনুচিত প্রভাব

(২) যেইক্ষেত্রে অসংগত বা অনুচিত প্রভাবের মাধ্যমে অন্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ করে কোনরূপ প্রতিদান ব্যতিরেকে কোনো সুবিধা অর্জন করে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা অর্জনকারী ব্যক্তি অবশ্যই যাহার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে বা কল্যাণের জন্য অর্জিত সুবিধা ধারণ করিবে ;

বিনির্মিত ট্রাস্ট

(৩) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি যদি কোন ট্রাস্টের বিষয়বস্তু নাও হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির দখলে রহিয়াছে কিন্তু উক্ত সম্পত্তিতে তাহার সম্পুর্ন লাভজনক স্বার্থ নাই, সেইক্ষেত্রে যাহাদের ঐরূপ স্বার্থ রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ও কল্যানে ঐরূপ লাভজনক স্বার্থ অথবা তাহার অবশিষ্টাংশ তাহাদের ন্যায্য দাবী পূরন ও বিতরনের লক্ষ্যে সে ধারণ করিবে;

ঘটনা উদ্ভূত ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব

(৪) কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের সম্পত্তি ধারন করে, সেইক্ষেত্রে সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্ত সম্পত্তিতে ট্রাস্টি না হওয়া সত্ত্বেও ট্রাস্টির সকল দায়-দায়িত্ব পালন করিবে;

পরিণতিমূলক ট্রাস্ট

(৫) কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোনো সম্পত্তির মালিক উইলের মাধ্যমে একটি ট্রাস্ট সৃষ্টি করে , অথবা সম্পত্তিটির মালিকের জীবদ্দশায় উইলগ্রহীতা তাহার সহিত একমত হয় যে, সম্পত্তিটি

কোনো বেআইনী কার্যে ব্যবহৃত হইবে, সেইক্ষেত্রে উইলগ্রহীতা সম্পত্তিটির মালিক বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির কল্যানের জন্য ধারণ করিবে।

নবম অধ্যায়
সার্বজনিক ট্রাস্ট সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা

সার্বজনিক ট্রাস্ট স্থাপন

৬২. (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্বজনিক ট্রাস্ট সমূহ গঠন হইতে পারিবে।

(২) সার্বজনিক ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকবে এবং উহার নামে বা

উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে;

(৩) প্রতিটি সার্বজনিক ট্রাস্ট ট্রাস্ট কমিশনে নিবন্ধিত হইবে।

ট্রাস্টের কার্যালয়

৬৩। ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় এবং শাখা কার্যালয় সরকার অথবা ট্রাস্ট কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে স্থাপন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬৪। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সরকার ৮৩ ধারায় বর্ণিত বিধানের আলোকে, বিভিন্ন সময়ে সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উপদেষ্টা পরিষদ

৬৫। (১) প্রয়োজনবোধে সরকার সার্বজনিক ট্রাস্টসমূহের ক্ষেত্রে একটি

উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে পারিবে;

(২) উপদেষ্টা পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, বিভিন্ন সময় সার্বজনিক ট্রাস্টি-বোর্ডকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সভার কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

প্রশাসন ও পরিচালনা

৬৬। (১) সার্বজনিক ট্রাস্টের প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি-বোর্ড গঠন করা হইবে;

(২) ঐরূপ ট্রাস্টের দায়িত্ব ট্রাস্টি-বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, উক্ত বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

৬৭। (১) সার্বজনিক ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি-বোর্ড সরকারী আদেশ দ্বারা গঠিত হইবে এবং ইহার চেয়ারপারসন ও সদস্য সরকার মনোনয়ন প্রদান করিবে;

(২) চেয়ারপারসন ও সদস্যগণ তাহাদের যোগদানের/মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবে;

(৩) শুধু সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না ;

(৪) সরকার প্রয়োজনে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

চেয়ারপারসন এবং সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৬৮। কোনো ব্যক্তি চেয়ারপারসন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবে না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন,

(খ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্টানের ঋণ খেলাপী হন,

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন, এবং

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধের দায়ে কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

পদত্যাগ, অপসারণ বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা

৬৯। (১) চেয়ারপারসন বা কোনো সদস্য কমপক্ষে ০৩ (তিন) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইবে;

(২) (১) উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, চেয়ারপারসন বা মনোনীত কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

(ক) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন,

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন,

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন,

(ঘ) কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হন, অথবা

(ঙ) দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা বিশ্বাসভঙ্গ করেন কিংবা বেআইনীভাবে কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা গ্রহণ করেন।

চেয়ারপারসন পদে সাময়িক শূন্যতা পূরণ

৭০। চেয়ারপারসন এর পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারপারসন তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত

চেয়ারপারসন উক্ত শূন্য পদে যোগদান না করা পর্যন্ত অথবা চেয়ারপারসন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, পদাধিকারবলে জেষ্ঠ্য সদস্য সাময়িকভাবে বোর্ডের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

ট্রাস্টের কার্যাবলী

৭১। সার্বজনিক ট্রাস্টের কার্যাবলী সরকার অত্র আইনের ৮৩ ধারা অনুযায়ী সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

বোর্ডের সভা

৭২। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারপারসনের অনুমোদনক্রমে বোর্ডের সদস্য-সচিব এইরূপ সভা আহবান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৬(ছয়) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে;

(৩) চেয়ারপারসন বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে মনোনীত একজন বোর্ড-সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না;

(৫) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী চেয়ারপারসন এর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে;

(৬) সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, চেয়ারপারসন, প্রয়োজনে, সভার

আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ যে কোনো ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

বোর্ডের দায়িত্ব

৭৩। ৬৬ ধারা এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, ট্রাস্ট বোর্ড, অন্যান্য দায়িত্বের সহিত, নিম্নরূপ দায়িত্বও পালন করিবে , যথা:-

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(খ) ট্রাস্টের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ,

(গ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যক্রম গ্রহনের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থায়ন,

(ঘ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ এবং এবং উক্ত সম্পতিসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ,

(ঙ) সরকারি উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, বিভিন্ন সংস্থার সহিত যোগাযোগ, অর্থপ্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ,

(চ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্যেকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসহ যে কোনো সরকারি বেসরকারি, দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনের সহিত প্রচলিত আইন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা,

(ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা, এবং

(জ) ট্রাস্টি বা সুবিধাভোগীদের মধ্যে যে কেহ প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ের

সহিত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপর ট্রাস্টী বা ট্রাস্ট্রীগনের বিরুদ্ধে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে:

১। অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ (Breach of a public trust)
২। অবহেলা(Negligence)
৩। অপপ্রয়োগ(Misapplication)
৪। অসদাচারণ(Misconduct);

তবে শর্ত থাকে যে, সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কর্মের বিষয়ে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না;

(ঝ) উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

সংগঠন, নিবন্ধন ইত্যাদি

৭৪। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট সম্পর্কিত সুবিধাভোগীদের কল্যাণে তাহাদের সংগঠন গঠন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন নিবন্ধিত না হইলে, উক্ত সংগঠন এই আইনের অধীন কোন সুবিধা লাভের যোগ্য হইবে না;

(২) (১) উপ-ধারা এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সংগঠনকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরম পূরণ ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহাতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ফরম পূরণ ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(৩) বোর্ড, ইহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, নিবন্ধনের যে কোন আবেদন মঞ্জুর করিতে

পারিবে, অথবা, কারণ লিপিবদ্ধপূর্বক, প্রত্যাখান করিতে পারিবে;

(৪) (৩) উপ-ধারা এর অধীন কোন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংগঠন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে;

(৫) আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, নিবন্ধন এবং আপিল নিষ্পত্তিসহ আনুষাঙ্গিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নিবন্ধিত সংগঠন বরাবরে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি

৭৫। (১) কোন নিবন্ধিত সংগঠন ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা যাচনা করিয়া বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবে;

(২) বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, (১) উপ-ধারা এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রাক-অর্থ সহায়তা অবস্থা যাচাই পূর্বক যাচিত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করিতে পারিবে;

(৩) আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত নিবন্ধিত সংগঠনের কর্মকান্ড বোর্ড পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ন করিতে পারিবে;

(৪) বোর্ড যে কোন নিবন্ধিত সংগঠনের নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রকাশনা বা কর্মসূচি পরিদর্শনের লক্ষ্যে উক্ত নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ বা প্রকাশনা বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সংগঠন তদুপযোগী সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ বা প্রকাশনা বোর্ডেরনিকট উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে;

(৫) নিবন্ধিত সংগঠনকে, প্রতি বৎসর, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানসহ উহার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে, যাহার কপি বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ট্রাস্টের তহবিল

৭৬। (১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে যাহা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত

থাকিবে, যথা :-

(ক) স্থায়ী তহবিল এবং

(খ) চলতি তহবিল;

(২) এই আইনের অধীন ট্রাস্ট স্থাপনের পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে উহার অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) (১) উপ-ধারা এর (ক) দফা এর অধীন গঠিত স্থায়ী তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার বা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন দান বা অনুদান, এবং

(খ) উক্তরূপে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ;

(৪) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোনো রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টের কোনো দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে না;

(৫) (১) উপ-ধারা এর (খ) দফা-র অধীন চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ,

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদান,

(গ) আর্থিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা,

(ঘ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লটারি পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ,

(ঙ) সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীসহ যে কোনো ব্যক্তির নিকট

হইতে প্রাপ্ত অনুদান,

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশী কোনো সংস্থা, সংগঠন, ব্যক্তি বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত দান বা অনুদান এবং

(ছ) সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(৬) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন ট্রাস্টের অনুকূলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দানপত্রে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিলে, তাহার জীবনযাত্রার মান এবং অন্য যে সকল কারণ উল্লেখপূর্বক সম্পত্তি দান করা হইবে, সেই সকল বিষয়সমূহ বোর্ড কর্তৃক নিশ্চিত হইতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দানকৃত সম্পত্তি হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাইবে;

(৭) (৫) উপ-ধারায় উল্লিখিত চলতি তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে ট্রাস্টের দৈনন্দিন ব্যয়সহ অন্যান্য কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে;

(৮) তহবিলের ব্যাংক হিসাব বোর্ড কর্তৃক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিচালিত হইবে;

(৯) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

৭৭। ট্রাস্ট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও

কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

৭৮। (১) ট্রাস্টের একজন প্রধান নির্বাহী থাকিবে, যিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক নামে অভিহিত হইবেন;

(২) উপযুক্ত ব্যক্তি অথবা সরকারের অনূর্দ্ধ উপ-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হইবে;

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবে এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে,

(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবে এবং

(গ) ট্রাস্টের প্রশাসন পরিচালনা করিবে।

বাজেট

৭৯। সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের জন্য কি পরিমান অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

প্রতিবেদন

৮০। (১) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে ;

(২) সরকার প্রয়োজন মত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময়ে উহার কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টী বোর্ড উহা

সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ক্ষমতা অর্পণ

৮১। ট্রাস্টি বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, ইহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়
জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের বিধানসমূহ

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন

৮২। (১) সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক উভয় প্রকার ট্রাস্টের আওতায় জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন করা যাইবে;

(২) কোন ব্যক্তি,সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা সরকার জনকল্যাণমূলকট্রাস্ট গঠন করিতে পারিবে।

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের উদ্দেশ্য

৮৩। জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট ও জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য :

সাধারনত নিম্নলিখিত যে-কোনো উদ্দেশ্যে জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে:

ক. দারিদ্র্য বিমোচন

খ. শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতি

গ. ধর্মের উদ্দেশ্য

ঘ. জীবন ও জনস্বাস্থ্য

ঙ. নাগরিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন

চ. নৃ-গোষ্ঠী বা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবন ও মানোন্নয়ন

ছ. শিল্প,কলা, বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের প্রসার ও উন্নয়ন

জ. খেলাধুলার প্রসার ও উন্নয়ন

ঝ. মানবাধিকার, ধর্মীয় বা বর্ণবাদী সম্পৃতি এবং সমতা ও উন্নয়ন

ঞ. পরিবেশ রক্ষা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষন ও উন্নয়ন

ট. বার্ধক্য, অসুস্থতা, অক্ষমতা, অর্থনৈতিক দৈন্য অথবা অন্যান্য অসুবিধা প্রতিকার

ঠ. বৃদ্ধাশ্রম

ড. পশুকল্যাণ

ঢ. অন্যান্য উদ্দেশ্য:

(ক) উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সমূহের অনুরূপ বা উহার অন্তর্নিহিত নীতির অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্ট, অথবা

(খ) কোনো ট্রাস্ট যাহার উদ্দেশ্য যুক্তিসংগতভাবেই উপরোক্ত কোনো উদ্দেশ্যের অনুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীর বিষয় অস্পষ্টতা থাকিলে

৮৪। যদি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের কোনো শর্ত বা শর্তাবলী কোনো বিশেষ কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীকে উল্লেখ/নির্দেশ না করে, সেক্ষেত্রে ট্রাস্ট কমিশন আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে; তবে এইরূপ সুনির্দিষ্টকরণ, যতটুকু নিশ্চিত করা যায়,তাহা অবশ্যই ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর মূল উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতির কারনে ব্যর্থ হইবে না

৮৫। যদি কোনো একটি বিশেষ জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বেআইনী, দু:সাধ্য, বা অসম্ভব হয় অথবা অযথা অপচয় বলিয়া মনে হয়, সেইক্ষেত্রে :

ক. ট্রাস্টটি সম্পূর্ন বা আংশিকভাবে ব্যর্থ হইবে না,

খ. ব্যক্তি সৃষ্ট সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পত্তি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারী বা তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত যাইবে না,

গ. ট্রাস্ট কমিশন উক্ত ট্রাস্টটির উদ্দেশ্য প্রয়োজনে আংশিক পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে যে, ট্রাস্টের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারীর কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য

রাখিয়া ট্রাস্ট সম্পত্তিটি ব্যবহৃত হইবে।

একাদশ অধ্যায়
ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জনকল্যানমূলক ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্ট পরিষদ

৮৬। (১) এই প্রকারের ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট পরিষদ থাকিবে;

(২) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী নিজে, তার মনোনীত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উক্তরূপ ট্রাস্টি পরিষদ গঠন করিবে;

(৩) (ক) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী একই দলিলে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ও জনকল্যানমূলক ট্রাস্ট সৃষ্টি করিতে পারিবে,

(খ) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ), প্রয়োজন অনুসারে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রকৃতি পরিবর্তন করত ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট কে জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট অথবা জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট কে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট এ পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(৪) উক্তরূপ ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি পরিষদ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হইবে;

(৫) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ) কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের আওতায়, ট্রাস্ট দলিলে বর্ণিত উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(৬) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ), ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, যে কোনো সময়ে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, এই প্রকার ট্রাস্টের অবসান ঘটাইতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন

জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন

৮৭। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার **"জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন"** নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে;

(২) ট্রাস্ট কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী

ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে;

(৩) ট্রাস্ট কমিশন একটি আধা বিচারিক (**Quasi-Judicial**) প্রতিষ্ঠান হইবে;

(৪) ট্রাস্ট কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।

কার্যালয়

৮৮। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং ট্রাস্ট কমিশন প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার স্থানীয় কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন গঠন

৮৯। (১) জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন নিম্নরূপে গঠিত হইবে :-

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) দুইজন সদস্য;

(২) ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ,

তবে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা থাকিবেন;

(৩) সরকার প্রয়োজনে ট্রাস্ট কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা

৯০। (১) সরকার ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সদস্যগণ হইবেন, যাঁহার আইন, মানবাধিকার, সামাজিক কর্মকান্ড, ব্যবস্থাপনা, অথবা জন প্রশাসনে কর্মের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সুপরিচিতি রহিয়াছে;

(২) চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পর সরকার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে পুনঃনিয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) ২ উপ-ধারার অধীনে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

(৪) ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

কমিশন সচিব

৯১। (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে।

(২) এই আইনের অধীনে কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং তাহারা সরকারের অপরাপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ন্যায় বেতন ভাতাসহ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবে;

(৪) সরকার, ট্রাস্ট কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

কমিশনের কার্যাবলী

৯২। কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ করিবে, যথা:-

(ক) এই আইনের প্রয়োগ,

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইনের অধীনে গঠিত সকল প্রকার ট্রাস্ট এর রেজিট্রেশন প্রদান করা,

(গ) ট্রাস্টসমূহ ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মোতাবেক পরিচালিত হইতেছে কিনা তদারকি করা,

(ঘ) যদি ট্রাস্টসমূহ ঘোষিত লক্ষ ও উদ্দেশ্য মোতাবেক পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে সেইক্ষেত্রে কমিশন উক্ত লক্ষ ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন

কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য প্রতিস্থাপন করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে একই সার্বজনিক উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্টসমূহ কে একত্রিত করিবার আদেশ দিতে পারিবে,

(ঙ) সুবিধাভোগীগণ হইতে আনীত ট্রাস্ট সংক্রান্ত যে কোনো লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি করণ,

(চ) যদি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের কোনো শর্ত বা শর্তাবলী কোনো বিশেষ কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীকে নির্দেশ না করে, সেইক্ষেত্রে জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে, তবে এইরূপ সুনির্দিষ্টকরণ, যতটুকু নিশ্চিত করা যায়,তাহা অবশ্যই ট্রাস্টসৃষ্টিকারীর মূল উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে,

(ছ) ট্রাস্টসমূহ হইতে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করা,

(জ) ট্রাস্টসমূহ হইতে উদ্ভূত সকল প্রকার বিরোধের তদন্ত ও নিস্পত্তি করিয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা এবং উক্ত বিরোধ নিস্পত্তি কালে ট্রাস্ট কমিশন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবে বিবেচিত হইবে, তবে ফৌজদারি আইনে অপরাধের সংজ্ঞাভূক্ত সকল মামলা যথারীতি সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে দায়ের হইবে, এবং

(ঝ) এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

অপসারণ

৯৩। কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে সরকার অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

(ক) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন, বা

(খ) দৈহিক বা মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, বা

(গ) নৈতিক স্খলনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দোষী সাব্যস্ত হন:

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ

প্রদান না করিয়া অপসারণ করা যাইবে না।

বার্ষিক প্রতিবেদন

৯৪। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন সরকার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য পেশ করিবে।

বাজেট

৯৫। (১) সরকার প্রতি বৎসর কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না;

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা

৯৬। ট্রাস্ট কমিশন কর্তৃক ৯৫ ধারার (জ) উপধারা অনুসারে কোন বিষয় তদন্ত ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এ দেওয়ানি আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা কমিশনের থাকিবে, বিশেষত:-

(ক) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সমন প্রদান ও শপথ পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ,

(খ) কোন ধরনের দলিল উদ্ধার ও উপস্থাপন,

(গ) হলফ পূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ,

(ঘ) কোন আদালত, অফিস বা প্রতিষ্ঠান হইতে কোন দলিল বা নথি তলব করা এবং

(ঙ) দেওয়ানী কার্যবিধির ৭৫ ধারা ও ২৬ আদেশ মোতাবেক কমিশনযোগে সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিল পরীক্ষা করা।

সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা

৯৭। ৯২ (জ) ধারার ক্ষমতাবলে ট্রাস্ট কমিশন ইহার অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগসহ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে :

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ককরণ,

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন স্থগিত বা বাতিলকরণ,

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থদন্ড প্রদান,

(ঘ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরন বা সুপারিশ।

ট্রাস্ট কমিশনের সিদ্ধান্তের বৈধতা

৯৮। ট্রাস্ট কমিশন গঠনে কোন ত্রুটি বা কোন সদস্য পদে শূন্যতার কারণে অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন বিষয়ে ট্রাস্ট কমিশনের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ৯৭ ধারায় প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর হইতে চেয়ারম্যানসহ ন্যূনতম এক জন সদস্যের আনুষ্ঠানিক অনুমতি লইতে হইবে।

দায়মুক্তি

৯৯। কমিশন বা কমিশনের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসেকৃত কোনো কর্মের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিবিধ

রহিতকরণ ও হেফাজত

১০০। ইতোমধ্যে বিভিন্ন আইন দ্বারা প্রবর্তিত সার্বজনিক ট্রাস্ট সমূহ এই আইনের আওতায় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে ।

দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার রহিত

১০১। (১) এই আইনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার ও ক্ষমতা, অক্ষমতা, সুবিধাভোগীর অধিকারও দায়িত্ব, ট্রাস্টির পদ শূণ্য হওয়া, সার্বজনিক ট্রাস্ট সৃষ্টি, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের বিধান, ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট পরিবার কল্যাণমূলক ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা, জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন বিষয়াদি সর্ম্পকে ট্রাস্ট কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে এবং এই সকল বিষয়ে দেওয়ানি আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না;

(২) দেওয়ানী কার্যবিধি আইনে (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) ৯২ ও ৯৩ ধারা এই আইনের ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১০২। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১০৩। সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ

১০৪। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইনটির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট আইন, ২০১৭ (বিল)

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক **ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি সম্পর্কিত সকল আইনের সংজ্ঞা প্রদান, সংশোধন ও সংকলনের জন্য প্রণীত আইন।**

যেহেতু ব্যক্তি উদ্যোগ মূলক ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টি সম্পর্কিত সকল আইনের সংজ্ঞা প্রদান, সংশোধন ও সংকলন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কার্যকর হইবার তারিখ

১। (১) এই আইন ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে;

(২) এই আইন...২০১৭ তারিখ হইতে বলবৎ হইবে;

প্রয়োগের সীমানা

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

সংরক্ষণ

(৪) এইখানে বিধৃত কোন কিছুই মুসলিম আইনের ওয়াক্ফ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা,অথবা কোন প্রথাগত বা ব্যক্তি আইন (Customary or Personal Law) কে প্রভাবিত করিবে না ।

সংজ্ঞাসমূহ

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

অব্যক্ত ট্রাস্ট

(১) অব্যক্ত ট্রাস্ট (Implied Trust) অর্থ ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অনুমিত অভিপ্রায় হইতে, ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পক্ষগণের আচরন ও কার্যকলাপ বিবেচনা করিয়া আইনের পরিক্রিয়ায় উদ্ভূত ট্রাস্ট হইল অব্যক্ত ট্রাস্ট (Implied Trust), পরিনতিমূলক ট্রাস্ট একপ্রকার অব্যক্ত ট্রাস্ট;

আদালত

(২) "আদালত" অর্থ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত;

আদালত বিনির্মিত ট্রাস্ট

(৩) আদালত বিনির্মিত ট্রাস্ট (Constructive Trust) অর্থ আইনী কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত ট্রাস্ট যাহা আদালতের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্টীকরন দ্বারা অথবা পক্ষগণের কার্যক্রম বা বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষন (construe) পূর্বক আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা উদ্ভূত

বা উদঘাটিত,

উপদেষ্টা পরিষদ

কমিশন

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট

ট্রাস্টি

ট্রাস্টকারী

ট্রাস্ট দলিল

ট্রাস্ট সম্পত্তি বা ট্রাস্ট তহবিল

নোটিশ

নির্ধারিত

প্রবিধান

পরিণতিমূলক ট্রাস্ট

এই আইনের ৮০ (৫) হইতে ৮০ (১০) ধারায় উল্লিখিত বিধানসমূহ বিনির্মিত ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট;

(৪) " উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ৭৪ ধারা এর অধীনে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(৫) ট্রাস্ট কমিশন অর্থ এই আইনের ৯০ ধারায় গঠিত কমিশন;

(৬) জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট (Charitable Trust) অর্থ সেই সকল সার্বজনিক ট্রাস্ট যাহা জনসাধারন বা ইহার একটি শ্রেণির কল্যানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা বা গঠন করা হইয়াছে;

(৭) "ট্রাস্টি" অর্থ এমন ব্যক্তি যাহার উপর ট্রাস্ট পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে;

(৮) "ট্রাস্টকারী" অর্থ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যিনি বা যাহারা ট্রাস্ট দলিলের মাধ্যমে ট্রাস্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ট্রাস্টির উপর আস্থা (confidence) স্থাপন বা আস্থা ঘোষণা করত ট্রাস্ট সৃষ্টি করে ,যদি একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টকারী হয়, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তিতে তাহার অংশ অনুপাতে ট্রাস্টকারী হইবে;

(৯) ''ট্রাস্ট দলিল" অর্থ যে দলিল যাহার দ্বারা 'ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়,

(১০) ''ট্রাস্ট সম্পত্তি বা ট্রাস্ট" অর্থ ট্রাস্টের বিষয়বস্তু,

(১১) ''তহবিল" অর্থ ট্রাস্টের তহবিল,

(১২) "নোটিশ" অর্থ কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে বলিতে কোন ঘটনা যখন সে প্রকৃতপক্ষে অবগত হয় অথবা জানিবার জন্য যে তদন্ত বা অনুসন্ধান করা তাহার উচিত ছিল তাহা হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকিয়াছে অথবা বড় ধরণের অবহেলা না করিলে সে তাহা জানিতে পারিত অথবা ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের (১৮৭২ সালের ৯ নং আইন) ২২৯ ধারায় উল্লিখিত ঘটনার আওতায় ঘটনা সর্ম্পকিত তথ্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহার প্রতিনিধি তাহা গ্রহণ করিয়াছে;

(১৩) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(১৪) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রনীত প্রবিধান;

(১৫) পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (Resulting trust) অর্থ যেইক্ষেত্রে আইনের প্রভাবে এবং

কতিপয় ক্ষেত্রে ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অব্যক্ত কিন্তু অনুমিত অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত ট্রাস্টকারী বা তার বৈধ প্রতিনিধির নিকট ফেরত আসে, সেইক্ষেত্রে

পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিনতিমূলক ট্রাস্ট সৃষ্টি হয়, এই আইনের ৮০ (১) হইতে ৮০ (৪) ধারায় উল্লিখিত বিধানসমূহ পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (Resulting trust) সংশ্লিষ্ট;

(১৬) পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট অর্থ যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তাহার নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর

নিবন্ধন

সম্পত্তি লইয়া নিজ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে বা হিতার্থে ট্রাস্ট গঠন করে সেই

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

ধরনের ট্রাস্ট এবং উক্ত সম্পত্তি, ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসাবে গন্য হইবে;

(১৭) "নিবন্ধন" অর্থ এই আইনের ৩ (২) ধারা এর অধীনে কৃত নিবন্ধন;

ব্যক্তি

(১৮) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অর্থ বাংলাদেশ সংবিধানের ২২৭

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট

অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(১৯)"ব্যক্তি" অর্থ স্বাভাবিক (natural person) ও আইনগত ব্যাক্তি (juristic person);

(২০) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট (Private Trust) অর্থ সেই ট্রাস্ট, যাহা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি বা সৃজিত হয়, অর্থাৎ, মূলত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, পরিবার বা বিশেষ মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট ট্রাস্ট, যেমন: যখন কোনো ব্যক্তি কোনো উইল বা দলিলের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট গঠন করে যে, ট্রাস্ট সম্পত্তির সুবিধাভোগী হইবে তার নিজস্ব পরিবারের সদস্য ও সুনির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ, তবে যেইক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ট্রাস্টের সুবিধাভোগীগণ কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না, সেইক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টতার অভাবে ট্রাস্ট টি ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে;

ব্যক্ত ট্রাস্ট

(২১) ব্যক্ত ট্রাস্ট (Express Trust) অর্থ ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা নিজ সম্পত্তি

বিধি

তৃতীয় পক্ষের কল্যাণের জন্য অপর কোনো ব্যক্তির উপর অর্পণ করা অথবা ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী

বিশ্বাস ভঙ্গ

কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে, ট্রাস্ট সৃষ্টির অভিপ্রায় সরাসরি প্রকাশ পূর্বক, একটি দলিলে বা তাহার

রেজিস্টিকৃত

মৌখিক বিবৃতি অনুযায়ী গঠিত ট্রাস্ট;

(২২) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৩) " বিশ্বাস ভঙ্গ " (breach of trust) অর্থ সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রচলিত কোন আইন দ্বারা

সম্পত্তি

ট্রাস্টির উপর আরোপিত কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য লঙ্ঘন;

(২৪) "রেজিস্টিকৃত" অর্থ এই আইনের বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে

সুবিধাভোগী

সংশ্লিষ্ট সময় প্রচলিত আইনের অধীনে দলিল রেজিস্ট্রেশন;

(২৫)"সম্পত্তি" (asset) অর্থ স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি,

সুবিধাভোগীর স্বত্ব বা স্বার্থ

বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব বা অংশ;

সরকার

(২৬)" সুবিধাভোগী" অর্থ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাহাদের কল্যানের জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হইয়াছে;

(২৭) ''সুবিধাভোগীর স্বত্ব বা স্বার্থ" হইল ট্রাস্ট সম্পত্তির উপর সুবিধাভোগীর অধিকার;

(২৮) সরকার অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

দ্বিতীয় অধ্যায়
ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

আইন সম্মত উদ্দেশ্য

৩। (১) যে কোন আইন সম্মত উদ্দেশ্য পূরনকল্পে ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে;

(২) প্রতিটি ট্রাস্ট, ট্রাস্ট কমিশনে নিবন্ধিত হইবে;

(৩) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য আইনসম্মত হইবে, যদি না তাহা:

(ক) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, অথবা

(খ) এমন প্রকৃতির হয় যে, অনুমোদন দেওয়া হইলে অন্য কোন আইনের বিধানকে লঙ্ঘন করিবে, কিংবা

(গ) প্রতারণামূলক হয়,কিংবা

(ঘ) অন্যেও শারীরিক বা সম্পত্তির ক্ষতি করে বা ক্ষতির সহিত জড়িত থাকে, বা

(ঙ) অনৈতিক বা জননীতির (Public Policy) পরিপন্থী বলিয়া আদালত মনে করে;

(৪) আইনসম্মত নহে এমন প্রত্যেকটি ট্রাস্ট বাতিল বলিয়া গন্য হইবে, এবং যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট দুইটি উদ্দেশ্যে করা হয় সেইক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যদি একটি উদ্দেশ্য আইনসম্মত এবং অপরটি আইনসম্মত না হয় এবং উদ্দেশ্য দুইটিকে যদি পরস্পর হইতে পৃথক করা কোন ভাবেইসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সমগ্র ট্রাস্টই বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

ব্যাখ্যা- এই ধারায় বর্ণিত আইন বলিতে ট্রাস্ট সম্পত্তি যদি স্থাবর হয় এবং ইহা যদি বিদেশে

অবস্থিত হয় তাহাহইলে সেই দেশের আইনের এখতিয়ারভুক্ত হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট

৪। (১) ট্রাস্টকারী বা ট্রাস্টি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত দলিল না হইলে; অথবা ট্রাস্টকারী বা ট্রাস্টির উইল দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ট্রাস্ট বৈধ হইবে

অস্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট

না;

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত ভাবে কোন ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা না হইলে অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ট্রাস্টির বরাবর হস্তান্তর করা না হইলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ট্রাস্ট বৈধ হইবে না;

(৩) প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই ধারার বিধান প্রয়োগ করা হইলে তাহা কার্যকর হইবে না।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

৫। (৪) ধারার বিধান সাপেক্ষে ট্রাস্টকারী যখন ট্রাস্ট সম্পত্তি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তার সহিত কোন কথা বা কাজের দ্বারা নির্দেশ প্রদান করে এবং

(ক) তাহার পক্ষ হইতে ট্রাস্ট সৃষ্টির ইচ্ছা,

(খ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য,

(গ) সুবিধাভোগী এবং

(ঘ) ট্রাস্টি বরাবর ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করে (যদি না উইলের মাধ্যমে ট্রাস্ট ঘোষণা করা হয় অথবা ট্রাস্টকারী নিজেই ট্রাস্টি না হয়) ;

তখনই ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা হইবে।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারী

৬। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে-

(ক) চুক্তি করিবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা এবং

(খ) কোন নাবালকের দ্বারা বা তাহাদের পক্ষে পারিবারিক আদালত বা এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজ আদালতের অনুমতি দ্বারা;

কিন্তু সকলক্ষেত্রে ইহা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে ঐ সময় প্রচলিত আইন যাহার দ্বারা ট্রাস্টকারী ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে সেই আইনের অধীন হইবে।

ট্রাস্টের বিষয়বস্তু

৭। ট্রাস্টের বিষয়বস্তু অবশ্যই সুবিধাভোগীর নিকট হস্তান্তরযোগ্য কোন সম্পত্তি হইতে হইবে।

সুবিধাভোগী ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠী

৮। (১) যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইতে সক্ষম তাহারাই ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টে (Private Trust) সুবিধাভোগী হইতে পারিবে;

দাবি পরিত্যাগ

(২) ট্রাস্টি বরাবর লিখিতভাবেব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টে প্রস্তাবিত সুবিধাভোগী তাহার সুবিধাদি পরিত্যাগ করিতে পারিবে; অথবা উক্ত ট্রাস্ট সম্পর্কে অবহিত হইবার পর ট্রাস্ট সম্পত্তিতে নিজের পৃথক দাবী উত্থাপন করিলে সুবিধাভোগী হিসেবে তাহার দাবী পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ট্রাস্টি

৯। (১) স্বয়মধিকারী (sui juris) প্রত্যেক ব্যক্তি ট্রাস্টি হইতে পারে;

ট্রাস্ট গ্রহণ ইচ্ছাধীন

(২) ট্রাস্ট এ অংশগ্রহণ করা বা না করা প্রস্তাবিত ট্রাস্টির ইচ্ছাধীন হইবে;

ট্রাস্ট গ্রহণ

(৩) কোন ব্যাক্তির কথা বা কাজের দ্বারা তাহার ট্রাস্টি হইবার যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা (reasonasonable certainties) পাওয়া গেলে তিনি ট্রাস্টি হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে;

ট্রাস্টের দাবী পরিত্যাগ

(৪) যেইক্ষেত্রেসম্ভাব্য ট্রাস্টি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ট্রাস্টি হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পত্তি তাহার উপর ন্যস্ত হইবে না;

একাধিক ট্রাস্টি

(৫) একাধিক সহযোগী ট্রাস্টির মধ্যেএক বা একাধিক ব্যক্তি যদি ট্রাস্টি হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ট্রাস্ট সৃষ্টির তারিখ হইতে ট্রাস্টি হইয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে এবং তাহার বা তাহাদের উপর ট্রাস্ট সম্পত্তি ন্যাস্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ট্রাস্ট বাস্তবায়ন

১০। (১) সকল প্রকার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকালে ট্রাস্টকারীর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ট্রাস্টি বাধ্য থাকিবে;

(২) ট্রাস্ট দলিল বা ট্রাস্টকারীর কোনো শর্ত বা নির্দেশ অস্পষ্ট, অবাস্তব, অবৈধ বা সুবিধাভোগীর জন্য দৃশ্যতঃ ক্ষতিকর হইলে ট্রাস্টি ট্রাস্ট কমিশনের নির্দেশনা গ্রহণ করতঃ

অগ্রসর হইবে।

উদ্দেশ্যে পরিবর্তন

১১। (১) স্বয়মধিকারী (sui juris) সুবিধাভোগীর সম্মতিতে উক্ত নির্দেশনা ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা যাইতে পারে;

(২) সুবিধাভোগী, স্বয়মধিকারী (sui juris) ব্যক্তি না হইলে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরনকল্পে তাহার পক্ষে ট্রাস্ট কমিশন সম্মতি প্রদান করিতে পারিবে।

ট্রাস্ট সম্পত্তির অবস্থা অবহিত হওয়া

১২। ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রকৃতি ও সম্যক অবস্থা সম্পর্কে ট্রাস্টি অবিলম্বে অবহিত হইবে; প্রয়োজন হইলে ট্রাস্ট-সম্পত্তির নিয়ন্ত্রন নিজে গ্রহণ করিতে এবং (ট্রাস্ট দলিলের বিধানসাপেক্ষে) অপর্যাপ্ত বা অনিশ্চিত জামানতের উপর বিনিয়োগকৃত ট্রাস্টের অর্থ নিজের নিয়ন্ত্রনে লইবে।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল রক্ষা

১৩। ট্রাস্ট সম্পত্তি সংরক্ষন, স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মোকদ্দমা চালাইতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এবং (ট্রাস্ট দলিলের বিধান সাপেক্ষে) ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রকৃতি, পরিমাণঅথবা মূল্যমান অনুযায়ী তাহা সংরক্ষণের জন্য যেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত, ট্রাস্টি কে তাহা করিতে হইবে।

সুবিধাভোগীর প্রতিকূল স্বত্ব

১৪। সুবিধাভোগীর স্বার্থের প্রতিকূল কোন স্বত্ব বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠা করিতে, ট্রাস্টি নিজে কে বা অন্য কাহাকেও কোনো ভাবেই সহায়তা করিবে না।

ট্রাস্ট সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ

১৫। একজন সাধারণ প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষ, যেইরূপভাবে তাহার নিজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকরে, একজন ট্রাস্টিও সেইরূপভাবে ট্রাস্ট-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ; তবে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে ট্রাস্ট-সম্পত্তির ক্ষতি, ধ্বংস বা অবনতির জন্য ট্রাস্টি সাধারন ভাবে দায়ী হইবে না।

ক্ষয়িষ্ণু বা পঁচনশীল সম্পত্তির রূপান্তর

১৬। যেই ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একাধিক ব্যক্তির (several persons in succession) কল্যাণের জন্যক্ষয়িষ্ণু ও পঁচনশীল প্রকৃতির বা ভবিষ্যৎ বা প্রত্যাবর্তিত স্বত্ব/স্বার্থ (reversionary interest) সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-দলিল হইতে ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় অনুমিত না হইলে ট্রাস্টি ঐ সম্পত্তিকে স্থায়ী এবং অবিলম্বে

লাভজনক সম্পদে রূপান্তর করিবে।

ট্রাস্টির নিরপেক্ষতা

১৭। (১) যেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর সংখ্যা একাধিক সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অবশ্যই কোন একজনকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করিবে না ;

(২) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টির স্বীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা (discretionary power) রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে যুক্তিসংগত এবং সরল বিশ্বাসে (good faith) ট্রাস্টি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

অপচয় নিবারণ

১৮। যেইক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কল্যানের জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে একজন ট্রাস্ট-সম্পত্তির দখলে থাকার সময় কোনো সুবিধাভোগী যদি ট্রাস্ট-সম্পত্তির জন্য ধ্বংসাত্মক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিকর কোন কাজ করে বা করিবার হুমকি দেয়, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে এইরূপ কাজ প্রতিহত করিবার জন্য ট্রাস্টি অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির হিসাবরক্ষণ, এবং প্রয়োজনে তথ্য প্রদান

১৯। ট্রাস্ট সম্পত্তি সম্পর্কে ট্রাস্টি নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করিবে:

(ক) সম্পত্তির সম্পত্তির স্পষ্ট এবং যথার্থ হিসাব রাখিবে,

(খ) সুবিধাভোগীগণের অনুরোধক্রমে সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে ট্রাস্ট তহবিলের পরিমাণ এবং সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ এবং যথাযথ তথ্য প্রদান করিবে, এবং

(গ) প্রতি অর্থ বছর সমাপ্ত হইবার তিন (৩) মাসের মধ্যে ট্রাস্টের বাৎসরিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ট্রাস্ট কমিশনে দাখিল করিবে।

ট্রাস্ট অর্থের বিনিয়োগ

২০। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইতেছে নগদ অর্থ, তাহা ট্রাস্ট দলিলে বর্নিত নির্দেশনা অনুসারে ট্রাস্টি, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহার করিবে, তবে যাহা অবিলম্বে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, ট্রাস্টি সেই অর্থ (ট্রাস্ট দলিলে উল্লিখিত কোন নির্দেশ সাপেক্ষে) কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়োগ করিতে পারিবে:-

(ক) প্রমিজরি নোট, ডিবেঞ্চার, স্টক বা অন্যান্য সরকারি জামানতসমূহে,

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পূর্ণ এবং শর্তহীনভাবে নিশ্চয়তা প্রদানকৃত জামানত এবং তদুপরিলভ্যাংশ (সুদ)সরকারি জামানত বলিয়া গণ্য হইবে,

(খ) কোম্পানীর স্টক বা ডিবেঞ্চার বা শেয়ার এবং তাহার উপর লভ্যাংশ (সুদ), যাহা সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদানকৃত,

(গ) বাংলাদেশের কোন আইনের অধীন ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য জামানতসমূহ ,

(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থিতস্থাবর সম্পত্তির উপর, তবে ইজারা প্রদত্ত এবং বন্ধকী সম্পত্তিতে ট্রাস্টের অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে না, অথবা,

(ঙ) ট্রাস্ট দলিলে ব্যক্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, যদি থাকে,অন্য যে কোন জামানতের উপর:

তবে শর্ত থাকে যে,যেইখানে চুক্তি সম্পাদন করিবার যোগ্য সুবিধাভোগী ব্যক্তি রহিয়াছে এবং যে জীবন স্বত্বে ট্রাস্ট-সম্পত্তির আয় গ্রহণের অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে অথবা কোন বৃহত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত (গ) (ঘ) এবং (ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বা উল্লিখিত কোন জামানতের উপর বিনিয়োগ করা যাইবে না।

নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য (Redeemable)স্টক ক্রয়ের ক্ষমতা

২১। (১) ভবিষ্যতে বিক্রিত মূল্যের অধিক হইতে হইবে এইরূপ সিকিউরিটিজে (securities) একজন ট্রাস্টি, নগদ অর্থে বিক্রয়যোগ্য বা পরিবর্তনযোগ্য স্টক (Redeemable Stock) ক্রয়ে, বিনিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) বিক্রয়যোগ্য কোন স্টক, তহবিল (fund), সিকিউরিটি ক্রয়মূল্যের অধিক মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত ট্রাস্টি ধরিয়া রাখিতে পারিবে।

কোম্পানি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ

২২। যেইক্ষেত্রে নগদ অর্থই ট্রাস্ট সম্পত্তি, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রায়াত্ব তফশিলি ব্যাংকে জমা

২৩। ট্রাস্ট অর্থের পরিমান যদি অনুর্ধ্ব ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হয়, তাহা হইলে ২০ ধারায় বর্নিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না; এবং উক্ত অর্থ রাষ্ট্রায়াত্ব তফশিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

ট্রাস্টি কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয়ের নির্দেশ

২৪। যদি ট্রাস্ট দলিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়ের নির্দেশ থাকে, কিন্তু ট্রাস্টি উক্ত সময় মধ্যে উহা বিক্রয় করিতে অপারগ হয়; তবে কমিশন হইতে সময় বৃদ্ধির অনুমোদন লইতে হইবে এবং বিলম্বে বিক্রয়ের কারনে সুবিধাভোগীর কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহা প্রমানের দায়িত্ব ট্রাস্টির উপর বর্তাইবে।

বিশ্বাস ভঙ্গের দায়

২৫। (১) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি কর্তৃক কোন বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সুদসহ ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা সুবিধাভোগীর ক্ষতিপূরণে ট্রাস্টি বাধ্য থাকিবে;

(২) ট্রাস্টি যদি ট্রাস্ট সম্পত্তির একাংশের বিশ্বাস ভঙ্গজনিত ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তবে তিনি উক্ত সম্পত্তির অপর অংশে পৃথক বিশ্বাস ভঙ্গজনিত কারনে, অর্জিত লাভের সহিত, প্রথম বিশ্বাসভঙ্গের কারণে সৃষ্ট ক্ষতির সহিত সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে না।

পূর্ববর্তী ট্রাস্টির ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব

২৬। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে সে তাহার পূর্ববর্তী ট্রাস্টির কাজ বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী নহে।

সহ- ট্রাস্টির ব্যর্থতার দায়

২৭। (১) ১৩ ও ১৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে একজন ট্রাস্টি তাহার সহ-ট্রাস্টির বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য সাধারনভাবে দায়ী নহেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্ট-দলিলে ভিন্নরূপ কোন সুস্পষ্ট ঘোষনা না থাকিলে উক্ত ট্রাস্টি নিম্নলিখিত কাজের জন্য দায়ী হইবে-

(ক) ট্রাস্টি যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তির যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হইয়া তাহার সহ- ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তর করিয়াছে ,

(খ) ট্রাস্টি যেইক্ষেত্রে তাহার সহ- ট্রাস্টিকে ট্রাস্ট-সম্পত্তি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছে কিন্তু সহ-ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপযুক্ত তদারকি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুক্তিসঙ্গত সময়েরঅধিক সময়তাহার তত্ত্বাবধানে রাখিতে দিয়াছে,

(গ) যেইক্ষেত্রে সহ-ট্রাস্টির বিশ্বাস ভঙ্গ অথবা তদ্রুপ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহা গোপন রাখিয়াছে অথবা এ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সহ- ট্রাস্টি, ট্রাস্ট-সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন রসিদেযৌথ স্বাক্ষর প্রদান করিলেওযদি প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় যে, সে নিজে উহা গ্রহণ করে নাই বা গ্রহণ করিবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না,বা উক্তরূপ গ্রহণে স্বক্রিয়ভাবে সহায়তা করে নাই, সেইক্ষেত্রে কেবল তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে এ কারনেইতাহার সহ-ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট

সম্পত্তির ক্ষতিবা অপব্যবহরের জন্য সে জবাবদিহি করিবে না।

সহ- ট্রাস্টিদের পৃথক দায়-দায়িত্ব

২৮। (১) যেইক্ষেত্রে সহ-ট্রাস্টিগণ যৌথভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, অথবা যেইক্ষেত্রে একজন সহ- ট্রাস্টির অবহেলার কারনে অপর সহ- ট্রাস্টি বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে সক্ষম হয়; সেইক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য প্রত্যেকেই পৃথকভাবে দায়বদ্ধ থাকিবে;

সহ- ট্রাস্টিদের দায়ের পরিমাণ অনুসারে দায়িত্ব

(২) ট্রাস্টিদের নিজেদের মধ্যে যদি একজনের দায় অপেক্ষাকৃত লঘু হয়এবং তাহাকে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়,সেইক্ষেত্রে লঘু দায়ে অভিযুক্ত ট্রাস্টি অপর ট্রাস্টি অথবা তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে তাহার দ্বারা গৃহীত সম্পদের পরিমানের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিতে পাওে, এবং সকলেই যদি সমানভাবেদায়ী হয় এবং যে কোন এক বা একাধিক ট্রাস্টিকে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহাহইলে সে বা তাহারা অন্য জনকে তাহাদের অংশ প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে;

প্রতারনার দায়

(৩) এই ধারার কোন কিছুই প্রতারনার দায়ে অপরাধী সাব্যাস্ত কোন ট্রাস্টি কেক্ষতিপূরন আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে না।

ট্রাস্টির নির্দায়

২৯। যখন সুবিধাভোগীর স্বত্ব-স্বার্থ (interest) অন্য কোন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় এবং ট্রাস্টি যদি এইরূপ ন্যস্ত হইবারবিষয়ে অনবগত থাকে, সেইক্ষেত্রে ঐরূপ ন্যস্ত হইবার পূর্বে, যে ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী ছিল, তাহাকে পরিশোধ বা হস্তান্তর করে, তাহাহইলে এইরূপ পরিশোধ বা হস্তান্তরের জন্য ট্রাস্টি দায়ী হইবে না।

সরকার কর্তৃক সুবিধাভোগীরস্বার্থ বাজেয়াপ্ত হইবার ক্ষেত্রে ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব

৩০। যখন সুবিধাভোগীর স্বত্ব-স্বার্থ বাজেয়াপ্ত বা আইনানুগভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হয়; তখন ট্রাস্টি সরকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাহা ধারন করিবে।

ট্রাস্টিগণের দায়মুক্তি

৩১। ট্রাস্টিগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে, ট্রাস্ট দলিল এবং ২৫ ও ২৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে প্রকৃতপক্ষে যে সকল অর্থ, স্টক, তহবিল ও জামানত যথাক্রমে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী থাকিবে, তবে তাহারা একজন আরেকজনের জন্য অথবা যে সকল ব্যাংকার, ব্রোকার বা অন্য ব্যক্তি যাহাদের দায়িত্বে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ন্যাস্ত ছিল বা কোন স্টকতহবিল বা সিকিউরিটিজের অপর্যাপ্ততা বা ঘাটতির অথবা অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত ক্ষয়-ক্ষতির সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ জন্য দায়ী থাকিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
ট্রাস্টির অধিকার ও ক্ষমতা

স্বত্বের দলিল হেফাজতে রাখিবার অধিকার

৩২। ট্রাস্ট দলিল এবং ট্রাস্ট-সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল দলিল (যদি থাকে) ট্রাস্টি তাহার নিজ হেফাজতে রাখিবার অধিকারী।

ব্যয়কৃত অর্থ

৩৩। (১) প্রত্যেক ট্রাস্টি, ট্রাস্ট নির্বাহ করিবার জন্য অথবা ট্রাস্ট-সম্পত্তি আদায় ও উদ্ধার বা সংরক্ষণ অথবা কল্যানের জন্য অথবা সুবিধাভোগী কে রক্ষা বা সাহায্যের জন্য, যে সকল ব্যয় সম্পাদন করিয়াছেন তাহা ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে নিজে ফেরত লইতে পারিবেন অথবা এ সংক্রান্ত খরচ-খরচাদি পরিশোধ করিতে পারিবেন;

(২) এইরূপ ব্যয়বাবদ কোন অর্থ যদি ট্রাস্টি নিজ তহবিল হইতে প্রদান করে,তবে উক্তরূপ ব্যয় ট্রাস্ট-সম্পত্তির উপর প্রথম দাবী (charge) হিসাবে গন্য হইবে ,

কিন্তু এইরূপ দাবী (charge) ট্রাস্ট কমিশনের অনুমোদনক্রমে নির্বাহ করা না হইলে, ট্রাস্টি পূর্বতন অপরিশোধিত ব্যয় ও সুদ পরিশোধ ব্যতীত ট্রাস্ট-সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবে না;

(৩) ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইতে যদি পাওনা পরিশোধ সম্ভব না হয়,তবে ট্রাস্টি সুবিধাভোগীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুরোধে যে ব্যয় নির্বাহ করিয়াছে, সেই অর্থ সুবিধাভোগীর নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ফেরত পাইবার অধিকারী ;

ভুলক্রমে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অধিকার

(৪) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি ভুলক্রমে সুবিধাভোগীকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তিতে সুবিধাভোগীর অংশ (interest) হইতে সে ফেরত লইতে পারে, যদি তাহাতে ঘাটতি পড়ে তবে ট্রাস্টি ঘাটতি পরিমান অর্থ সুবিধাভোগীর নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ফেরত (reimburse) পাইবার অধিকারী হইবে।

বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে লাভবান ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়

৩৪। (১) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিশ্বাসভঙ্গজনিত কারনে লাভবান হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যে পরিমান অর্থ উক্তরূপ বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ ট্রাস্টিকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণবাবদ প্রদান করিবে;এবং যদি সে নিজেই সুবিধাভোগীহয় তাহা হইলে উক্ত অর্থের সমপরিমান অর্থ ট্রাস্টের উপর প্রাথমিক দায় হিসাবে গন্য হইবে;

(২) কোন ট্রাস্টি যদি বিশ্বাসভঙ্গের জন্য প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়,তবে (এই ধারার কোন বিধান বলে) তাহাকে দায়মুক্তি (indemnity) দেওয়া যাইবে না।

ট্রাস্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কমিশনের মতামত গ্রহণ

৩৫। (১) ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়,যাহা কোন কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে, বরং সংক্ষেপে নিষ্পত্তিযোগ্য, সেইরূপ কোন বিষয়ে মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা চাহিয়া ট্রাস্টি ট্রাস্ট কমিশনের নিকট লিখিত দরখাস্ত করিতে পারিবে;

(২) ট্রাস্ট কমিশন যুক্তিসংগত মনে করিলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কে নোটিসসহ দরখাস্তের কপি জারি সাপেক্ষে শুনানির তারিখ ধার্য করিবেন এবং ধার্য তারিখে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ শুনানিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবেন;

(৩) ট্রাস্টি যদি দরখাস্তে প্রকৃত ঘটনাসরল বিশ্বাসে বিবৃত করিয়া থাকে এবং কমিশনের মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশ মোতাবেক কর্ম সম্পাাদন করে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে করিয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।

হিসাব নিষ্পত্তি

৩৬। (১) ট্রাস্ট-সম্পত্তি পরিচালনার দায়-দায়িত্ব সম্পুর্ন হইলে ট্রাস্টি ঐ সংক্রান্ত সকল হিসাব, পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করিবে এবং ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে সুবিধাভোগীর অন্য কোন পাওনা অবশিষ্ট না থাকিলে সুবিধাভোগী সেই মর্মে ট্রাস্টি বরাবর একটি লিখিত স্বীকৃতিপত্র (acknowledgement) প্রদান করিবে;

(২) হিসাব নিষ্পত্তি অন্তে ট্রাস্টি ওই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ট্রাস্ট কমিশনে দাখিল করিবে।

ট্রাস্টির সাধারণ কর্তৃত্ব

৩৭। (১)এই আইন এবং ট্রাস্টসংক্রান্ত দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং উক্ত আইন ও দলিলে আরোপিত বিধি নিষেধ, যদি থাকে, এবং এ আইনের ১৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে ট্রাস্ট-সম্পত্তি আদায়, সংরক্ষণ বা সুবিধাদি লাভের এবং চুক্তি করিতে অযোগ্য সুবিধাভোগীর রক্ষণাবেক্ষণ বা ভরণ-পোষণের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ সকল কাজ করিতে পারিবে;

(২) ট্রাস্ট কমিশন আদালতের অনুমতি ব্যতীরেকে কোন ট্রাস্টি ২১(একুশ) বৎসরের অধিক সময়ের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তির ইজারা প্রদান করিতে পারিবে না, অথবা যুক্তিসঙ্গত সর্বোচ্চ

বার্ষিক ভাড়া সুনিশ্চিত না করিয়া ইজারা দেওয়া যাইবে না।

নিলামে বা চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করিবার ক্ষমতা

৩৮। ট্রাস্ট-দলিলে প্রদত্ত শর্ত সাপেক্ষে ট্রাস্টি বিশেষ প্রয়োজনে নিলাম বা চুক্তির মাধ্যমে ট্রাস্ট সম্পত্তি বা ইহার অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমতি পূর্বেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিক্রয়, ক্রয় এবং পুনঃবিক্রয়ের ক্ষমতা

৩৯। (১) ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় একজন ট্রাস্টি:

ক. বিক্রয়-চুক্তি দলিলে যৌক্তিক শর্ত আরোপ করিতে পারিবে,

খ. যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী (যদি থাকে) পরিবর্তন অথবা বিক্রয় চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে,

গ. নিলাম দ্বারা বিক্রয়কৃত সম্পুর্ন সম্পত্তি বা ইহার অংশবিশেষ পূনরায় ক্রয় করিতে পারিবে,

যৌক্তিক সময়ে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়

(২) ট্রাস্টির প্রতি ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় বা বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা অন্য সম্পত্তি ক্রয়ের নির্দেশ থাকিলে, ঐ রূপ বিক্রয় বা ক্রয় যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

অর্পণ করিবার ক্ষমতা

৪০। ট্রাস্টি কর্তৃক বিক্রীত সম্পত্তি অর্পন করিবার বা প্রয়োজনমত অন্য কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

বিনিয়োগে পরিবর্তনের ক্ষমতা

৪১। ট্রাস্টি তাহার স্বীয় বিবেচনায় কোনো ট্রাস্ট-সম্পত্তি ২০ ধারায় বর্ণিত বা উল্লিখিত কোনো জামানতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই ধরণের কোন বিনিয়োগ একই প্রকৃতির অপর কোন বিনিয়োগে পরিবর্তন করিতে পারিবে,

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে চুক্তি করিবারযোগ্য কোন সুবিধাভোগ যদি তাহার জীবদ্দশায় ট্রাস্ট সম্পত্তির আয় গ্রহণ করিবার অধিকারী থাকে,অথবা যেইক্ষেত্রে অন্য আরো কোন বৃহত্তর সম্পত্তি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সুবিধাভোগীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে বিনিয়োগে কোনরূপ পরিবর্তন করা যাইবে না।

নাবালকের ভরণ-পোষণ

৪২। (১) যেইক্ষেত্রে নাবালকের কোন সম্পত্তি ট্রাস্ট হিসাবে কোন ট্রাস্টির হাতে রক্ষিত আছে; উক্ত ট্রাস্টি স্বীয় বিবেচনা অনুসারে উক্ত নাবালকের অভিভাবকগণকে (যদি থাকে) প্রদান করিতে পারে অথবা ঐ সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত/উৎসারিত আয় যাহা উক্ত নাবালকের

প্রাপ্য সেই আয় নাবালকের ভরণ-পোষণ অথবা শিক্ষা বা জীবনের মানোন্নয়নের জন্যঅথবা তাহার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনার্থে অথবা তাহার বিবাহ অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে খরচ করিতে পারিবে;

(২) উপর্যুক্ত ভাবে নাবালকের জন্য ব্যয় অন্তে অবশিষ্টাংশ এই আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত সিকিউরিটিজগুলোতে বিনিয়োগকরত চক্রবৃদ্ধি হারে উৎসারিত/উদ্ভূত আয় উক্ত নাবালকের কল্যানার্থে একত্রে জমা করিয়া রাখিবে,

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এইরূপ জমাকৃতসঞ্চয়ের সমগ্র অংশ অথবা অংশবিশেষ এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে যেন তাহা চলতি বৎসরের উদ্ভূত আয়েরই অংশ;

(৩) যেইক্ষেত্রে নাবালকের ভরণ-পোষণ বা শিক্ষা বা জীবনের মানোন্নয়ন অথবা ধর্মীয়আচার-অনুষ্ঠান পালন বা বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে উৎসারিত/উদ্ভূত আয় যদি অপর্যাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টিকমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে,ট্রাস্ট সম্পত্তি বা ইহার অংশবিশেষ এইরূপ ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, জীবনের মানোন্নয়ন বা অন্যান্য খরচের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

রসিদ প্রদানের ক্ষমতা

৪৩। কোন ট্রাস্টির নিকট প্রদানযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য বা অপর্ণযোগ্য কোন অর্থ, জামানত বা অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ট্রাস্টি তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে লিখিত রসিদ প্রদান করিতে পারিবে;

এবং যদি প্রতারণার কোন অভিযোগ না থাকে, তাহা হইলে, এইরূপ রসিদ অর্থপ্রদানকারী, সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণকারী কে দায় হইতে অব্যাহতি দিবে এবং উক্ত অর্থ, জামানত বা অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারের অথবা কোনরূপ ক্ষতি বা অপপ্রয়োগের জন্য তাহারা সাধারণভাবে দায়ী হইবে না।

আপোশ মীমাংসার ক্ষমতা

৪৪। (১) দুই বা ততোধিক ট্রাস্টিযৌথভাবে কর্মসম্পাদনকালে যথোপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহারা–

(ক) দাবিকৃত যে কোন ঋণ অথবা সম্পদেরবিনিময়ে কোন সিকিউরিটি গ্রহন অথবা

আপোশ চুক্তি করিতে পারিবে,

(খ) কোনো ঋণ পরিশোধের জন্য যৌক্তিক কোন সময় অনুমোদন করিতে পারিবে,

(গ) ট্রাস্ট সম্পর্কিত যে কোনো ঋণ, লেনদেন নিষ্পত্তি, দাবি অথবা ট্রাস্ট সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে আপোশ, মীমাংসা, পরিত্যাগ অথবা মধ্যস্থতার জন্য পেশ বা অন্য কোন ভাবে তা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং

(ঘ) উপর্যুক্ত যে কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কাজ, চুক্তি,আপোশ বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দলিল সম্পাদন, বা অন্য যে কোন পদক্ষেপের কারনে ক্ষতি সাধিত হইলে ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ দায়ীথাকিবেন না;

(২) দুই বা ততোধিক ট্রাস্টির উপর অর্পিত ক্ষমতাবলী যদি ট্রাস্ট দলিল বলে কোনো এক ট্রাস্টির উপর অর্পিত থাকে বা হয়,তাহা হইলে উক্ত ট্রাস্টি এই ধারায় বর্নিত উপর্যুক্ত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করিতে পারিবে ;

(৩) ট্রাস্ট দলিলে অন্যকোনরূপ নির্দেশনা না থাকিলে এই ধারার বিধানাবলী দলিলের শর্তাবলী সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

একাধিক ট্রাস্টির মধ্যে একজনেরঅপারগতা বা মৃত্যুরক্ষেত্রে কার্যক্রম

৪৫। যখনএকাধিক (several) ট্রাস্টিকে কোন ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব(authority) প্রদান করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে যদি একজন অপারগতা প্রকাশ করে বা মৃত্যু বরণ করে, তবে দলিলের শর্তাবলী সাপেক্ষে অবশিষ্ট ট্রাস্টিগন তাহাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে ।

ডিক্রী দ্বারা ট্রাস্টির ক্ষমতা স্থগিত

৪৬। যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট কার্যকর করিবার জন্য কোন মামলায় ডিক্রী হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ডিক্রীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপব্যতীত অথবা যে আদালত ডিক্রী প্রদান করিয়াছে, সেই আদালতের অনুমতি ব্যতীত অথবা ডিক্রীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপীল বিচারাধীন থাকেতাহা হইলে আপীল আদালতের অনুমতি ব্যতীত ট্রাস্টি তাহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
ট্রাস্টির অক্ষমতা

ট্রাস্টির দায়িত্ব পরিত্যাগ

৪৭। ট্রাস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর ট্রাস্ট্রি --

(ক) ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, বা

(খ) সুবিধাভোগী যদি চুক্তি করিবার যোগ্য হন তবে তাহার সম্মতি ক্রমে, বা

(গ) ট্রাস্ট দলিলে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে উক্ত দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

ট্রাস্টি কর্তৃক দায়িত্ব অর্পণ

৪৮। একজন ট্রাস্টি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেই তাহার সহ-ট্রাস্টি বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকটঅর্পণ করিতে পারিবে:

(ক) ট্রাস্ট-দলিলে যদি এইরূপ বিধান থাকে, বা

(খ) দায়িত্ব অর্পণ যদি দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজের অংশ হয়, বা

(গ) ট্রাস্টের স্বার্থে দায়িত্ব অর্পণআবশ্যক হয়, বা

(ঘ) সুবিধাভোগী যদি চুক্তি করিবার যোগ্য হয় তবে তাহার সম্মতিক্রমে।

ব্যাখ্যা- অ্যাটর্নি বা প্রতিনিধি (proxy) নিয়োগ কেবল দৈনন্দিন কার্য নির্বাহ সম্পর্কিত এবং ইহার সহিত কোন স্বাধীন বিবেচনা জড়িত থাকে না বলিয়া, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

সহ-ট্রাস্টিগণের যৌথভাবে কর্মসম্পাদন

৪৯। ট্রাস্ট-দলিলে ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে ট্রাস্ট বাস্তবায়নে সকল ট্রাস্টিগণ কে অবশ্যই একত্রে কাজ করিতে হইবে।

ট্রাস্টির স্বীয় বিবেচনামূলক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ

৫০। কোন ট্রাস্টি তাহার উপর অর্পিত স্বীয় বিবেচনামূলক ক্ষমতা যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ করিতে ব্যর্থ হয়, তবে কমিশন, ট্রাস্টিরএইরূপ ক্ষমতা-প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ।

ট্রাস্টির পারিশ্রমিক

৫১। (১) ট্রাস্ট-দলিলে সুস্পষ্টভাবে কোন নির্দেশনা না থাকিলে অথবা সুবিধাভোগীর সহিত সম্পাদিত ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে অথবা ট্রাস্ট গ্রহণের সময় কমিশনের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকিলে, ট্রাস্ট কার্যকর করিবার নিমিত্ত শ্রম, মেধা এবং সময় প্রদানের বিনিময়ে ট্রাস্টি কোন পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না;

(২) এই ধারার কোন কিছুই কোন সরকারি ট্রাস্টি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, সরকারি কিউরেটর বা সার্টিফিকেট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির অপব্যবহার

৫২। ট্রাস্টি তাহার নিজের লাভের জন্য বা ট্রাস্টের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে এমন কোন উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট-সম্পত্তি ক্রয় নিষিদ্ধ

৫৩। ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় করা যে ট্রাস্টির দায়িত্ব সে ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাহার নিযুক্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহার নিজের জন্য বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে ঐ সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ (interest) ক্রয় করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক সুবিধাভোগীর সম্পত্তি ক্রয়

৫৪। (১) কোন ট্রাস্টি বা সাম্প্রতিককালে ট্রাস্টির দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি কমিশনের অনুমতি ব্যতীত ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা ইহার কোন অংশের ক্রেতা, বন্ধক বা ইজারা গ্রহীতা হইতে পারিবে না; এবং প্রস্তাবিত ক্রয়,বন্ধকবা ইজারা যদি দৃশ্যতঃই সুবিধাভোগীর পক্ষে কল্যানকর না হয় তাহা হইলে এইরূপ অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

সম্পত্তি ক্রয়ের নিমিত্তে ট্রাস্টি

(২) সুবিধাভোগীর জন্য নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি ক্রয় বা বন্ধকবা ইজারা গ্রহণ করা যদি কোন ট্রাস্টির দায়িত্ব হয়; তবে সেই ট্রাস্টি নিজের জন্য উক্ত সম্পত্তি বা ইহার অংশ বিশেষ ক্রয়,বন্ধক বা ইজারা হিসাবে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি অনুকূলে বন্ধক বা বিনিয়োগ নিষিদ্ধ

৫৫। ট্রাস্ট-অর্থবন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানতের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টি বা সহ- ট্রাস্টি, কখনও নিজের বা সহ-ট্রাস্টির অনুকূলে বন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানত হিসাবে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুবিধাভোগীর অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

ভাড়া ও মুনাফার অধিকার

৫৬। ট্রাস্ট-দলিলের শর্ত সাপেক্ষে ট্রাস্ট-সম্পত্তির ভাড়া (rent) এবং মুনাফা (profit) প্রাপ্তির অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে।

স্বার্থ কার্যকরীকরণ

৫৭। (১) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অভিপ্রায় অনুসারে সুবিধাভোগীর স্বার্থ পরিপূর্নভাবে কার্যকর করাইয়া লইবার অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে;

দখল হস্তান্তর

(২) যেইক্ষেত্রে চুক্তি করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন এক বা একাধিক সুবিধাভোগী রহিয়াছে তাহারা যদি একই ধরণের ইচ্ছা পোষন করে বা ঐকমত্য পোষন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগীগণ তাহার বা তাহাদের মনোনীত ব্যক্তির বরাবর ট্রাস্ট-সম্পত্তি

হস্তান্তর করিবার নির্দেশ/অনুরোধ করিতে পারে।

ট্রাস্ট দলিল, হিসাব ইত্যাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রাপ্তি

৫৮। (১) ট্রাস্টি ও তাহার মাধ্যমে ট্রাস্ট সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীদার সকল ব্যক্তির নিকট হইতে একজন সুবিধাভোগীর ট্রাস্ট দলিল পরিদর্শন, এবং দলিলের কপি সংগ্রহ, উক্ত সম্পত্তির স্বত্ত্বের দলিল, সম্পত্তির হিসাব ও সংশ্লিষ্ট ভাউচার (যদি থাকে) পরিদর্শণ ও অনুলিপি প্রাপ্তির অধিকার রহিয়াছে;

(২) ট্রাস্ট সম্পত্তির মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং ট্রাস্টি তাহার দায়িত্ব পালনার্থে যে সকল মতামত গ্রহন করিয়াছে তাহা দেখিবার এবং অনুলিপি লইবার অধিকার সুবিধাভোগীর আছে।

লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তর

৫৯। প্রচলিত আইনানুসারে চুক্তি করিবার যোগ্য সুবিধাভোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং এখতিয়ার সাপেক্ষে ট্রাস্ট সম্পত্তিতে তাহার নিজেরস্বত্ব-স্বার্থ (interest) হস্তান্তর করিতে পারে ।

ট্রাস্ট কার্যকর করিবার জন্য প্রতিকার প্রর্থনা

৬০। যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি নিয়োজিত হয় নাই অথবা সকল ট্রাস্টি মৃত্যুবরন করিয়াছে, অথবা ট্রাস্টির দায়িত্বপালন করিতে অসম্মত হয় অথবা দায়িত্ব পালন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে অথবা যেইক্ষেত্রে অন্য কোন কারণে ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্টটি কার্যকর করা অবাস্তব বা কার্যকর করা অসম্ভব, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টটি কার্যকর করিবার জন্য সুবিধাভোগী মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবে এবং সেইরূপ ক্ষেত্রে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ট্রাস্ট কমিশন যতদুর সম্ভব ট্রাস্টটি কার্যকর রাখিবে।

উপযুক্ত ট্রাস্টি

৬১। (১) ট্রাস্ট দলিলের বিধান সাপেক্ষে, উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মারফৎ, ট্রাস্ট-সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষন, ধারণ এবং পরিচালনা করিবার অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে;

(২) মূলত অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষেত্রে ট্রাস্টির সংখ্যা কমপক্ষে দুইজন হইতে হইবে; তবে যাহার স্বার্থের সহিত সুবিধাভোগীর স্বার্থ সাংঘর্ষিক, এমন ব্যক্তি ট্রাস্টি হইবার উপযুক্ত নহে।

কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করা

৬২। ট্রাস্টিকে তাহার দায়িত্বের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা এবং পরিকল্পিত বা সম্ভাব্য বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ হইতে তাহাকে সুবিধাভোগী নিবৃত্ত করিতে পারিবে।

অসৎ উদ্দেশ্যে ক্রয়

৬৩। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অসৎ উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ক্রয় করে সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্রয় বেআইনী বলিয়া গন্য হইবে এবং সুবিধাভোগী ক্ষতিপূরনসহ উহা ফেরত পাইবার অধিকারী হইবে।

ট্রাস্ট-সম্পত্তি উদ্ধার

৬৪। (১)যেইক্ষেত্রে (ট্রাস্টের সহিত অসংগতিপূর্ণ ভাবে) ট্রাস্ট-সম্পত্তি তৃতীয় ব্যক্তির হস্তগত হয়, সেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগী উক্ত সম্পত্তি আইনগতভাবে পূনরুদ্ধার করিতে পারিবে;

(২) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাস্টি বা তাহার প্রতিনিধির নিকট থাকে সেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগী উক্ত সম্পত্তি আইনানুগভাবে উদ্ধার করিতে পারিবে।

অসদুপায়ে ট্রাস্ট-সম্পত্তি অর্জন

৬৫। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অসৎ উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করত: পরবর্তীতে নিজেই ক্রয় করিয়া লয়, সেইক্ষেত্রে সেই সম্পত্তি পূনরায় ট্রাস্ট সম্পত্তিভুক্ত হইবে।

একীভূত সম্পত্তি

৬৬। যেইখানে ট্রাস্টি অন্যায়ভাবে নিজের সম্পত্তির সহিত ট্রাস্ট-সম্পত্তি একীভূত করিয়াছে, সেইখানে পাওনা আদায়ের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তি ও ট্রাস্টির নিজস্ব সম্পত্তিউভয়ের উপর সুবিধাভোগীর অধিকার সৃষ্টি হইবে ।

অন্য ব্যবসায়ে অংশীদার এইরূপ ট্রাস্টি কর্তৃক অসদুপায়ে বিনিয়োগ

৬৭। (১) কোনো ব্যবসার অংশীদার যদি ট্রাস্টি হয় এবং অন্যায়ভাবে ট্রাস্ট-সম্পত্তি তাহার ব্যবসায়ে অথবা অংশীদারি কারবারে বিনিয়োগ করে, তবে ট্রাস্ট ভঙ্গের বিষয়ে অবগত নয়, এমন অপর অংশীদার ব্যক্তিগত ভাবে সুবিধাভোগীর নিকট দায়বদ্ধ হইবে না;

(২) যেইক্ষেত্রে সকল অংশীদারগণ এইরূপ বেআইনী ট্রাস্ট ভঙ্গের বিষয়ে অবগত থাকে, সেইক্ষেত্রে সকল অংশীদারগণ একক ও যৌথভাবে বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য দায়ী থাকিবে।

বিশ্বাসভঙ্গে জড়িত সুবিধাভোগীর দায়

৬৮। (১) যেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগীগণের মধ্যে একজন-

(ক) বিশ্বাস-ভঙ্গ করিবার কাজে অংশগ্রহণ করে, অথবা

(খ) অন্য সুবিধাভোগীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে বিশ্বাস-ভঙ্গ হইতে সুবিধা গ্রহণ করে, অথবা

(গ) বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিপ্রায় অথবা বিশ্বাস-ভঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য সুবিধাভোগীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যুক্তিসংগত সময় মধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, অথবা

(ঘ) ট্রাস্টিকে প্রতারণা করত তাহাকে বিশ্বাস-ভঙ্গ করিতে প্ররোচনা প্রদান,

এই সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর সকল স্বার্থ জব্দ থাকিবে,

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি কোনো মহিলার কল্যাণের জন্য হস্তান্তর বা উইল করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে নিজের লাভজনক স্বার্থ হইতে যেন নিজেকে বঞ্চিত করিতে না পারে ; সেইক্ষেত্রে এই ধারার কোন বিধানই ঐ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

হস্তান্তর গ্রহীতার অধিকার ও দায়-দায়িত্ব

৬৯। যে ব্যক্তি কোনো সুবিধাভোগীর নিকট হইতে তাহার স্বত্ত্ব স্বার্থ গ্রহন করে, তিনি উক্ত গ্রহণের তারিখ হইতে তাহার উপর সুবিধাভোগীর অনুরূপ অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বর্তাইবে।

সপ্তম অধ্যায়
ট্রাস্টির পদ শূন্য হওয়া

পদ শূন্য

৭০। ট্রাস্টি মৃত্যুবরণ করিলে অথবা তাহাকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইলে ট্রাস্টির পদ শূন্য হয় ।

ট্রাস্টির অব্যাহতি

৭১। শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্টিকে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে-

(ক) ট্রাস্টের বিলোপ ,

(খ) ট্রাস্টের অধীনে তাহার কর্তব্য সমাপ্তি,

(গ) ট্রাস্ট-দলিল দ্বারা নির্ধারিত বিধান বা পদ্ধতি অনুসারে,

(ঘ) এই আইনের অধীনে তাহার স্থলে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ,

(ঙ) ট্রাস্টির এবং সুবিধাভোগীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া অথবা যেইক্ষেত্রে একের অধিক সুবিধাভোগী রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগী চুক্তি করিবার যোগ্য হইলে তাহাদের সম্মতিক্রমে, অথবা

(চ) এই আইনের অধীনে কমিশন কর্তৃক অব্যাহতি।

ট্রাস্ট হইতে অব্যাহতির আবেদন

৭২। ১০ ধারার বিধানাবলী সত্ত্বেও প্রত্যেক ট্রাস্টি তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কমিশনে আবেদন করিতে পারিবে; এবং কমিশন যদি বিবেচনা করেন যে এইরূপ অব্যাহতির স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে,সেইক্ষেত্রে কমিশন তাহাকে তদ্রুপভাবে অব্যাহতি

দিতে পারিবে এবং তাহার খরচপত্র ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে মিটাইবার নির্দেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে,অব্যাহতি প্রদানের যৌক্তিক কারন না থাকিলে কমিশন তাহার স্থলে একজন যোগ্য লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ

৭৩। (১) যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি

ক.পদত্যাগ করে, অথবা

খ.তাহার মৃত্যু হয়, অথবা

গ. একটানা ছয়মাস বাংলাদেশে অনুপস্থিত থাকে; অথবা

ঘ. বিদেশে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে, অথবা

ঙ. তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, অথবা

চ. সে যদি ট্রাস্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার ইচ্ছা পোষণ করে , অথবা

ছ. সংশ্লিষ্ট জেলাজজ আদালতের বিবেচনায় সে যদি অযোগ্য হয়, অথবা

জ. ট্রাস্টের কাজ করিতে ব্যক্তিগতভাবে অসমর্থ হইয়া পড়ে, অথবা

ঝ. অসংগতিপূর্ণ কোন ট্রাস্ট গ্রহণ করে,

সেইক্ষেত্রে (উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে) নিম্নলিখিতভাবে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করা যাইতে পারে-

(ক) ট্রাস্ট দলিলে (যদি থাকে) উল্লিখিত কোন ব্যক্তি, অথবা

(খ) যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি না থাকে বা যদি এইরূপ ব্যক্তি ট্রাস্টের দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে ট্রাস্টকারী যদি জীবিত থাকে এবং শারীরিক ও মানসিক ভাবে যদি সমর্থ হয়সেক্ষেত্রে তিনি নিজে ট্রাস্টি হতে পারিবে অথবা নিজে নিয়োগ দিতে পারিবে;

(২)এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র লিখিত হইতে হইবে;

(৩) নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে একাধিক ট্রাস্টি নিয়োগ দেওয়া যাইতে পারে ;

(৪) এই ধারার অধীনে আদালতের অনুমোদনসাপেক্ষে একজন অফিসিয়াল ট্রাস্টি নিয়োগ

করা যাইতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, সেক্ষেত্রে ট্রাস্টির সংখ্যা ১(এক) জন হইবে।

ট্রাস্ট কমিশন কর্তৃক নিয়োগ

৭৪। (১) যেইক্ষেত্রে উপর্যুক্তভাবে ট্রাস্টির পদ শূন্যহয় অথবা ৭৩ ধারার অধীনে নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ বাস্তব সম্মত নয়, সেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগী কমিশনের নিকট নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের আবেদন করিতে পারিবে এবং কমিশন সেই অনুসারে একজন ট্রাস্টি বা নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করিতে পারিবে;

নতুন ট্রাস্টি নিযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলী

(২) নতুন ট্রাস্টি নিযুক্ত করিবার সময় কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখিবে-

(ক) ট্রাস্ট দলিলে বর্নিত বা উহা হইতে অনুমিত ট্রাস্টকারীর ইচ্ছা,

(খ) নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যদি থাকে, তাহার মতামত/ইচ্ছা,

(গ) নিয়োগটি ট্রাস্ট বাস্তবায়নে সহায়ক হইবে কিনা, এবং

(ঘ) যেইক্ষেত্রে একাধিক সুবিধাভোগী রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগীর স্বার্থ বিবেচনা।

নতুন ট্রাস্টি অনুকূলে ট্রাস্ট সম্পত্তি অর্পণ

৭৫। (১) যখনই ৭৩ ধারার অধীন কোন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করা হইবে, তখনই অব্যাহত ট্রাস্টি বা তাহাদের আইনানুগ প্রতিনিধিগণের উপর অর্পিত সম্পত্তি, নিযুক্ত নতুন ট্রাস্টির উপর যৌথভাবে বা এককভাবে অর্পিত হইবে;

অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে থাকা নতুন ট্রাস্টির ক্ষমতা

(২) এই আইন পাস হইবার পূর্বে বা পরে এইরূপভাবে নিযুক্ত প্রত্যেক নতুন ট্রাস্টি এবং আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ট্রাস্টির একই রকম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা থাকিবে এবং সকল ক্ষেত্রে ট্রাস্টকারী কর্তৃক মনোনীত ট্রাস্টির মত কাজ করিবে।

ট্রাস্ট বহাল থাকা

৭৬। সহ- ট্রাস্টিগণের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে বা একজনকে অব্যাহতি প্রদান করা হইলে ট্রাস্টটি বহাল থাকিবে ।

ট্রাস্ট এর বিলুপ্তি

৭৭। একটি ট্রাস্ট বিলুপ্তহয় যখন:

(ক) ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়, অথবা

(খ) ইহার উদ্দেশ্য বেআইনী হইয়া পড়ে, অথবা

(গ) ট্রাস্ট সম্পত্তি ধ্বংস বা অন্য কোন ভাবে ইহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন অসম্ভব হইয়া পড়ে, অথবা

(ঘ) যে সকল ট্রাস্ট প্রত্যাহারযোগ্য তাহা দৃশ্যত প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

ট্রাস্ট প্রত্যাহারকরণ

৭৮। (১) উইল দ্বারা সৃষ্ট ট্রাস্ট উইলকারীর ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যাহার করা যাইতে পারে;

(২) অন্য কোন ভাবে সৃষ্ট ট্রাস্ট কেবল নিম্ন লিখিতভাবে বাতিল করা যাইতে পারে :

(ক) যেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগীগণ চুক্তি করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন সেইক্ষেত্রে তাহাদের সম্মতি দ্বারা,

(খ) যেইক্ষেত্রে উইল ব্যতিরেকে অন্যরূপ দলিল দ্বারা সৃষ্ট ট্রাস্ট সেইক্ষেত্রে উহা প্রত্যাহার করিবার ক্ষমতা ট্রাস্টকারীর থাকিবে, অথবা

(গ) ট্রাস্টকারীর ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সৃষ্ট ট্রাস্ট, পাওনাদারগণ অবহিত হইবার পূর্বে ট্রাস্টকারীর ইচ্ছানুসারে প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

যথার্থ ভাবে সম্পাদিত ট্রাস্ট বাতিলযোগ্য নয়

৭৯। ট্রাস্ট বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টি যাহা যথার্থ ভাবে করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ বা ক্ষতিগ্রস্থ করিবার জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী ট্রাস্টটি বাতিল করিতে পারিবে না।

অষ্টম অধ্যায়
ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

ট্রাস্টির দায়- দায়িত্ব

৮০। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বিষয়ে **দায়-দায়িত্ব** সৃষ্টি হয়ঃ

লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তর না হওয়া

(১) যেইক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক তাহা হস্তান্তর করে অথবা উইল বা অন্য কোন দলিল মারফত ট্রাস্টি ব্যতীত অন্য কাহারও উপরে অর্পণ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে যদি দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জমির মালিক সম্পত্তির লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই, সেইক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহীতা বা উইল বা অন্য কোন দলিল মারফত সম্পত্তি গ্রহীতা অবশ্যই উক্ত সম্পত্তির মালিক বা তাহার মৃত্যুতে তাহার ওয়ারিশগণের পক্ষে এইরূপ সম্পত্তি ধারণ করিবে;

যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক বাস্তবায়নের অযোগ্য

(২) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট বাস্তবায়নের যোগ্য নহে অথবা যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হইলেও ট্রাস্ট সম্পত্তিরঅংশবিশেষ রহিয়াছে, সেইসকল ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ

কোন নির্দেশের অনুপস্থিতিতে ট্রাস্ট সম্পত্তি অথবা ইহার অবশিষ্টাংশ ট্রাস্টকারী অথবা তাহার আইনগত উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধির কল্যাণের জন্য অবশ্যই ট্রাস্টির হেফাজতে থাকিবে;

তবে, সুনির্দিষ্টভাবে এই ধারার কোন মর্ম ব্যহত বা ক্ষতিগ্রস্থ না করিয়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বাস্তবায়নযোগ্য নহেঃ

ক) যদি কেহ ট্রাস্ট করিবার অভিপ্রায়ে কাহারও নিকট কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ট্রাস্ট ঘোষিত হয় নাই, অথবা

খ) পরবর্তীতে ট্রাস্ট গঠন করা হইবে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যদি কাহারও নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় কিন্তু ভবিষ্যতে সেইরূপ ট্রাস্ট ঘোষনা যদি না করা হয়, অথবা

গ) এমন অস্পষ্ট ট্রাস্ট-দলিল যাহা বাস্তবায়ন সম্ভব নহে, অথবা

ঘ) এমন ট্রাস্ট যাহা আদৌ বাস্তবায়নযোগ্য নহে, অথবা

ঙ) এমন ব্যক্তির কল্যাণের জন্য ট্রাস্ট গঠন যিনি ট্রাস্ট সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ত্ব-স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে,

তবে উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে সম্পত্তি গ্রহীতা সম্পত্তিটি হস্তান্তরকারীর পক্ষে ধারণ করিবে;

অবৈধ হস্তান্তর

(৩) যেইক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক অবৈধ উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং এইরূপ অবৈধ উদ্দেশ্য অবাস্তবায়িত থাকিয়া যায়, অথবা হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট সম্পত্তি রাখিবার অনুমতি দিলে আইন লঙ্ঘন করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহীতা অবশ্যই হস্তান্তরকারীর কল্যাণের জন্য সম্পত্তিটি ধারণ করিবে;

পরিণতিমূলক ট্রাস্ট

(৪) (ক) কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোনো সম্পত্তির মালিক উইলের মাধ্যমে একটি ট্রাস্ট সৃষ্টি করে , অথবা

সম্পত্তিটির মালিকের জীবদ্দশায় উইলগ্রহীতা তাহার সহিত একমত হয় যে, সম্পত্তিটি কোনো বেআইনী কার্যে ব্যবহৃত হইবে, সেইক্ষেত্রে উইলগ্রহীতা সম্পত্তিটির মালিক বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির কল্যানের জন্য ধারণ করিবে,

উইলের রদকরণ কে বাধাগ্রস্ত

করা

(খ) যেইক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি উইল এর মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয় এবং উইলের রদকরণ যদি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে উইলগ্রহীতা অবশ্যই উইলকারীর আইনগত প্রতিনিধির পক্ষে সম্পত্তিটি ধারণ করিবে;

রদযোগ্য চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর

(৫) যেইক্ষেত্রে রদযোগ্য চুক্তির মাধ্যমে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় অথবা প্রতারণা বা ভ্রমের মাধ্যমে চুক্তিটি করিতে প্রলুব্ধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে গ্রহীতা ইহা সম্পর্কে তথ্য অবগত হইবার পর পরিশোধিত প্রকৃতমূল্য ফেরত প্রদান সাপেক্ষে, হস্তান্তরকারীর পক্ষে বা কল্যাণের জন্য সম্পত্তিটি ধারণ করিবে;

পদমর্যাদা মারফত সুবিধা অর্জন

(৬) যেইক্ষেত্রে কোনো ট্রাস্টি, নির্বাহক, অংশীদার, প্রতিনিধি, কোনো কোম্পানীর পরিচালক, আইন উপদেষ্টা,অথবা অন্য কোন পদাধিকারী ব্যক্তি যিনি অন্য ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষন করেন, সেইক্ষেত্রে যদি তিনি তাহার উক্তরূপ সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করতঃ নিজের জন্য কোন আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার সুবিধাদি গ্রহন করে অথবা এমন কোন লেনদেনে জড়িত হইয়া পড়ে যাহাতে তাহার নিজের স্বার্থ তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূল হয় বা হইতে পারে, ঐ সকলক্ষেত্রে উক্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য কোন আর্থিক সুবিধা লাভ করে, তবে সে তাহা অবশ্যই তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির পক্ষে বা কল্যাণের জন্য ধারণ করিবে;

অসংগত ও অনুচিত প্রভাব

(৭) যেইক্ষেত্রে অসংগত বা অনুচিত প্রভাবের মাধ্যমে অন্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ করে কোনরূপ প্রতিদান ব্যতিরেকে কোনো সুবিধা অর্জন করে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা অর্জনকারী ব্যক্তি অবশ্যই যাহার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে বা কল্যাণের জন্য অর্জিত সুবিধা ধারণ করিবে ;

বিদ্যমান চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া সম্পত্তি অর্জন

(৮) বলবৎ যোগ্য বিদ্যমান চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াসত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে মালিকানা অর্জন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির মালিক চুক্তির পক্ষগণ কে চুক্তি উদ্ভুত সুবিধাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

ট্রাস্ট্র হিসাবে ধারণ করিবার নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রয়-চুক্তি

(৯) কোনো ব্যক্তি ট্রাস্ট সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় এবং যথা সময়ে সম্পত্তিটি ক্রয়ও করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিতে বর্ণিত

শর্তানুসারে সুবিধাভোগীদের কল্যাণে সে ঐ সম্পত্তিটি ধারণ করিবে।

একজন পাওনাদার কর্তৃক গোপন সুবিধা গ্রহণ

(১০) যেইক্ষেত্রে পাওনাদারগণ তাহাদের প্রাপ্য ঋণ আপসে মিটাইয়া ফেলিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন পাওনাদার যদি দেনাদারের সহিত গোপন যোগসাজশে নিজের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে তাহার অর্জিত উক্ত অতিরিক্ত সুবিধা সকল পাওনাদারদের পক্ষে ও কল্যানে ধারণ করিবে;

বিনির্মিত ট্রাস্ট

৮১। যদি উপরোক্ত ধারায় এই বিষয়ে যদি কোন বিধান নাও থাকে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি যদি কোন ট্রাস্টের বিষয়বস্তু নাও হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির দখলে রহিয়াছে কিন্তু উক্ত সম্পত্তিতে তাহার সম্পুর্ন লাভজনক স্বার্থ নাই, সেইক্ষেত্রে যাহাদের ঐরূপ স্বার্থ রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ও কল্যানে ঐরূপ লাভজনক স্বার্থ অথবা তাহার অবশিষ্টাংশ তাহাদের ন্যায্য দাবী পূরন ও বিতরনের লক্ষ্যে সে ধারণ করিবে।

ঘটনা উদ্ভূত ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব

৮২। কোনো ব্যক্তি যদি এই অধ্যায়ের পরবর্তী ধারাসমূহের আওতায়, অন্যের সম্পত্তি ধারণ করে, সেইক্ষেত্রে সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্ত সম্পত্তিতে ট্রাস্টি না হওয়া সত্ত্বেও ট্রাস্টির সকল দায়-দায়িত্ব পালন করিবে।

সরল বিশ্বাসী ক্রেতার অধিকার সংরক্ষণ

৮৩। এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন যদি কেহ সরল বিশ্বাসে এবং পূর্ণ বিনিময় মূল্য প্রদানান্তে কোন সম্পত্তি গ্রহন করে সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তিতে তাহার আইনগত অধিকার প্রাধান্য পাইবে।

নবম অধ্যায়
ব্যক্তি উদ্যোগমূলক পরিবারকল্যাণ ট্রাস্ট

পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন

৮৪। যে কোন ব্যক্তি তাহার নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নিজ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে বা হিতার্থে ট্রাস্ট গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত সম্পত্তি, ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসাবে গন্য হইবে।

নামকরণ

৮৫। এই প্রকার ট্রাস্টের যথাযথ নামকরণ করা যাইবে।

উদ্দেশ্য

৮৬। ট্রাস্ট দলিলে ট্রাস্ট কি উদ্দেশ্যে সৃজন করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকিতেহইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে উদ্দ্যেশে ট্রাস্ট গঠন করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবায়িত হইয়া গেলে বা বিদ্যমান না থাকিলে, ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে ট্রাস্ট দলিলে বর্ণিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা যাইবে।

ট্রাস্টী

৮৭। ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী নিজে বা তাহার মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সুবিধাভোগীদের কেহ ট্রাস্টী হইতে পারিবে।

উইল দ্বারা সৃজন

৮৮। উইলের মাধ্যমে ও পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট সৃজন করা যাইবে।

অবসান

৮৯। ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার বা তাহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে কোন সময়ে এই প্রকার ট্রাস্টের অবসান ঘটাইতে পারিবে।

দশম অধ্যায়
জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন

জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন

৯০। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার **"জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন"** নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে;

(২) ট্রাস্ট কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ট্রাস্ট কমিশন একটি আধা বিচারিক (**Quasi-Judicial**) প্রতিষ্ঠান হইবে;

(৪) ট্রাস্ট কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে;

কার্যালয়

৯১। ট্রাস্ট কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার স্থানীয় কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন গঠন

৯২। (১) জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ-

(ক) একজন চেয়ারম্যান,

(খ) দুইজন সদস্য;

(২) ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ,

তবে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মধ্যে অন্তত একজন মহিলা থাকিবেন;

(৩) সরকার প্রয়োজনে ট্রাস্ট কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা

৯৩। (১) সরকার ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সদস্যগণ হইবেন, যাঁহার আইন, মানবাধিকার, সামাজিক কর্মকান্ড, ব্যবস্থাপনা, অথবা জন প্রশাসনে কর্মের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সুপরিচিতি রহিয়াছে।

(২) চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পর সরকার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে পুনঃনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) ২ উপ-ধারার অধীনে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

(৪) ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

ট্রাস্ট কমিশন সচিব

৯৪। (১) ট্রাস্ট কমিশনের একজন সচিব থাকিবে।

(২) এই আইনের অধীনে ট্রাস্ট কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং তাহারা সরকারের অপরাপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ন্যায় বেতন ভাতাসহ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবে।

(৪) সরকার, ট্রাস্ট কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকেট্রাস্ট কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

ট্রাস্ট কমিশনের কার্যাবলী

৯৫। ট্রাস্ট কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ করিবে, যথা:-

(ক) এই আইনের প্রয়োগ,

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইনের অধীনে গঠিত সকল প্রকার ট্রাস্ট এর রেজিট্রেশন প্রদান করা,

(গ) ট্রাস্টসমূহ ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মোতাবেক পরিচালিত হইতেছে কিনা তদারকি করা,

(ঘ) যদি ট্রাস্টসমূহ ঘোষিত লক্ষ ও উদ্দেশ্য মোতাবেক পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টকমিশন উক্ত লক্ষ ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য প্রতিস্থাপন করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে একই সার্বজনিক উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্টসমূহ কে একত্রিত করিবার আদেশ দিতে পারিবে,

(ঙ) সুবিধাভোগীগণ হইতে আনীত ট্রাস্ট সংক্রান্ত যে কোনো লিখিত অভিযোগ নিস্পত্তি করণ,

(চ) যদি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের কোনো শর্ত বা শর্তাবলী কোনো বিশেষ কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীকে নির্দেশ না করে, সেক্ষেত্রে জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে। তবে এইরূপ সুনির্দিষ্টকরণ, যতটুকু নিশ্চিত করা যায়,তাহা অবশ্যই ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর মূল উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে,

(ছ) ট্রাস্টসমূহ হইতে বার্ষিক প্রতিবেদনগ্রহণ করা,

(জ) ট্রাস্টসমূহ হইতে উদ্ভূত সকল প্রকার বিরোধের তদন্ত ও নিস্পত্তি করিয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা, উক্ত বিরোধ নিস্পত্তি কালে কমিশন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবে বিবেচিত হইবে, তবে ফৌজদারি আইনে অপরাধের সংজ্ঞাভূক্ত সকল মামলা যথারীতি সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে দায়ের হইবে, এবং

(ঝ) এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

অপসারণ

৯৬। ট্রাস্টকমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি-

(ক) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন; বা

(খ) দৈহিক বা মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন; বা

(গ) নৈতিক স্খলনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দোষী সাব্যস্ত হন;

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া অপসারণ করা যাইবে না।

বার্ষিক প্রতিবেদন

৯৭। ট্রাস্ট কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন সরকার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য পেশ করিবে।

বাজেট

৯৮। (১) সরকার প্রতি বৎসর ট্রাস্টকমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা

৯৯। ট্রাস্ট কমিশন কর্তৃক ৯৫ ধারার (জ) অনুসারে কোন বিষয় তদন্ত ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এ দেওয়ানি আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা ট্রাস্ট কমিশনের থাকিবে, বিশেষত:-

(ক) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সমন প্রদান ও শপথ পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ;

(খ) কোন ধরনের দলিল উদ্ধার ও উপস্থাপন;

(গ) হলফ পূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) কোন আদালত, অফিস বা প্রতিষ্ঠান হইতে কোন দলিল বা নথি তলব করা; এবং

(ঙ) দেওয়ানি কার্যবিধির ৭৫ ধারা ও ২৬ আদেশ মোতাবেক কমিশনযোগে সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিল পরীক্ষা করা।

সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা

১০০। (১) ৯৫ (জ) ধারার ক্ষমতা বলে ট্রাস্ট কমিশন ইহার অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগসহ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ককরণ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থগিত বা
বাতিলকরণ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থদন্ড প্রদান;

(ঘ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরন বা সুপারিশ।

ট্রাস্ট কমিশনের সিদ্ধান্তের বৈধতা

১০১। ট্রাস্ট কমিশন গঠনে কোন ত্রুটি বা কোন সদস্য পদে শূন্যতার কারণে অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন বিষয়ে ট্রাস্ট কমিশনের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, ১০০ ধারায় প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর হইতে চেয়ারম্যানসহ ন্যূনতম এক জন সদস্যের আনুষ্ঠানিক অনুমতি লইতে হইবে।

দায়মুক্তি

১০২। ট্রাস্ট কমিশন বা ট্রাস্ট কমিশনের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসেকৃত কোনো কর্মের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

একাদশ অধ্যায়
বিবিধ

রহিতকরণ ও হেফাজত

১০৩। (১) The Trust Act, 1882 (Act NO. II of1882) এবং The Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (Act No.XIV of 1920) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনসমূহের অধীনে কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের আওতায় করা হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে;
(৩) ইতোমধ্যে বিভিন্ন আইন দ্বারা প্রবর্তিত সার্বজনিক ট্রাস্ট সমূহ এই আইনের আওতায় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার রহিত

১০৪। (১) এই আইনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার ও ক্ষমতা, অক্ষমতা, সুবিধাভোগীর অধিকারও দায়িত্ব, ট্রাস্টির পদ শূণ্য হওয়া, ট্রাস্ট সর্ম্পকিত বিশেষ বিধান, ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট পরিবার কল্যাণমূলক ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা, এবং জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন বিষয়াদি সর্ম্পকে ট্রাস্ট কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে এবং এইসব বিষয়ে দেওয়ানি আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।
(২) দেওয়ানী কার্যবিধি আইনে (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) ৯২ ও ৯৩ ধারা এই আইনের ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১০৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১০৬। সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ

১০৭। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইনটির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ প্রকাশ করিবে।
(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ট্রাস্ট (সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক) আইন, ২০১৭

ট্রাস্ট (সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগ মূলক) ও ট্রাস্টি সম্পর্কিত সকল আইনের সংজ্ঞা প্রদান, সংশোধন ও সংকলনের জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু সরকারি, সার্বজনিক, ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট এবং ট্রাস্টি সম্পর্কিত সকল আইনের সংজ্ঞা প্রদান, সংশোধন ও সংকলন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কার্যকর হইবার তারিখ

১। (১) এই আইন **ট্রাস্ট (সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক) আইন, ২০১৭** নামে অভিহিত হইবে;

প্রয়োগের সীমানা

(২) এই আইন..... ২০১৭ তারিখ হইতে বলবৎ হইবে;

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে;

সংরক্ষণ

(৪) এই আইনে বিধৃত কোন কিছুই মুসলিম আইনের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা,অথবা কোন প্রথাগত বা ব্যক্তি আইন (Customary or Personal Law) কে প্রভাবিত করিবে না ।

সংজ্ঞা সমূহ

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

অব্যক্ত ট্রাস্ট

(১) অব্যক্ত ট্রাস্ট (Implied Trust) অর্থ ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অনুমিত

অভিপ্রায় হইতে, ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পক্ষগণের আচরন ও কার্যকলাপ বিবেচনা করিয়া আইনের পরিক্রিয়ায় উদ্ভূত ট্রাস্ট হইল অব্যক্ত ট্রাস্ট (Implied Trust) , পরিনতিমূলক ট্রাস্ট একপ্রকার অব্যক্ত ট্রাস্ট;

আদালত (২) "আদালত" অর্থ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত;

আদালত বিনির্মিত ট্রাস্ট (৩) আদালত বিনির্মিত ট্রাস্ট (Constructive Trust) অর্থ আইনী কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত ট্রাস্ট যাহা আদালতের ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ দ্বারা অথবা পক্ষগণের কার্যক্রম বা বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশ্লেষন (construe) পূর্বক আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা উদ্ভূত বা উদঘাটিত, এই আইনের ৭০(১) হইতে ৭০(৪) এবং ৭১ (১), (৫) হইতে ৭১ (৮) ধারায় উল্লিখিত বিধানসমূহ বিনির্মিত ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট।

উপদেষ্টা পরিষদ (৪) " উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ৭৬ ধারা এর অধীনে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

ট্রাস্ট কমিশন (৫) "ট্রাস্ট কমিশন" অর্থ এই আইনের ১০৪ ধারায় গঠিত জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন;

চেয়ারপারসন (৬)"চেয়ারপারসন" অর্থ এই আইনের ৭৯ ধারায় বর্ণিত বোর্ডের চেয়ারপারসন;

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট (৭) "জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট" অর্থ সেই সকল সার্বজনিক ট্রাস্ট যাহা জনসাধারন বা ইহার একটি শ্রেণির কল্যানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা বা গঠন করা হইয়াছে এবং যাহার উদ্দেশ্যসমূহ ৯৩ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে, তবে উদ্দেশ্যের অনিশ্চয়তার জন্য জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট ব্যর্থ হইবে না;

ট্রাস্ট (৮) "ট্রাস্ট" অর্থ সম্পত্তির মালিকানার সহিত সম্পৃক্ত আইনী বাধ্যবাধকতা যাহা সম্পত্তির মালিক কর্তৃক অর্পিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীত

অথবা অন্যের কল্যাণের জন্য বা অন্যের সঙ্গে বা নিজের পরিবারের কল্যাণের জন্য মালিক কর্তৃক ঘোষিত ও গৃহীত বলিয়া গণ্য হয়;

"ট্রাস্টি" (৯) "ট্রাস্টি" অর্থ এমন ব্যক্তি বা বোর্ড যিনি বা যাহাদের উপর ট্রাস্ট পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে;

"ট্রাস্টকারী" (১০) "ট্রাস্টকারী" অর্থ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা সরকার বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে কোনো প্রতিষ্ঠান, যিনি বা যাহারা ট্রাস্ট-দলিলের মাধ্যমে ট্রাস্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ট্রাস্টির উপর আস্থা (confidence) স্থাপন বা আস্থা ঘোষণা পূর্বক ট্রাস্ট সৃষ্টি করেন, যদি একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টকারী হন, সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তিতে তাহার অংশ অনুপাতে ট্রাস্টকারী হইবে;

''ট্রাস্ট দলিল" (১১) ''ট্রাস্ট-দলিল" অর্থ যে দলিল দ্বারা 'ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়;

''ট্রাস্ট সম্পত্তি" বা 'ট্রাস্ট'' (১২) ''ট্রাস্ট সম্পত্তি" বা 'ট্রাস্ট' অর্থ ট্রাস্টের বিষয়বস্তু;

''তহবিল" (১৩) ''তহবিল" অর্থ ট্রাস্টের তহবিল;

"নোটিশ" (১৪) "নোটিশ" অর্থ কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি পাইয়াছে বলিতে কোন ঘটনা যখন সে প্রকৃতপক্ষে অবগত হয় অথবা জানিবার জন্য যে তদন্ত বা অনুসন্ধান করা তাহার উচিত ছিল তাহা হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকিয়াছে অথবা বড় ধরণের অবহেলা না করিলে সে তাহা জানিতে পারিত অথবা **চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ৯ নং আইন)** এর ২২৯ ধারায় উল্লিখিত ঘটনার আওতায় ঘটনা সর্ম্পকিত তথ্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহার প্রতিনিধি তাহা গ্রহণ করিয়াছে;

"নির্ধারিত" (১৫) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

"প্রবিধান" (১৬) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রনীত প্রবিধান;

পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (১৭) পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (Resulting trust) অর্থ যেইক্ষেত্রে আইনের প্রভাবে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অব্যক্ত কিন্তু অনুমিত অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত ট্রাস্টকারী বা তার বৈধ প্রতিনিধির নিকট ফেরত আসে, সেইক্ষেত্রে পরিনতিমূলক ট্রাস্ট সৃষ্টি হয়, এই আইনের ৭১ (২) হইতে ৭১ (৪) ধারায় উল্লিখিত বিধানসমূহ পরিণতিমূলক ট্রাস্ট (Resulting trust) সংশ্লিষ্ট;

পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট **(১৮)** পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট অর্থ যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তাহার নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নিজ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে বা হিতার্থে ট্রাস্ট গঠন করে সেই ধরণের ট্রাস্ট এবং উক্ত সম্পত্তি, ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসাবে গন্য হইবে;

নিবন্ধন (১৯) "নিবন্ধন" অর্থ এই আইনের ৩ (২) ধারা এর অধীনে কৃত নিবন্ধন;

নিবন্ধিত সংগঠন (২০) "নিবন্ধিত সংগঠন" অর্থ ৮৫ ধারা এর অধীনে নিবন্ধিত কোনো সংগঠন;

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (২১) "মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক" অর্থ বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের আওতায় গঠিত মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

"ব্যক্তি" (২২)"ব্যক্তি" অর্থ স্বাভাবিক (natural person) ও আইনগত ব্যাক্তি (juristic person);

ব্যক্তি উদ্যোগ মূলক ট্রাস্ট (২৩) "ব্যক্তি উদ্যোগ মূলক ট্রাস্ট " (Private Trust) অর্থ সেই ট্রাস্ট যাহা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি বা সৃজিত হয়, অর্থাৎ, মূলত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, পরিবার বা বিশেষ মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট ট্রাস্ট, যেমন: যখন কোনো ব্যক্তি উইল বা দলিলের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট গঠন করে যে, ট্রাস্ট সম্পত্তির সুবিধাভোগী হইবে তার নিজস্ব

পরিবারের সদস্য ও সুনির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারীগণ, তবে যেইক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ট্রাস্টের সুবিধাভোগীগণ কে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না, সেইক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টতার অভাবে ট্রাস্টটি ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে;

ব্যক্ত ট্রাস্ট (২৪) "ব্যক্ত ট্রাস্ট'' (Express Trust) অর্থ ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা নিজ সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের কল্যাণের জন্য অপর কোনো ব্যক্তির উপর অর্পণ করে অথবা ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে, ট্রাস্ট সৃষ্টির অভিপ্রায় সরাসরি প্রকাশ পূর্বক, একটি দলিলে বা তাহার মৌখিক বিবৃতি অনুযায়ী গঠিত ট্রাস্ট;

"বোর্ড" (২৫)"বোর্ড" অর্থ এই আইনের ৭৮ ধারা এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

"বিধি" (২৬) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

"ব্যবস্থাপনা পরিচালক" (২৭) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ ৮৯ ধারার অধীন নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

" বিশ্বাস ভঙ্গ " (২৮) " বিশ্বাস ভঙ্গ " (breach of trust) অর্থ সংশ্লিষ্ট সময়ে প্রচলিত কোন আইন দ্বারা ট্রাস্টির উপর আরোপিত কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য লঙ্ঘন;

"রেজিস্টিকৃত" (২৯) "রেজিস্টিকৃত" অর্থ এই আইনের বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে সংশ্লিষ্ট সময় প্রচলিত আইনের অধীনে দলিল রেজিস্ট্রেশন;

"সম্পত্তি" (৩০)"সম্পত্তি" (asset) অর্থ স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব বা অংশ;

" সুবিধাভোগী" (৩১)" সুবিধাভোগী" অর্থ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাহাদের কল্যানের জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হইয়াছে ;

সুবিধাভোগীর স্বত্ব বা (৩২) ''সুবিধাভোগীর স্বত্ব বা স্বার্থ" হইল ট্রাস্ট সম্পত্তির উপর

স্বার্থ সুবিধাভোগীর অধিকার;

সার্বজনিক ট্রাস্ট (৩৩) "সার্বজনিক ট্রাস্ট (Public Trust)" অর্থ সেই ট্রাস্ট যাহা সর্বসাধারন বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত কোনো শ্রেণীর কল্যাণের জন্য সৃষ্টি বা গঠিত হইয়াছে;

কমিশন সদস্য (৩৪) "সদস্য" অর্থ ট্রাস্ট কমিশনের কোনো সদস্য;

"বোর্ড সদস্য (৩৫) "বোর্ড সদস্য" অর্থ চেয়ারপারসনসহ বোর্ডের যে কোন সদস্য;

সরকার (৩৬) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

আইন সম্মত উদ্দেশ্য ৩। (১) যে কোন আইন সম্মত উদ্দেশ্য পূরনকল্পে ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে ;

(২) প্রতিটি ট্রাস্ট, ট্রাস্ট কমিশনে নিবন্ধিত হইবে;

(৩) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য আইনসম্মত হইবে, যদি না তাহা:

(ক) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়, কিংবা

(খ) এমন প্রকৃতির হয় যে, অনুমোদন দেওয়া হইলে অন্য কোন আইনের বিধানকে লঙ্ঘন করিবে, কিংবা

(গ) প্রতারণামূলক হয়, কিংবা

(ঘ) অন্যের শারীরিক ক্ষতি বা সম্পত্তির ক্ষতি করে বা ক্ষতির সহিত জড়িত থাকে, বা

(ঙ) অনৈতিক বা জননীতির (Public Policy) পরিপন্থী বলিয়া আদালত মনে করে;

(৪) আইনসম্মত নহে এমন প্রত্যেকটি ট্রাস্ট বাতিল বলিয়া গন্য হইবে, এবং যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট দুইটি উদ্দেশ্যে করা হয় সেইক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে যদি একটি উদ্দেশ্য আইনসম্মত এবং অপরটি আইনসম্মত না হয় এবং উদ্দেশ্য দুইটিকে যদি পরস্পর হইতে পৃথক করা কোনভাবেই সম্ভব না হয় তাহা হইলে সমগ্র ট্রাস্টই বাতিল বলিয়া গন্য হইবে;

ব্যাখ্যা- এই ধারায় বর্ণিত আইন বলিতে ট্রাস্ট সম্পত্তি যদি স্থাবর হয়, এবং ইহা যদি বিদেশে অবস্থিত হয় তাহা হইলে সেই দেশের আইনের এখতিয়ারভুক্ত হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট

৪। (১) ট্রাস্টকারী বা ট্রাস্টি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত দলিল না হইলে; অথবা ট্রাস্টকারী বা ট্রাস্টির উইল দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ট্রাস্ট বৈধ হইবে না;

অস্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট

(২) উপরে বর্নিত ১ উপধারায় উল্লিখিত ভাবে কোন ট্রাস্টপ্রতিষ্ঠা করা না হইলে অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ট্রাস্টির বরাবর হস্তান্তর করা না হইলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন ট্রাস্ট বৈধ হইবে না;

(৩) প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই ধারার বিধান প্রয়োগ করা হইলে তাহা কার্যকর হইবে না।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

৫। উপরে বর্নিত ৪ ধারার বিধান সাপেক্ষে ট্রাস্টকারী যখন ট্রাস্ট সম্পত্তি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তার সহিত কোন কথা বা কাজের দ্বারা নির্দেশ প্রদান করে এবং

(ক) তাহার পক্ষ হইতে ট্রাস্ট সৃষ্টির ইচ্ছা,

(খ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য,

(গ) সুবিধাভোগী এবং

(ঘ) ট্রাস্টি বরাবর ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করে (যদি না উইলের মাধ্যমে ট্রাস্ট ঘোষণা করা হয় অথবা ট্রাস্টকারী নিজেই ট্রাস্টি না হয়) ;

তখনই ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা হইবে।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারী

৬। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে-

(ক) সরকার দ্বারা,

(খ) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা,

(গ) কোম্পানী আইন বা অন্য কোনো আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা,

(ঘ) চুক্তি করিবার যোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা এবং

(ঙ) কোনো নাবালকের দ্বারা বা তাহাদের পক্ষে পারিবারিক আদালত বা এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজ আদালতের অনুমতি দ্বারা;

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে ঐ সময় প্রচলিত আইন যাহার দ্বারা ট্রাস্টকারী ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে সেই আইনের অধীন হইবে।

ট্রাস্টের বিষয়বস্তু

৭। ট্রাস্টের বিষয়বস্তু অবশ্যই সুবিধাভোগীর নিকট হস্তান্তরযোগ্য কোন সম্পত্তি হইতে হইবে।

সুবিধাভোগী ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠী

৮। (১) যে সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইতে সক্ষম তাহারাই ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টে (Public Trust) সুবিধাভোগী হইতে পারিবে;

দাবি পরিত্যাগ

(২) ট্রাস্টি বরাবর লিখিতভাবে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টে প্রস্তাবিত সুবিধাভোগী তাহার সুবিধাদি পরিত্যাগ করিতে পারিবে; অথবা উক্ত ট্রাস্ট সম্পর্কে অবহিত হইবার পর ট্রাস্ট সম্পত্তিতে নিজের পৃথক দাবী উত্থাপন

করিলে সুবিধাভোগী হিসেবে তাহার দাবী পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

ট্রাস্টি

৯। (১) স্বয়মধিকারী (sui juris) প্রত্যেক ব্যক্তি বা ট্রাস্টি বোর্ড ট্রাস্টি হইতে পারে;

ট্রাস্ট গ্রহণ ইচ্ছাধীন
ট্রাস্ট গ্রহণ

(২) ট্রাস্ট এ অংশগ্রহণ করা বা না করা প্রস্তাবিত ট্রাস্টির ইচ্ছাধীন হইবে;

(৩) কোন ব্যাক্তির কথা বা কাজের দ্বারা তাহার ট্রাস্টি হইবার যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা (reasonasonable certainties) পাওয়া গেলে তিনি ট্রাস্টি হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে;

ট্রাস্টের দাবী পরিত্যাগ

(৪) যেইক্ষেত্রে সম্ভাব্য ট্রাস্টি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ট্রাস্টি হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পত্তি তাহার উপর ন্যস্ত হইবে না;

একাধিক ট্রাস্টী

(৫) একাধিক সহযোগী ট্রাস্টির মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি ট্রাস্টি হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ট্রাস্ট সৃষ্টির তারিখ হইতে ট্রাস্টি হইয়াছেন বলিয়া গন্য হইবে এবং তাহার বা তাহাদের উপর ট্রাস্ট সম্পত্তি ন্যাস্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ট্রাস্ট বাস্তবায়ন

১০। (১) সকল প্রকার ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকালে ট্রাস্টকারীর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ট্রাস্টি বাধ্য থাকিবে;

(২) ট্রাস্ট দলিল বা ট্রাস্টকারীর কোনো শর্ত বা নির্দেশ অস্পষ্ট, অবাস্তব, অবৈধ বা সুবিধাভোগীর জন্য দৃশ্যতঃ ক্ষতিকর হইলে ট্রাস্টি কমিশনের নির্দেশনা গ্রহণ করত: অগ্রসর হইবে।

উদ্দেশ্য পরিবর্তন সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে

১১। (১) সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে কমিশনারের অনুমোদন গ্রহন পূর্বক ট্রাস্টকারী মূল ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিতে পারিবে;

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে

(২) (ক) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে স্বয়মধিকারী (sui juris) সুবিধাভোগীর সম্মতিতে উক্ত নির্দেশনা ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা যাইতে পারে;

(খ) সুবিধাভোগী, স্বয়মধিকারী (sui juris) ব্যক্তি না হইলে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরনকল্পে তাহার পক্ষে ট্রাস্ট কমিশন সম্মতি প্রদান করিতে পারিবে।

ট্রাস্ট সম্পত্তির অবস্থা অবহিত

১২। ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রকৃতি ও সম্যক অবস্থা সম্পর্কে ট্রাস্টি অবিলম্বে অবহিত হইবে, প্রয়োজন হইলে ট্রাস্ট-সম্পত্তির নিয়ন্ত্রন নিজে গ্রহণ করিতে এবং (ট্রাস্ট দলিলের বিধানসাপেক্ষে) অপর্যাপ্ত বা অনিশ্চিত জামানতের উপর বিনিয়োগকৃত ট্রাস্টের অর্থ নিজের নিয়ন্ত্রনে লইবে।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল রক্ষা

১৩। ট্রাস্ট সম্পত্তি সংরক্ষন, স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মোকদ্দমা চালাইতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এবং (ট্রাস্ট দলিলের বিধান সাপেক্ষে) ট্রাস্ট-সম্পত্তির প্রকৃতি, পরিমাণ অথবা মূল্যমান অনুযায়ী তাহা সংরক্ষণের জন্য যেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত, ট্রাস্টি কে তাহা করিতে হইবে।

সুবিধাভোগীর প্রতিকূল স্বত্ব

১৪। সুবিধাভোগীর স্বার্থের প্রতিকূল কোন স্বত্ব বাসংগঠন প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠা করিতে, ট্রাস্টি নিজে বা অন্য কাহাকেও কোনভাবেই সহায়তা করিবে না।

ট্রাস্ট-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ

১৫। একজন সাধারণ প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষ, যেইরূপভাবে তাহার নিজের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে, একজন ট্রাস্টিও সেইরূপভাবে ট্রাস্ট-সম্পত্তি

রক্ষণাবেক্ষণকরিবে ; তবে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে ট্রাস্ট-সম্পত্তির ক্ষতি, ধ্বংস বা অবনতির জন্য ট্রাস্টি সাধারনভাবে দায়ী হইবে না।

সম্পত্তির রূপান্তর

১৬। যেই ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একাধিক ব্যক্তির (several persons in succession) কল্যাণের জন্য ক্ষয়িষ্ণু ও পঁচনশীল প্রকৃতির বা ভবিষ্যৎ বা প্রত্যাবর্তিত স্বত্ব/স্বার্থ (reversionary interest) সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-দলিল হইতে ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় অনুমিত না হইলে ট্রাস্টি ঐ সম্পত্তিকে স্থায়ী এবং অবিলম্বে লাভজনক সম্পদে রূপান্তর করিবে।

নিরপেক্ষতা

১৭। (১) যেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর সংখ্যা একাধিক সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অবশ্যই কোন একজনকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করিবে না;

(২) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টির স্বীয় বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা (discretionary power) রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে যুক্তিসংগত এবং সরল বিশ্বাসে (good faith) ট্রাস্টি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

অপচয় নিবারণ

১৮। যেইক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কল্যানের জন্য ট্রাস্ট সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে একজন ট্রাস্ট-সম্পত্তির দখলে থাকার সময় সে যদি ট্রাস্ট-সম্পত্তির জন্য ধ্বংসাত্মক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিকর কোন কাজ করে বা করিবার হুমকি দেয়, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে এইরূপ কাজ প্রতিহত করিবার জন্য ট্রাস্টি অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

হিসাবরক্ষণ ও তথ্য প্রদান

১৯। ট্রাস্টি ট্রাস্ট-সম্পত্তির স্পষ্ট এবং যথার্থ হিসাব রাখিবে:

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের (Private

(১)(ক) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের (Private Trust) ক্ষেত্রে

Trust) ক্ষেত্রে

ট্রাস্টিসুবিধাভোগীগণের অনুরোধক্রমে সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে ট্রাস্ট তহবিলের পরিমাণ এবং সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ এবং যথাযথ তথ্য প্রদান করিবে; এবং

(খ) প্রতি অর্থ বছর সমাপ্ত হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ট্রাস্টের বাৎসরিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় ট্রাস্ট কমিশনে দাখিল করিবে;

সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে

(২)(ক) সার্বজনিক ট্রাস্টের (Public Trust) ক্ষেত্রে ট্রাস্টি যথাযথ ভাবে হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

(খ) মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং উক্ত নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি ট্রাস্টি, সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবে;

(গ) (২)(খ) উপ-ধারা এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবে এবং বোর্ডের কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ট্রাস্টের অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রয়োজনবোধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;

(ঘ) (২)(খ) উপ-ধারা এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও ((Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত) একজন চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে;

(ঙ) (২)(ঘ) উপ-ধারা এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউনটেন্ট

এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবে।

ট্রাস্ট অর্থের বিনিয়োগ

২০। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইতেছে নগদ অর্থ, তাহা ট্রাস্ট দলিলে বর্নিত নির্দেশনা অনুসারে ট্রাস্টি, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যবহার করিবে, তবে যাহা অবিলম্বে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, ট্রাস্টি সেই অর্থ (ট্রাস্ট দলিলে উল্লিখিত কোন নির্দেশ সাপেক্ষে) কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়োগ করিতে পারিবে:-

(ক) প্রমিজরি নোট, ডিবেঞ্চার, স্টক বা অন্যান্য সরকারি জামানত সমূহে,

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পূর্ণ এবং শর্তহীনভাবে নিশ্চয়তা প্রদানকৃত জামানত এবং তদুপরি লভ্যাংশ (সুদ)সরকারি জামানত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) কোম্পানীর স্টক বা ডিবেঞ্চার বা শেয়ার এবং তাহার উপর লভ্যাংশ (সুদ),যাহা সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদানকৃত;

(গ) বাংলাদেশের কোন আইনের অধীন অথবা কোন পৌর কর্তৃপক্ষ অথবা পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ অথবা নগর উন্নয়ন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য জামানত সমূহ ;

(ঘ) বাংলাদেশে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির উপর;

তবে ইজারা প্রদত্ত এবং বন্ধকী সম্পত্তিতে ট্রাস্টেও অর্থ বিনিয়োগ করা যাইবে না;অথবা,

(ঙ) ট্রাস্ট দলিলের ব্যক্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, যদি থাকে, অন্য যে কোন জামানতের উপর,

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের (Private Trust) ক্ষেত্রে যেইখানে চুক্তি সম্পাদনের করিবার যোগ্য সুবিধাভোগী ব্যক্তি রহিয়াছে এবং যিনি জীবনস্বত্বে ট্রাস্ট-সম্পত্তির আয় গ্রহণের অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই

সকল ক্ষেত্রে অথবা কোন বৃহত্তর সম্পত্তির ক্ষেত্রে, তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত (গ) (ঘ) এবং (ঙ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বা উল্লিখিত কোন জামানতের উপর বিনিয়োগ করা যাইবে না।

নগদ অর্থে পরিবর্তনযোগ্য স্টক ক্রয়ের ক্ষমতা

২১। (১) ভবিষ্যতে বিক্রিত মূল্যের অধিক হইতে হইবে এইরূপ সিকিউরিটিজে (securities) একজন ট্রাস্টি, নগদ অর্থে বিক্রয়যোগ্য বা পরিবর্তনযোগ্য স্টক (Redeemable Stock) ক্রয়ে, বিনিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) বিক্রয়যোগ্য কোন স্টক, তহবিল (fund), সিকিউরিটি ক্রয়মূল্যের অধিক মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত ট্রাস্টি ধরিয়া রাখিতে পারিবে।

কোম্পানি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ

২২। (১) যেইক্ষেত্রে নগদ অর্থই ট্রাস্ট সম্পত্তি, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে ;

(২) ইতোপূর্বে ২০(ঙ) ধারার আওতায় বিনিয়োগ করা হইয়া থাকিলে উক্ত অর্থ আনুপাতিক হারে (১) উপধারা অনুসারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ বাদ যাইবে;

(৩) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট (Private Trust) প্রতিষ্ঠাকারীর ক্ষেত্রে এই ধারার ১ ও ২ উপধারায় বর্নিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

রাষ্ট্রায়াত্ব তফশিলি ব্যাংকে জমা

২৩। ট্রাস্ট অর্থের পরিমান যদি অনুর্ধ্ব ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হয়, তাহা হইলে ২০ ধারায় বর্নিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না, এবং উক্ত অর্থ রাষ্ট্রায়াত্ব তফশিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

ট্রাস্টিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয়েরনির্দেশ

২৪। ব্যক্তি উদ্যোগমূলক (Private Trust) ট্রাস্টের ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়ের নির্দেশ থাকে, কিন্তু ট্রাস্টি উক্ত সময়

মধ্যে উহা বিক্রয় করিতে অপারগ হয়, তবে ট্রাস্ট কমিশন হইতে সময় বৃদ্ধির অনুমোদন লইতে হইবে এবং বিলম্বে বিক্রয়ের কারনে সুবিধাভোগীর কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহা প্রমানের দায়িত্ব ট্রাস্টির উপর বর্তাইবে।

বিশ্বাস ভঙ্গের দায়

২৫। (১) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি কর্তৃক কোন বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি সুদসহ ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা সুবিধাভোগীর ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকিবে;

(২) ট্রাস্টি যদি ট্রাস্ট সম্পত্তির একাংশের বিশ্বাস ভঙ্গজনিত ক্ষতির জন্য দায়ী হয়,তবে তিনি উক্ত সম্পত্তির অপর অংশে পৃথক বিশ্বাস ভঙ্গজনিত কারনে, অর্জিত লাভের সহিত, প্রথম বিশ্বাসভঙ্গের কারনে সৃষ্ট ক্ষতির সহিত সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে না।

পূর্ববর্তী ট্রাস্টির ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব

২৬। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে সে তাহার পূর্ববর্তী ট্রাস্টির কাজ বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী নহে।

সহ- ট্রাস্টির ব্যর্থতার দায়

২৭। (১) ১৩ ও ১৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে একজন ট্রাস্টি তাহার সহ-ট্রাস্টির বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য সাধারনভাবে দায়ী নহেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্ট-দলিলে ভিন্নরূপ কোন সুস্পষ্ট ঘোষনা না থাকিলে উক্ত ট্রাস্টি নিম্নলিখিত কাজের জন্য দায়ী হইবে-

(ক) ট্রাস্টি যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তির যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হইয়া তাহার সহ- ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তর করিয়াছে ,

(খ) ট্রাস্টি যেইক্ষেত্রে তাহার সহ- ট্রাস্টিকে ট্রাস্ট-সম্পত্তি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছে কিন্তু সহ ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপযুক্ত তদারকি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুক্তিসঙ্গত সময়ের অধিক সময় তাহার তত্ত্বাবধানে রাখিতে দিয়াছে,

(গ) যেইক্ষেত্রে সহ-ট্রাস্টির বিশ্বাস ভঙ্গ অথবা তদ্রুপ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তাহা গোপন রাখিয়াছে অথবা এ সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে,

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সহ- ট্রাস্টি, ট্রাস্ট-সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন রসিদে যৌথ স্বাক্ষর প্রদান করিলেও যদি প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় যে, সে নিজে উহা গ্রহণ করে নাই বা গ্রহণ করিবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না, বা উক্তরূপ গ্রহণে স্বক্রিয়ভাবে সহায়তা করে নাই, সেইক্ষেত্রে কেবল তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে এ কারনেই তাহার সহ-ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট সম্পত্তির ক্ষতি বা অপব্যবহরের জন্য সে জবাবদিহি করিবে না।

সহ-ট্রাস্টিদের পৃথক দায়-দায়িত্ব

২৮। (১) যেইক্ষেত্রে সহ-ট্রাস্টিগণ যৌথভাবে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, অথবা যেইক্ষেত্রে একজন সহ- ট্রাস্টির অবহেলার কারনে অপর সহ- ট্রাস্টি বিশ্বাসভঙ্গ করিতে সক্ষমহয়; সেইক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে দায়বদ্ধ থাকিবে;

সহ- ট্রাস্টিদের দায়ের পরিমাণ অনুসারে দায়িত্ব

(২) ট্রাস্টিদের নিজেদের মধ্যে যদি একজনের দায় অপেক্ষাকৃত লঘু হয় এবং তাহাকে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়; সেইক্ষেত্রে লঘু দায়ে অভিযুক্ত ট্রাস্টি অপর ট্রাস্টি অথবা তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে তাহার দ্বারা গৃহীত সম্পদের পরিমানের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিতে পারে; এবং সকলেই যদি সমানভাবে দায়ী হয় এবং যে কোন এক বা একাধিক ট্রাস্টিকে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহা হইলে সে বা তাহারা অন্য জনকে তাহাদের অংশ প্রদানে বাধ্য করিতে পারিবে;

(৩) এই ধারার কোন কিছুই প্রতারনার দায়ে অপরাধী সাব্যাস্ত কোন ট্রাস্টিকে ক্ষতিপূরন আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করে না।

ট্রাস্টির নির্দায়

২৯। যখন কোন সুবিধাভোগীর স্বত্ব-স্বার্থ (interest) অন্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয় এবং ট্রাস্টি যদি এইরূপ ন্যস্ত হইবার বিষয়ে অনবগত থাকে, সেইক্ষেত্রে ঐরূপ ন্যস্ত হইবার পূর্বে, যে ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্ট সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী ছিল তাহাকে পরিশোধ বা হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ পরিশোধ বা হস্তান্তরের জন্য ট্রাস্টি দায়ী হইবে না।

সরকার কর্তৃক সুবিধাভোগীর স্বার্থ বাজেয়াপ্ত হইবার ক্ষেত্রে ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব

৩০। যখন সুবিধাভোগীর স্বত্ব-স্বার্থ বাজেয়াপ্ত বা আইনানুগভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হয়; তখন ট্রাস্টি সরকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তাহা ধারন করিবে।

ট্রাস্টিগণের দায়মুক্তি

৩১। ট্রাস্টিগণ প্রত্যেকে পৃথকভাবে, ট্রাস্ট দলিল এবং ২৫ ও ২৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে প্রকৃতপক্ষে যে সকল অর্থ, স্টক, তহবিল ও জামানত যথাক্রমে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী থাকিবে; তবে তাহারা একজন আরেকজনের জন্য অথবা যে সকল ব্যাংকার, ব্রোকার বা অন্য ব্যক্তি যাহাদের দায়িত্বে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ন্যাস্ত ছিল বা কোন স্টকতহবিল বা সিকিউরিটিজের অপর্যাপ্ততা বা ঘাটতির অথবা অন্য কোন অনিচ্ছাকৃত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
ট্রাস্টির অধিকার ও ক্ষমতা

স্বত্বের দলিল হেফাজতে রাখিবার অধিকার

৩২। ট্রাস্ট-দলিল এবং ট্রাস্ট-সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল দলিল (যদি থাকে) ট্রাস্টি তাহার নিজ হেফাজতে রাখিবার অধিকারী।

ব্যয়কৃত অর্থ

৩৩। (১) প্রত্যেক ট্রাস্টি, ট্রাস্ট নির্বাহ করিবার জন্য অথবা ট্রাস্ট-সম্পত্তি আদায় ও উদ্ধার বা সংরক্ষণ অথবা কল্যানের জন্য অথবা সুবিধাভোগী কে রক্ষা বা সাহায্যের জন্য, যে সকল ব্যয় সম্পাদন করিয়াছে তাহা ট্রাস্ট সম্পত্তি

হইতে নিজে ফেরত লইতে পারিবে অথবা এ সংক্রান্ত খরচ-খরচাদি পরিশোধ করিতে পারিবে;

(২) এইরূপ ব্যয়বাবদ কোন অর্থ যদি ট্রাস্টি নিজ তহবিল হইতে প্রদান করে,তবে উক্তরূপ ব্যয় ট্রাস্ট-সম্পত্তির উপর প্রথম দাবী (charge) হিসাবে গন্য হইবে ;

কিন্তু এইরূপ দাবী (charge) ট্রাস্টি ট্রাস্ট-কমিশনের অনুমোদনক্রমে নির্বাহ করা না হইলে ট্রাস্টি পূর্বতন অপরিশোধিত ব্যয় ও সুদ পরিশোধ ব্যতীত ট্রাস্ট-সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবে না;

(৩) ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইতে যদি পাওনা পরিশোধ সম্ভব না হয়,তবে ট্রাস্টি সুবিধাভোগীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুরোধে যে ব্যয় নির্বাহ করিয়াছে, সেই অর্থ সুবিধাভোগীর নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ফেরত পাইবার অধিকারী;

ভুলক্রমে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ

(৪) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি ভুলক্রমে সুবিধাভোগীকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তিতে সুবিধাভোগীর অংশ (interest) হইতে সে ফেরত লইতে পারে; যদি তাহাতে ঘাটতি পড়ে তবে ট্রাস্টি ঘাটতি পরিমান অর্থ সুবিধাভোগীর নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে ফেরত (reimburse) পাইবার অধিকারী হইবে।

বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে লাভবান ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়

৩৪। (১) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিশ্বাসভঙ্গ জনিত কারনে লাভবান হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যে পরিমান অর্থ উক্তরূপ বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থ ট্রাস্টিকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণবাবদ প্রদান করিবে; এবং যদি সে নিজেই সুবিধাভোগী হয় তাহা হইলে উক্ত অর্থের সমপরিমান অর্থ ট্রাস্টের উপর প্রাথমিক দায় হিসাবে গন্য হইবে;

(২) কোনো ট্রাস্টি যদি বিশ্বাসভঙ্গের জন্য প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়,তবে (এই ধারার কোন বিধান বলে) তাহাকে দায়মুক্তি (indemnity) দেওয়া যাইবে না।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ট্রাস্ট-কমিশনের মতামত গ্রহণ

৩৫। (১) ট্রাস্ট-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়,যাহা কোন কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে, বরং সংক্ষেপে নিষ্পত্তিযোগ্য, সেইরূপ কোন বিষয়ে মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা চাহিয়া ট্রাস্টি ট্রাস্ট কমিশনের নিকট লিখিত দরখাস্ত করিতে পারিবে;

(২) ট্রাস্ট-কমিশন যুক্তিসংগত মনে করিলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কে নোটিসসহ দরখাস্তের কপি জারি সাপেক্ষে শুনানির তারিখ ধার্য করিবে এবং ধার্য তারিখে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ শুনানিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবে;

(৩) ট্রাস্টি যদি দরখাস্তে প্রকৃত ঘটনাসরল বিশ্বাসে বিবৃত করিয়া থাকে এবং কমিশনের মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশ মোতাবেক কর্ম সম্পাদন করে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে করিয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।

হিসাব নিষ্পত্তি

৩৬। (১) সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তির পরিচালনার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইলে ট্রাস্টি ঐ সংক্রান্ত সকল হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করিবে এবং ট্রাস্ট-সম্পত্তি হইতে সুবিধাভোগীর অন্য কোনো পাওনা অবশিষ্ট না থাকিলে ট্রাস্ট-কমিশনের নিকট সকল হিসাবাদী দাখিল করিবে;

(২) (ক) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তির পরিচালনার দায়-দায়িত্ব সম্পুর্ন হইলে ট্রাস্টি ঐ সংক্রান্ত সকল হিসাব, পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করিবে এবং ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে সুবিধাভোগীর অন্যকোন পাওনা অবশিষ্ট না থাকিলে সুবিধাভোগী সেই মর্মে ট্রাস্টি বরাবর একটি লিখিত স্বীকৃতিপত্র

(acknowledgement) প্রদান করিবে,

(খ) হিসাব নিষ্পত্তি অন্তে ট্রাস্টি এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ট্রাস্ট-কমিশনে দাখিল করিবে।

ট্রাস্টির সাধারণ কর্তৃত্ব (authority)

৩৭। (১) এই আইন এবং ট্রাস্ট সংক্রান্ত দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং উক্ত আইন ও দলিলে আরোপিত বিধি নিষেধ, যদি থাকে, এবং এ আইনের ১৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে ট্রাস্ট-সম্পত্তি আদায়, সংরক্ষণ বা সুবিধাদি লাভের এবং চুক্তি করিতে অযোগ্য সুবিধাভোগীর রক্ষণাবেক্ষণ বা ভরণ-পোষণের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ সকল কাজ করিতে পারিবে;

(২) ট্রাস্ট-কমিশনের অনুমতি ব্যতীরেকে কোন ট্রাস্টি ২১ (একুশ) বৎসরের অধিক সময়ের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তির ইজারা প্রদান করিতে পারিবে না, অথবা যুক্তিসঙ্গত সর্বোচ্চ বার্ষিক ভাড়া সুনিশ্চিত না করিয়া ইজারা দেওয়া যাইবে না।

নিলাম বা চুক্তি মাধ্যমে বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (sell in lots)

৩৮। ট্রাস্ট-দলিলে প্রদত্ত শর্ত সাপেক্ষে ট্রাস্টি বিশেষ প্রয়োজনে নিলাম বা চুক্তির মাধ্যমে ট্রাস্ট সম্পত্তি বা ইহার অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি পূর্বেই গ্রহণ করিতে হইবে।

বিক্রয়, ক্রয় এবং পুনঃবিক্রয়ের ক্ষমতা

৩৯। (১) ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় একজন ট্রাস্টি:

ক. বিক্রয়-চুক্তি দলিলে যৌক্তিক শর্ত আরোপ করিতে পারিবে,

খ. যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী (যদি থাকে) পরিবর্তন অথবা বিক্রয় চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে,

গ.নিলাম দ্বারা বিক্রয়কৃত সম্পুর্ন সম্পত্তি বা ইহার অংশবিশেষ পূনরায় ক্রয়

করিতে পারিবে;

যৌক্তিক সময় মধ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়

(২) ট্রাস্টির প্রতি ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় বা বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা অন্য কোনো সম্পত্তি ক্রয়ের নির্দেশ থাকিলে, ঐ রূপ বিক্রয় বা ক্রয় যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

অর্পণ করিবার ক্ষমতা

৪০। ট্রাস্টি কর্তৃক বিক্রীত সম্পত্তি অর্পন করিবার বা প্রয়োজনমত অন্য কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

বিনিয়োগে পরিবর্তনের ক্ষমতা

৪১। ট্রাস্টি তাহার স্বীয় বিবেচনায় কোন ট্রাস্ট-সম্পত্তি ২০ ধারায় বর্ণিত বা উল্লিখিত কোনো জামানতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই ধরণের কোন বিনিয়োগ একই প্রকৃতির অপর কোন বিনিয়োগে ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে পরিবর্তন করিতে পারিবে,

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে চুক্তি করিবারযোগ্য কোন সুবিধাভোগী যদি তাহার জীবদ্দশায় ট্রাস্ট সম্পত্তির আয় গ্রহণ করিবার অধিকারী থাকে,অথবা যেইক্ষেত্রে অন্য আরো কোন বৃহত্তর সম্পত্তি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সুবিধাভোগীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে বিনিয়োগে কোনরূপ পরিবর্তন করা যাইবে না।

নাবালকের ভরণ-পোষণ

৪২। (১) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে নাবালকের কোন সম্পত্তি ট্রাস্ট হিসাবে যদি কোন ট্রাস্টির হাতে রক্ষিত থাকে; তবে উক্ত সম্পত্তি ট্রাস্টি তাহার বিবেচনা অনুসারে উক্ত নাবালকের অভিভাবকগণকে (যদি থাকে) প্রদান করিতে পারে অথবা ঐ সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত/উৎসারিত আয় যাহা উক্ত নাবালকের প্রাপ্য সেই আয় নাবালকের ভরণ-পোষণ অথবা শিক্ষা বা জীবনের মানোন্নয়নের জন্য অথবা তাহার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনার্থে অথবা তাহার বিবাহ অথবা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে খরচ করিতে

পারিবে;

(২) উপর্যুক্ত ভাবে নাবালকের জন্য ব্যয় অন্তে অবশিষ্টাংশ এই আইনের ২০ ধারায় বর্ণিত সিকিউরিটিজগুলিতে বিনিয়োগকরিয়া চক্রবৃদ্ধি হারে উদ্ভূত আয় উক্ত নাবালকের কল্যানার্থে একত্রে জমা করিয়া রাখিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এইরূপ জমাকৃত সঞ্চয়ের সমগ্র অংশ অথবা অংশবিশেষ এমনভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে যেন তাহা চলতি বৎসরের উদ্ভূত আয়েরই অংশ;

(৩) যেইক্ষেত্রে নাবালকের ভরণ-পোষণ বা শিক্ষা বা জীবনের মানোন্নয়ন অথবা ধর্মীয়আচার-অনুষ্ঠান পালন বা বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত আয় যদি অপর্যাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, ট্রাস্ট সম্পত্তি বা ইহার অংশবিশেষ এইরূপ ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, জীবনের মানোন্নয়ন বা অন্যান্য খরচের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

রসিদ প্রদানের ক্ষমতা

৪৩। কোন ট্রাস্টির নিকট প্রদানযোগ্য, হস্তান্তরযোগ্য বা অপর্ণযোগ্য কোন অর্থ,জামানত বা অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ট্রাস্টি তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে লিখিত রসিদ প্রদান করিতে পারিবে এবং যদি প্রতারণার কোন অভিযোগ না থাকে, তাহা হইলে, এইরূপ রসিদ অর্থ প্রদানকারী, সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণকারী কে দায় হইতে অব্যাহতি দিবে এবং উক্ত অর্থ, জামানত বা অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবহারের অথবা কোনরূপ ক্ষতি বা অপপ্রয়োগের জন্য তাহারা সাধারণভাবে দায়ী হইবে না।

আপোশ মীমাংসার ক্ষমতা

৪৪। (১) দুই বা ততোধিক ট্রাস্টি যৌথভাবে কর্ম সম্পাদনকালে যথোপযুক্ত

বিবেচনা করিলে তাহারা–

(ক) দাবিকৃত যে কোন ঋণ অথবা সম্পদের বিনিময়ে কোন সিকিউরিটি গ্রহন অথবা আপোষ চুক্তি করিতে পারিবে,

(খ) কোন ঋণ পরিশোধের জন্য যৌক্তিক কোন সময় অনুমোদন করিতে পারিবে,

(গ) ট্রাস্ট সম্পর্কিত যে কোনো ঋণ, লেনদেন নিষ্পত্তি, দাবি অথবা ট্রাস্ট সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে আপস, মীমাংসা, পরিত্যাগ অথবা মধ্যস্থতার জন্য পেশ বা অন্য কোন ভাবে তা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে, এবং

(ঘ) উপর্যুক্ত যে কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কাজ, চুক্তি,আপোষ বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দলিল সম্পাদন, বা অন্য যে কোন পদক্ষেপের কারনে ক্ষতি সাধিত হইলে তিনি বা তাহারা দায়ী থাকিবেন না;

(২) দুই বা ততোধিক ট্রাস্টির উপর অর্পিত ক্ষমতাবলী যদি ট্রাস্ট দলিল বলে কোন এক ট্রাস্টির উপর অর্পিত থাকে বা হয়, তাহা হইলে তিনি এই ধারায় বর্নিত উপর্যুক্ত ক্ষমতাগুলো প্রয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) ট্রাস্ট দলিলে অন্য কোনরূপ নির্দেশনা না থাকিলে এই ধারার বিধানাবলী দলিলের শর্তাবলী সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

একাধিক ট্রাস্টির মধ্যে একজনের অপারগতা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে কার্যক্রম

৪৫। যখন একাধিক (several) ট্রাস্টিকে কোন ট্রাস্ট সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব (authority) প্রদান করা হয় এবং তাহাদের মধ্যে যদি একজন অপারগতা প্রকাশ করে বা মৃত্যু বরণ করে, তবে দলিলের শর্তাবলী সাপেক্ষে অবশিষ্ট ট্রাস্টিগন তাহাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে ।

ডিক্রী দ্বারা ট্রাস্টির ক্ষমতা স্থগিত

৪৬। যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্ট কার্যকর করিবার জন্য কোন মামলায় ডিক্রী হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ ডিক্রীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ ব্যতীত অথবা যে

আদালত ডিক্রী প্রদান করিয়াছে, সেই আদালতের অনুমতি ব্যতীত অথবা ডিক্রীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপীল বিচারাধীন থাকে তাহা হইলে আপীল আদালতের অনুমতি ব্যতীত ট্রাস্টি তাহার কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
ট্রাস্টিগণের অক্ষমতা

ট্রাস্টির দায়িত্ব পরিত্যাগ

৪৭। যেইব্যক্তি ট্রাস্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি:

(ক) ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি, বা ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী যদি চুক্তি করিবার যোগ্য হন তবে তাহার সম্মতি, বা

(খ) ট্রাস্ট দলিলে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ব্যতিরেকে

তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক দায়িত্ব অর্পণ

৪৮। একজন ট্রাস্টি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেই তাহার সহ-ট্রাস্টি বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিতে পারিবে:

(ক) ট্রাস্ট-দলিলে যদি এইরূপ বিধান থাকে, বা

(খ) দায়িত্ব অর্পণ যদি দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজের অংশ হয়, বা

(গ) ট্রাস্টের স্বার্থে দায়িত্ব অর্পণ আবশ্যক হয়, বা

(ঘ) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী যদি চুক্তি করিবার যোগ্য হয় তবে তাহার সম্মতিক্রমে।

ব্যাখ্যা- অ্যাটর্নি বা প্রতিনিধি (proxy) নিয়োগ কেবল দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ সম্পর্কিত এবং ইহার সহিত কোন স্বাধীন বিবেচনা জড়িত থাকে না বলিয়া, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

সহ-ট্রাস্টিগণের যৌথভাবে কর্মসম্পাদন

৪৯। ট্রাস্ট-দলিলে ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে ট্রাস্ট বাস্তবায়নে সকল ট্রাস্টিগণ কে অবশ্যই একত্রে কাজ করিতে হইবে।

ট্রাস্টির স্বীয় বিবেচনামূলক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ

৫০। কোন ট্রাস্টি তাহার উপর অর্পিত স্বীয় বিবেচনামূলক ক্ষমতা যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং সরল বিশ্বাসে প্রয়োগ করিতে ব্যর্থ হয়, তবে ট্রাস্ট কমিশন, ট্রাস্টির এইরূপ ক্ষমতা-প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে ।

ট্রাস্টি তাহার কাজের জন্য পারিশ্রমিক দাবি করিতে পারে না

৫১। (১) ট্রাস্ট-দলিলে সুস্পষ্টভাবে কোন নির্দেশনা না থাকিলে অথবা ট্রাস্ট গ্রহণের সময় কমিশনের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকিলে, অথবা ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর সহিত সম্পাদিত ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকিলে, ট্রাস্ট কার্যকর করিবার নিমিত্ত শ্রম, মেধা এবং সময় প্রদানের বিনিময়ে ট্রাস্টি কোন পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না;

(২) এই ধারার কোন কিছুই কোন সরকারি ট্রাস্টি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, সরকারি কিউরেটর বা সার্টিফিকেট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ট্রাস্ট-সম্পত্তির অপব্যবহার

৫২। ট্রাস্টি তাহার নিজের লাভের জন্য বা ট্রাস্টের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে এমন কোন উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্ট-সম্পত্তি ক্রয় নিষিদ্ধ

৫৩। ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয় করা যে ট্রাস্টির দায়িত্ব সে নিজে বা ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাহার নিযুক্ত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহার নিজের জন্য বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে ঐ সম্পত্তি বা উহার কোন অংশ (interest) ক্রয় করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি কর্তৃক সুবিধাভোগীর সম্পত্তি ক্রয়

৫৪। (১) কোন ট্রাস্টি বা সাম্প্রতিককালে ট্রাস্টির দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি ব্যতীত ট্রাস্ট-সম্পত্তি বা ইহার কোন অংশের ক্রেতা, বন্ধক বা ইজারা গ্রহীতা হইতে পারিবে না এবং প্রস্তাবিত ক্রয়, বন্ধক বা ইজারা যদি দৃশ্যতঃই সুবিধাভোগীর পক্ষে কল্যানকর না হয় তাহা হইলে এইরূপ অনুমতি প্রদান করা হইবে না;

সম্পত্তি ক্রয়ের নিমিত্তে

ট্রাস্টি

(২) সুবিধাভোগীর জন্য নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তি ক্রয় বা বন্ধক বা ইজারা গ্রহণ করা যদি কোন ট্রাস্টির দায়িত্ব হয়, তবে সেই ট্রাস্টি নিজের জন্য উক্ত সম্পত্তি বা ইহার অংশ বিশেষ ক্রয়,বন্ধক বা ইজারা হিসাবে কখনও গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ট্রাস্টি বরাবর বিনিয়োগ নিষিদ্ধ

৫৫। ট্রাস্ট-অর্থ বন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানতের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত ট্রাস্টি বা সহ- ট্রাস্টি,কখনও নিজের বা সহ-ট্রাস্টির বরাবরে বন্ধক বা ব্যক্তিগত জামানত হিসাবে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুবিধাভোগীর অধিকার ও দায়িত্বসমূহ

ভাড়া ও মুনাফার অধিকার

৫৬। ট্রাস্ট-দলিলের শর্ত সাপেক্ষে ট্রাস্ট-সম্পত্তির ভাড়া (rent) এবং মুনাফা (profit) প্রাপ্তির অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে।

সুবিধাভোগীর স্বার্থ কার্যকর

৫৭। ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর অভিপ্রায় অনুসারে সুবিধাভোগীর স্বার্থ পরিপূর্নভাবে কার্যকর করাইয়া লইবার অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে।

ট্রাস্ট দলিল, হিসাব ইত্যাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি লওয়ার অধিকার

৫৮। ট্রাস্টি ও তাহার মাধ্যমে ট্রাস্ট সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীদার সকল ব্যক্তির নিকট হইতে একজন সুবিধাভোগীর ট্রাস্ট দলিল পরিদর্শন, এবং দলিলের কপি সংগ্রহ, উক্ত সম্পত্তির স্বত্ত্বের দলিল, সম্পত্তির হিসাব ও সংশ্লিষ্ট ভাউচার (যদি থাকে) পরিদর্শণ ও অনুলিপি প্রাপ্তির অধিকার রহিয়াছে।

ট্রাস্ট কার্যকর করিবার আবেদন

৫৯। যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি নিয়োজিত হয় নাই অথবা সকল ট্রাস্টি মৃত্যুবরন করিয়াছে, অথবা ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করিতে অসম্মত হয় অথবা দায়িত্ব পালন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে অথবা যেইক্ষেত্রে অন্য কোন

কারণে ট্রাস্টি কর্তৃক ট্রাস্টটি কার্যকর করা অবাস্তব বা কার্যকর করা অসম্ভব, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টটি কার্যকর করিবার জন্য সুবিধাভোগী ট্রাস্ট কমিশনের নিকট আবেদনকরিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট কমিশন যতদুর সম্ভব ট্রাস্টটি কার্যকর রাখিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

অসদুপায়ে ট্রাস্ট-সম্পত্তি অর্জন

৬০। যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অসৎ উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া পরবর্তীতে নিজেই ক্রয় করে, সেইক্ষেত্রে সেই সম্পত্তি পূনরায় ট্রাস্ট সম্পত্তিভুক্ত হইবে।

বিশ্বাসভঙ্গে জড়িত সুবিধাভোগীর দায়

৬১। (১) যেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগীগণের মধ্যে একজন-

(ক) বিশ্বাস-ভঙ্গ করিবার কাজে অংশগ্রহণ করে, অথবা

(খ) অন্য সুবিধাভোগীগণের সম্মতি ব্যতিরেকে বিশ্বাস-ভঙ্গ হইতে সুবিধা গ্রহণ করে, অথবা

(গ) বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিপ্রায় অথবা বিশ্বাস-ভঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য সুবিধাভোগীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যুক্তিসংগত সময় মধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, অথবা

(ঘ) ট্রাস্টিকে প্রতারণা করত তাহাকে বিশ্বাস-ভঙ্গ করিতে প্ররোচনা প্রদান,

এই সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীর সকল স্বার্থ জব্দ থাকিবে;

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি কোনো মহিলার কল্যাণের জন্য হস্তান্তর বা উইল করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে নিজের লাভজনক স্বার্থ হইতে যেন নিজেকে বঞ্চিত করিতে না পারে, সেইক্ষেত্রে এই ধারার কোন বিধানই ঐ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীর অধিকার

৬২। যেইক্ষেত্রে চুক্তি করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন এক বা একাধিক সুবিধাভোগী রহিয়াছে তাহারা যদি একই ধরণের ইচ্ছা পোষন করে বা ঐকমত্য পোষন

ও দায়-দায়িত্ব করে, সেইক্ষেত্রে :

দখল হস্তান্তর করিবার অধিকার (১) উক্ত সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগীগণ তাহার বা তাহাদের মনোনীত ব্যক্তির বরাবর ট্রাস্ট-সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অনুরোধ করিতে পারে;

ট্রাস্ট দলিল, হিসাব ইত্যাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি পাইবার অধিকার (২) ট্রাস্ট সম্পত্তির মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং ট্রাস্টি তাহার দায়িত্ব পালনার্থে যে সকল মতামত গ্রহন করিয়াছে তাহা দেখিবার এবং অনুলিপি পাইবার অধিকার সুবিধাভোগীর আছে;

লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তরের অধিকার (৩) প্রচলিত আইনানুসারে চুক্তি করিবার যোগ্য সুবিধাভোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং এখতিয়ার সাপেক্ষে ট্রাস্ট সম্পত্তিতে তাহার নিজের স্বত্ব-স্বার্থ (interest) হস্তান্তর করিতে পারে ;

উপযুক্ত ট্রাস্টি পাইবার অধিকার (৪) ট্রাস্ট দলিলের বিধান সাপেক্ষে, উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মারফৎ, ট্রাস্ট-সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষন, ধারণ এবং পরিচালনা করিবার অধিকার সুবিধাভোগীর রহিয়াছে:

তবে এই ধারার মর্ম অনুসারে যাহার স্বার্থের সহিত সুবিধাভোগীর স্বার্থ সাংঘর্ষিক, এমন ব্যক্তি ট্রাস্টি হইবার উপযুক্ত নহে;

কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করিবার অধিকার (৫) ট্রাস্টিকে তাহার দায়িত্বের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করাইতে বাধ্য করিতে এবং পরিকল্পিত বা সম্ভাব্য বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ হইতে তাহাকে সুবিধাভোগী নিবৃত্ত করিতে পারিবে;

অসৎ উদ্দেশ্যে ক্রয় (৬) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্টি অসৎ উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট-সম্পত্তি ক্রয় করে সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্রয় বেআইনী বলিয়া গন্য হইবে এবং সুবিধাভোগী ক্ষতিপূরনসহ উহা ফেরত পাইবার অধিকারী হইবে;

ট্রাস্ট-সম্পত্তি উদ্ধার (৭) (ক) যেইক্ষেত্রে (ট্রাস্টের সহিত অসংগতিপূর্ণ ভাবে) ট্রাস্ট-সম্পত্তি তৃতীয় ব্যক্তির হস্তগত হয়, সেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগী উক্ত সম্পত্তি আইনগতভাবে পূনরুদ্ধার করিতে পারিবে;

(খ) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট-সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাস্টি বা তাহার প্রতিনিধির নিকট থাকে সেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগী উক্ত সম্পত্তি আইনানুগভাবে উদ্ধার করিতে পারিবে;

একীভূত সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার

(৮) যেইখানে ট্রাস্টি অন্যায়ভাবে নিজের সম্পত্তির সহিত ট্রাস্ট-সম্পত্তি একীভূত করিয়াছে, সেইখানে পাওনা আদায়ের জন্য ট্রাস্ট-সম্পত্তি ও ট্রাস্টির নিজস্ব সম্পত্তি উভয়ের উপর সুবিধাভোগীর অধিকার সৃষ্টি হইবে;

অন্য ব্যবসায়ে অংশীদার এইরূপ ট্রাস্টি কর্তৃক অসদুপায়ে বিনিয়োগ

(৯) (ক) কোনো ব্যবসার অংশীদার যদি ট্রাস্টি হয় এবং অন্যায়ভাবে ট্রাস্ট-সম্পত্তি তাহার ব্যবসায়ে অথবা অংশীদারি কারবারে বিনিয়োগ করে, তবে ট্রাস্ট ভঙ্গের বিষয়ে অবগত নয়, এমন অপর অংশীদার ব্যক্তিগত ভাবে সুবিধাভোগীর নিকট দায়বদ্ধ হইবে না;

(খ) যেইক্ষেত্রে সকল অংশীদারগণ এইরূপ বেআইনী ট্রাস্ট ভঙ্গের বিষয়ে অবগত থাকে, সেইক্ষেত্রে সকল অংশীদারগণ একক ও যৌথভাবে বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য দায়ী থাকিবে;

হস্তান্তর গ্রহীতার অধিকার ও দায়-দায়িত্ব

(১০) যে ব্যক্তি কোনো সুবিধাভোগীর নিকট হইতে তাহার স্বত্ত্ব স্বার্থ গ্রহন করে, তিনি উক্ত গ্রহণের তারিখ হইতে তাহার উপর সুবিধাভোগীর অনুরূপ অধিকার ও দায়-দায়িত্ব বর্তাইবে।

সপ্তম অধ্যায়
ট্রাস্টির পদ শূন্য হওয়া

পদ শূন্য

৬৩। ট্রাস্টি মৃত্যুবরণ করিলে অথবা তাহাকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইলে ট্রাস্টির পদ শূন্য হয় ।

ট্রাস্টির অব্যাহতি

৬৪। কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্টিকে অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে-

(ক) ট্রাস্টের বিলোপ ,

(খ) ট্রাস্টের অধীনে তাহার কর্তব্য সমাপ্তি,

(গ) ট্রাস্ট-দলিল দ্বারা নির্ধারিত বিধান বা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া,

(ঘ) এই আইনের অধীনে তাহার স্থলে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ,

(ঙ)এই আইনের অধীনে ট্রাস্ট কমিশন বা আদালত কর্তৃক অব্যাহতি, অথবা

(চ) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে, ট্রাস্টির এবং সুবিধাভোগীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া অথবা যেইক্ষেত্রে একের অধিক সুবিধাভোগী রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগী চুক্তি করিবার যোগ্য হইলে তাহাদের সম্মতিক্রমে ।

অব্যাহতির আবেদন

৬৫। ১০ ধারার বিধানাবলী সত্ত্বেও প্রত্যেক ট্রাস্টি তাহার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ট্রাস্ট কমিশনে আবেদন করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টকমিশন যদি বিবেচনা করে যে এইরূপ অব্যাহতির স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে,সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টকমিশন তাহাকে তদ্রুপভাবে অব্যাহতি দিতে পারিবে এবং তাহার খরচপত্র ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে মিটাইবার নির্দেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে,অব্যাহতি প্রদানের যৌক্তিক কারন না থাকিলে কমিশন তাহার স্থলে একজন যোগ্য লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ

৬৬। (১) যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি :

ক.পদত্যাগ করে, অথবা

খ.তাহার মৃত্যু হয়, অথবা

গ. একটানা ছয়মাস বাংলাদেশে অনুপস্থিত থাকে, অথবা

ঘ. বিদেশে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করে, অথবা

ঙ. তাহাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, অথবা

চ. ট্রাস্ট কমিশন অথবা সংশ্লিষ্ট আদালতের বিবেচনায় সে যদি অযোগ্য হয়, অথবা

ছ. ট্রাস্টের কাজ করিতে ব্যক্তিগতভাবে অসমর্থ হইয়া পড়ে, অথবা

জ. অসংগতিপূর্ণ কোন ট্রাস্ট গ্রহণ করে;

সেইক্ষেত্রে (উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে) নিম্নলিখিতভাবে একজন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করা যাইতে পারে-

(ক) ট্রাস্ট দলিলে (যদি থাকে) উল্লিখিত কোন ব্যক্তি, অথবা

(খ) কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি,

(গ) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি না থাকে বা যদি এইরূপ ব্যক্তি কাজ করিতে অসমর্থ বা অস্বীকার করে, তাহা হইলে ট্রাস্টকারী যদি জীবিত থাকে এবং শারীরিক ও মানসিক ভাবে যদি সমর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে সে নিজে ট্রাস্টি হইতে পারিবে অথবা নিজে নিয়োগ দিতে পারিবে;

(২) এইরূপ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র লিখিত হইতে হইবে;

(৩) নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে একাধিক ট্রাস্টি নিয়োগ দেওয়া যাইতে পারে;

(৪) এই ধারার অধীনে আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে একজন অফিসিয়াল ট্রাস্টি নিয়োগ করা যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টির সংখ্যা ১(এক) জন হইবে।

ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে নিয়োগ

৬৭। (১) ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে যদি ট্রাস্টির পদ শূন্য হয় অথবা ৬৬ ধারার অধীনে নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ বাস্তব সম্মত নয়,সেইক্ষেত্রে সুবিধাভোগী ট্রাস্ট কমিশনের নিকট নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের আবেদন করিতে

পারিবে এবং কমিশন সেই অনুসারে একজন ট্রাস্টি বা নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করিতে পারিবে;

নতুন ট্রাস্টি নিযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলী

(২) নতুন ট্রাস্টি নিযুক্ত করিবার সময় ট্রাস্ট কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখিবে-

(ক) ট্রাস্ট দলিলে বর্নিত বা উহা হইতে অনুমিত ট্রাস্টকারীর ইচ্ছা,

(খ) নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি থাকিলে, তাহার মতামত,

(গ) নিয়োগটি ট্রাস্ট বাস্তবায়নে সহায়ক হইবে কিনা এবং

(ঘ) যেইক্ষেত্রে একাধিক সুবিধাভোগী রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে সকল সুবিধাভোগীর স্বার্থ বিবেচনা।

নতুন ট্রাস্টি বরাবর ট্রাস্ট সম্পত্তি অর্পণ

৬৮। (১) যখনই ৬৬ ধারার অধীন কোন নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ করা হইবে, তখনই অব্যাহত ট্রাস্টি বা তাদের আইনানুগ প্রতিনিধিগণের উপর অর্পিত সম্পত্তি, নিযুক্ত নতুন ট্রাস্টির উপর যৌথভাবে বা এককভাবে অর্পিত হইবে;

অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে থাকা নতুন ট্রাস্টির ক্ষমতা

(২) এই আইন পাস হইবার পূর্বে বা পরে এইরূপভাবে নিযুক্ত প্রত্যেক নতুন ট্রাস্টি এবং আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ট্রাস্টির একই রকম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা থাকিবে এবং সকল ক্ষেত্রে ট্রাস্টকারী কর্তৃক মনোনীত ট্রাস্টির মত কাজ করিবে।

ট্রাস্ট বহাল থাকা

৬৯। সহ- ট্রাস্টিগণের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইলে বা একজনকে অব্যাহতি প্রদান করা হইলেও ট্রাস্টটি বহাল থাকিবে ।

অষ্টম অধ্যায়
ট্রাস্ট সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী

বিশেষ দায় দায়িত্ব

৭০। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সকল ট্রাস্ট সম্পর্কিত কতিপয়**দায়-দায়িত্ব**সৃষ্টি হয়ঃ

পদমর্যাদা মারফত সুবিধা অর্জন

(১) যেইক্ষেত্রে কোন ট্রাস্টি, নির্বাহক, অংশীদার, প্রতিনিধি, কোনো কোম্পানীর পরিচালক, আইন উপদেষ্টা,অথবা অন্য কোন পদাধিকারী ব্যক্তি যিনি অন্য ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষন করেন, সেইক্ষেত্রে যদি তিনি তাহার উক্তরূপ সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করতঃ নিজের জন্য কোন আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার সুবিধাদি গ্রহন করে অথবা এমন কোন লেনদেনে জড়িত হইয়া পড়ে যাহাতে তাহার নিজের স্বার্থ তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির স্বার্থের প্রতিকূল হয় বা হইতে পারে, ঐ সকল ক্ষেত্রে উক্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য কোন আর্থিক সুবিধা লাভ করে, তবে সে তাহা অবশ্যই তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির পক্ষে বা কল্যাণের জন্য ধারণ করিবে;

অসংগত ও অনুচিত প্রভাব

(২) যেইক্ষেত্রে অসংগত বা অনুচিত প্রভাবের মাধ্যমে অন্যের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ করে কোনরূপ প্রতিদান ব্যতিরেকে কোনো সুবিধা অর্জন করে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা অর্জনকারী ব্যক্তি অবশ্যই যাহার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে বা কল্যাণের জন্য অর্জিত সুবিধা ধারণ করিবে ;

বিনির্মিত ট্রাস্ট

(৩) উপর্যুক্ত ধারায় এই বিষয়ে যদি কোন বিধান নাও থাকে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিটি যদি কোন ট্রাস্টের বিষয়বস্তু নাও হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির দখলে রহিয়াছে কিন্তু উক্ত সম্পত্তিতে তাহার সম্পুর্ন লাভজনক স্বার্থ নাই, সেইক্ষেত্রে যাহাদের ঐরূপ স্বার্থ রহিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ও কল্যানে ঐরূপ লাভজনক স্বার্থ অথবা তাহার অবশিষ্টাংশ তাহাদের ন্যায্য দাবী পূরন ও বিতরনের লক্ষ্যে সে ধারণ করিবে।

ঘটনা উদ্ভূত ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব

(৪) কোনো ব্যক্তি যদি অত্র অধ্যায়ের পরবর্তী ধারাসমূহের আওতায়, অন্যের সম্পত্তি ধারন করে, সেইক্ষেত্রে সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্ত সম্পত্তিতে ট্রাস্টি না হওয়া সত্ত্বেও ট্রাস্টির সকল দায়-দায়িত্ব পালন করিবে।

পরিণতিমূলক ট্রাস্ট

(৫) কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোনো সম্পত্তির মালিক উইলের মাধ্যমে একটি ট্রাস্ট সৃষ্টি করে , অথবা সম্পত্তিটির মালিকের জীবদ্দশায় উইলগ্রহীতা তাহার সহিত একমত হয় যে, সম্পত্তিটি কোনো বেআইনী কার্যে ব্যবহৃত হইবে, সেইক্ষেত্রে উইলগ্রহীতা সম্পত্তিটির মালিক বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির কল্যানের জন্য ধারণ করিবে।

৭১। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট বিষয়ে কতিপয়**দায়-দায়িত্ব** সৃষ্টি হয়ঃ

লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তর না হওয়া

(১) যেইক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক তাহা হস্তান্তর করে অথবা উইল বা অন্য কোন দলিল মারফত ট্রাস্টি ব্যতীত অন্য কাহারও উপরে অর্পণ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে যদি দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জমির মালিক সম্পত্তির লাভজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই, সেইক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহীতা বা উইল বা অন্য কোন দলিল মারফত সম্পত্তি গ্রহীতা অবশ্যই উক্ত সম্পত্তির মালিক বা তাহার মৃত্যুতে তাহার ওয়ারিশগণের পক্ষে এইরূপ সম্পত্তি ধারণ করিবে;

যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক বাস্তবায়নের অযোগ্য

(২) যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট বাস্তবায়নের যোগ্য নহে অথবা যেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হইলেও ট্রাস্ট সম্পত্তির অংশবিশেষ রহিয়াছে, সেইসকল ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোন নির্দেশের অনুপস্থিতিতে ট্রাস্ট সম্পত্তি অথবা ইহার অবশিষ্টাংশ ট্রাস্টকারী অথবা তাহার আইনগত উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধির কল্যাণের জন্য অবশ্যই ট্রাস্টির হেফাজতে থাকিবে;

তবে, সুনির্দিষ্টভাবে এই ধারার কোন মর্ম ব্যহত বা ক্ষতিগ্রস্থ না করিয়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বাস্তবায়নযোগ্য নহেঃ

ক) যদি কেহ ট্রাস্ট করিবার অভিপ্রায়ে কাহারও নিকট কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে,

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ট্রাস্ট ঘোষিত হয় নাই, অথবা

খ) পরবর্তীতে ট্রাস্ট গঠন করা হইবে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া যদি কাহারও নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় কিন্তু ভবিষ্যতে সেইরূপ ট্রাস্ট ঘোষনা যদি না করা হয়, অথবা

গ) এমন অস্পষ্ট ট্রাস্ট-দলিল যাহা বাস্তবায়ন সম্ভব নহে, অথবা

ঘ) এমন ট্রাস্ট যাহা আদৌ বাস্তবায়নযোগ্য নহে, অথবা

ঙ) এমন ব্যক্তির কল্যাণের জন্য ট্রাস্ট গঠন যিনি ট্রাস্ট সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ত্ব-স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে,

তবে উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে সম্পত্তি গ্রহীতা সম্পত্তিটি হস্তান্তরকারীর পক্ষে ধারণ করিবে;

অবৈধ হস্তান্তর

(৩) যেইক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক অবৈধ উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং এইরূপ অবৈধ উদ্দেশ্য অবাস্তবায়িত থাকিয়া যায়, অথবা হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট সম্পত্তি রাখিবার অনুমতি দিলে আইন লঙ্ঘন করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহীতা অবশ্যই হস্তান্তরকারীর কল্যাণের জন্য সম্পত্তিটি ধারণ করিবে;

অবৈধ উদ্দেশ্যে ট্রাস্ট সৃষ্টি

(৪) (ক) কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কোনো সম্পত্তির মালিক উইলের মাধ্যমে একটি ট্রাস্ট সৃষ্টি করে , অথবা

সম্পত্তিটির মালিকের জীবদ্দশায় উইলগ্রহীতা তাহার সহিত একমত হয় যে, সম্পত্তিটি কোনো বেআইনী কার্যে ব্যবহৃত হইবে, সেইক্ষেত্রে উইল গ্রহীতা সম্পত্তিটির মালিক বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির কল্যানের জন্য ধারণ করিবে,

উইলের রদকরণকে বাধাগ্রস্ত করা

(খ) যেইক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি উইল এর মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয় এবং উইলের রদকরণ যদি বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে উইলগ্রহীতা অবশ্যই উইলকারীর আইনগত প্রতিনিধির পক্ষে সম্পত্তিটি ধারণ করিবে;

রদযোগ্য চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর

(৫) যেইক্ষেত্রে রদযোগ্য চুক্তির মাধ্যমে কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয় অথবা প্রতারণা বা ভ্রমের মাধ্যমে চুক্তিটি করিতে প্রলুব্ধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে গ্রহীতা ইহা সম্পর্কে তথ্য অবগত হইবার পর পরিশোধিত প্রকৃতমূল্য ফেরত প্রদান সাপেক্ষে, হস্তান্তরকারীর পক্ষে বা কল্যাণের জন্য সম্পত্তিটি ধারণ করিবে;

বিদ্যমান চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া সম্পত্তি অর্জন

(৬) বলবৎযোগ্য বিদ্যমান চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে মালিকানা অর্জন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির মালিক চুক্তির পক্ষগণ কে চুক্তি উদ্ভুত সুবিধাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

ট্রাস্ট্র হিসাবে ধারণ করিবার নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রয়-চুক্তি

(৭) কোনো ব্যক্তি ট্রাস্ট সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় এবং যথা সময়ে সম্পত্তিটি ক্রয়ও করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত চুক্তিতে বর্ণিত শর্তানুসারে সুবিধাভোগীদের কল্যাণে সে ঐ সম্পত্তিটি ধারণ করিবে;

একজন পাওনাদার কর্তৃক গোপন সুবিধা গ্রহণ

(৮) যেইক্ষেত্রে পাওনাদারগণ তাহাদের প্রাপ্য ঋণ আপসে মিটাইয়া ফেলিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন পাওনাদার যদি দেনাদারের সহিত গোপন যোগসাজশে নিজের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে তাহার অর্জিত উক্ত অতিরিক্ত সুবিধা সকল পাওনাদারদের পক্ষে ও কল্যানে ধারণ করিবে;

সরল বিশ্বাসী ক্রেতার অধিকার সংরক্ষণ

৭২। এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেন যদি কেহ সরল বিশ্বাসে এবং পূর্ণ বিনিময় মূল্য প্রদানান্তে কোন সম্পত্তি গ্রহন করে সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তিতে তাহার আইনগত অধিকার প্রাধান্য পাইবে।

নবম অধ্যায়
সার্বজনিক ট্রাস্ট সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা

সার্বজনিক ট্রাস্ট স্থাপন

৭৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সার্বজনিক ট্রাস্ট সমূহ গঠন হইতে পারিবে;

(২) সার্বজনিক ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকবে এবং উহার নামে বা উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে;

(৩) প্রতিটি সার্বজনিক ট্রাস্ট ট্রাস্ট কমিশনে নিবন্ধিত হইবে।

ট্রাস্টের কার্যালয়

৭৪। সার্বজনিক ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় এবং শাখা কার্যালয় সরকারের এবং জাতীয় ট্রাস্ট কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে স্থাপন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭৫। সার্বজনিক ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সরকার, ৯৪ ধারায় বর্ণিত বিধানের আলোকে,বিভিন্ন সময়ে সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উপদেষ্টা পরিষদ

৭৬। (১) প্রয়োজনবোধে সরকার সার্বজনিক ট্রাস্ট সমূহের ক্ষেত্রে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে পারিবে;

(২) উপদেষ্টা পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, বিভিন্ন সময় সার্বজনিক ট্রাস্টি-বোর্ড কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সভার কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

প্রশাসন ও পরিচালনা

৭৭। (১) সার্বজনিক ট্রাস্টের প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি-বোর্ড গঠন করা হইবে;

(২) ঐরূপ ট্রাস্টের দায়িত্ব ট্রাস্টি-বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, উক্ত বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

৭৮। (১) সার্বজনিক ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি-বোর্ড সরকারী আদেশ দ্বারা গঠিত হইবে এবং ইহার চেয়ারপারসন ও সদস্য সরকার মনোনয়ন প্রদান করিবে;

(২) চেয়ারপারসন ও সদস্যগণ তাহাদের যোগদানের/মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবে;

(৩) শুধু সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না ;

(৪) সরকার প্রয়োজনে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

চেয়ারপারসন এবং সদস্যবৃন্দের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৭৯। কোনো ব্যক্তি চেয়ারপারসন বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবে না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্টানের ঋণ খেলাপী হন;

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করেন; এবং

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোনো

অপরাধের দায়ে কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

পদত্যাগ, অপসারণ বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থতা

৮০। (১) চেয়ারপারসন বা কোনো সদস্য কমপক্ষে ০৩ (তিন) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করিয়া, সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট পদটি শূন্য হইবে;

(২) (১) উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, চেয়ারপারসন বা মনোনীত কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

(ক) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন,

(খ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন,

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন,

(ঘ) কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হন, অথবা

(ঙ) দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা বিশ্বাসভঙ্গ করেন কিংবা বেআইনীভাবে কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা গ্রহণ করেন।

চেয়ারপারসন পদে সাময়িক শূন্যতা পূরণ

৮১। চেয়ারপারসন এর পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারপারসন তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারপারসন উক্ত শূন্য পদে যোগদান না করা পর্যন্ত অথবা চেয়ারপারসন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, পদাধিকারবলে জেষ্ঠ্য সদস্য সাময়িকভাবে বোর্ডের চেয়ারপারসনের

দায়িত্ব পালন করিবেন।

ট্রাস্টের কার্যাবলী

৮২। সার্বজনিক ট্রাস্টের কার্যাবলী সরকার অত্র আইনের ৭৩ ধারা অনুযায়ী সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

বোর্ডের সভা

৮৩। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(২) সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারপারসন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং চেয়ারপারসনের অনুমোদনক্রমে বোর্ডের সদস্য-সচিব এইরূপ সভা আহবান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৬(ছয়) মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে;

(৩) চেয়ারপারসন বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে মনোনীত একজন বোর্ড-সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না;

(৫) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী চেয়ারপারসন এর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (casting vote) প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে;

(৬) সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে, চেয়ারপারসন, প্রয়োজনে,

সভার আলোচ্যসূচির সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ যে কোনো ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

বোর্ডের দায়িত্ব

৮৪। ৭৭ ধারা এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া ,সার্বজনিক ট্রাস্ট বোর্ড, অন্যান্য দায়িত্বের সহিত, নিম্নরূপ দায়িত্বও পালন করিবে , যথা:-

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(খ) ট্রাস্টের তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ,

(গ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যক্রম গ্রহনের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থায়ন,

(ঘ) ট্রাস্টের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ এবং এবং উক্ত সম্পতিসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ,

(ঙ) সরকারি উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, বিভিন্ন সংস্থার সহিত যোগাযোগ, অর্থপ্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ,

(চ) ট্রাস্টের উদ্দেশ্যেকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসহ যে কোনো সরকারি বেসরকারি, দেশী-বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সংগঠনের সহিত প্রচলিত আইন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা,

(ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্ত বিনিয়োগ এবং আয় বর্ধন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা, এবং

(জ) ট্রাস্টি বা সুবিধাভোগীদের মধ্যে যে কেহ প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অপর ট্রাস্টী বা ট্রাস্ট্রীগনের বিরুদ্ধে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে:

১। অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ (Breach of a public trust)
২। অবহেলা (Negligence)
৩। অপপ্রয়োগ (Misapplication)
৪। অসদাচারণ (Misconduct),

তবে শর্ত থাকে যে, সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কর্মের বিষয়ে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না,

(ঝ) উপরোক্ত দায়িত্ব সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

সংগঠন, নিবন্ধন ইত্যাদি

৮৫। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্ট সম্পর্কিত সুবিধাভোগীদের কল্যাণে তাহাদের সংগঠন গঠন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন নিবন্ধিত না হইলে, উক্ত সংগঠন এই আইনের অধীন কোন সুবিধা লাভের যোগ্য হইবে না;

(২) (১) উপ-ধারা এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সংগঠনকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরম পূরণ ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, নিবন্ধনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহাতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ফরম পূরণ ও ফি প্রদান সাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(৩) বোর্ড, ইহার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, নিবন্ধনের যে কোন আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে, অথবা, কারণ লিপিবদ্ধ পূর্বক, প্রত্যাখান করিতে পারিবে;

(৪) (৩) উপ-ধারা এর অধীন কোন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংগঠন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে;

(৫) আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, নিবন্ধন এবং আপিল নিষ্পত্তিসহ আনুষাঙ্গিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নিবন্ধিত সংগঠন বরাবরে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি

৮৬। (১) কোন নিবন্ধিত সংগঠন ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা যাচনা করিয়া বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবে;

(২) বোর্ড, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, (১) উপ-ধারা এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রাক-অর্থ সহায়তা অবস্থা যাচাই পূর্বক যাচিত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করিতে পারিবে;

(৩) আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত নিবন্ধিত সংগঠনের কর্মকান্ড বোর্ড পরিবীক্ষণ, তদারকি ও মূল্যায়ন করিতে পারিবে;

(৪) বোর্ড যে কোন নিবন্ধিত সংগঠনের নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রকাশনা বা কর্মসূচি পরিদর্শনের লক্ষ্যে উক্ত নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ বা প্রকাশনা বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত সংগঠন তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ বা প্রকাশনা বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে;

(৫) নিবন্ধিত সংগঠনকে, প্রতি বৎসর, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানসহ উহার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে, যাহার কপি বোর্ডের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ট্রাস্টের তহবিল

৮৭। (১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে যাহা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা :-

(ক) স্থায়ী তহবিল এবং

(খ) চলতি তহবিল;

(২) এই আইনের অধীন ট্রাস্ট স্থাপনের পর সরকার, প্রয়োজন বোধে, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে উহার অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে;

(৩) (১) উপ-ধারা এর (ক) দফা এর অধীন গঠিত স্থায়ী তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার বা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন দান বা অনুদান, এবং

(খ) উক্তরূপে জমাকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ;

(৪) স্থায়ী তহবিলের অর্থ কোনো রাস্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টের কোনো দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে না;

(৫) (১) উপ-ধারা এর (খ) দফা-র অধীন চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ,

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদান,

(গ) আর্থিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা,

(ঘ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে লটারি পরিচালনার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ,

(ঙ) সমাজের বিত্তবান, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীসহ যে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান,

(চ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশী কোনো সংস্থা, সংগঠন, ব্যক্তি বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত দান বা অনুদান এবং

(ছ) সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(৬) ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন ট্রাস্টের অনুকূলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দানপত্রে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিলে, তাহার জীবনযাত্রার মান এবং অন্য যে সকল কারণ উল্লেখপূর্বক সম্পত্তি দান করা হইবে, সেই সকল বিষয়সমূহ বোর্ড কর্তৃক নিশ্চিত হইতে হইবে,

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দানকৃত সম্পত্তি হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাইবে;

(৭) (৫) উপ-ধারায় উল্লিখিত চলতি তহবিলের অর্থ কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে ট্রাস্টের দৈনন্দিন ব্যয়সহ অন্যান্য কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা

যাইবে;

(৮) তহবিলের ব্যাংক - হিসাব বোর্ড কর্তৃক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিচালিত হইবে;

(৯) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

৮৮। ট্রাস্ট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

৮৯। (১) ট্রাস্টের একজন প্রধান নির্বাহী থাকিবে যিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক নামে অভিহিত হইবে;

(২) অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গ অথবা সরকারের অন্যূন উপ-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হইবে;

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবে এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে,

(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবে এবং

(গ) ট্রাস্টের প্রশাসন পরিচালনা করিবে।

বাজেট

৯০। সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের

নিকট পেশ করিবে এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের জন্য কি পরিমান অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

প্রতিবেদন

৯১। (১) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(২) সরকার প্রয়োজন মত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময়ে উহার কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টী বোর্ড উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

ক্ষমতা অর্পণ

৯২। ট্রাস্টি বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, ইহার চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়
জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের বিধানসমূহ

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন

৯৩। (১) সার্বজনিক ও ব্যক্তি উদ্যোগমূলক উভয় প্রকার ট্রাস্টের আওতায় জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন করা যাইবে;

(২) কোন ব্যক্তি,সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা সরকার জনকল্যাণমূলকট্রাস্ট গঠন করিতে পারিবে।

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের উদ্দেশ্য

৯৪। জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট ও জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য :

সাধারনত নিম্নলিখিত যে-কোনো উদ্দেশ্যে জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে:

ণ. দারিদ্র্য বিমোচন

ত. শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতি

অঅ. ধর্মের উদ্দেশ্য

ইই. জীবন ও জনস্বাস্থ্য

ঈঈ. নাগরিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন

উউ. নৃ-গোষ্ঠী বা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবন ও মানোন্নয়ন

ঊঊ. শিল্প,কলা, বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের প্রসার ও উন্নয়ন

ঋঋ. খেলাধুলার প্রসার ও উন্নয়ন

এএ. মানবাধিকার, ধর্মীয় বা বর্ণবাদী সম্পৃতি এবং সমতা ও উন্নয়ন

ঐঐ. পরিবেশ রক্ষা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষন ও উন্নয়ন

ওও. বার্ধক্য, অসুস্থতা, অক্ষমতা, অর্থনৈতিক দৈন্য অথবা অন্যান্য অসুবিধা প্রতিকার

ঔঔ. বৃদ্ধাশ্রম

কক. পশুকল্যাণ

খখ. অন্যান্য উদ্দেশ্য:

(ক) উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সমূহের অনুরূপ বা উহার অন্তর্নিহিত নীতির অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্ট, অথবা

(খ) কোনো ট্রাস্ট যাহার উদ্দেশ্য যুক্তিসংগতভাবেই উপরোক্ত কোনো উদ্দেশ্যের অনুরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীর বিষয় অস্পষ্টতা

৯৫। যদি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের কোনো শর্ত বা শর্তাবলী কোনো বিশেষ কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীকে উল্লেখ/নির্দেশ না করে, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্ট কমিশন আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে, তবে এইরূপ সুনির্দিষ্টকরণ, যতটুকু নিশ্চিত করা যায়,তাহা অবশ্যই ট্রাস্ট সৃষ্টিকারীর মূল উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতির কারনে ব্যর্থ হইবে না

৯৬।যদি কোনো একটি বিশেষ জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বেআইনী, দু:সাধ্য, বা অসম্ভব হয় অথবা অযথা অপচয়

বলিয়া মনে হয়, সেইক্ষেত্রে :

ক. ট্রাস্ট টি সম্পূর্ন বা আংশিকভাবে ব্যর্থ হইবে না,

খ. ব্যক্তি সৃষ্ট সার্বজনিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট সম্পত্তি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারী বা তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত যাইবে না,

গ. ট্রাস্ট কমিশন উক্ত ট্রাস্টটির উদ্দেশ্য প্রয়োজনে আংশিক পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে যে, ট্রাস্টের কার্যক্রম, উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠাকারীর কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ট্রাস্ট সম্পত্তিটি ব্যবহৃত হইবে।

একাদশ অধ্যায়
ব্যক্তি উদ্যোগমূলক পরিবারকল্যাণ ট্রাস্ট

পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন

৯৭। যে কোন ব্যক্তি তাহার নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া নিজ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে বা হিতার্থে ট্রাস্ট গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত সম্পত্তি, ট্রাস্ট সম্পত্তি হিসাবে গন্য হইবে।

নামকরণ

৯৮। এই প্রকার ট্রাস্টের যথাযথ নামকরণ করা যাইবে।

উদ্দেশ্য পরিবর্তন

৯৯। ট্রাস্ট দলিলে ট্রাস্ট কি উদ্দেশ্যে সৃজন করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে উদ্দ্যেশে ট্রাস্ট গঠন করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবায়িত হইয়া গেলে বা বিদ্যমান না থাকিলে, ট্রাস্টকমিশনের, প্রয়োজনে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ট্রাস্ট দলিলে বর্ণিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা যাইবে।

ট্রাস্টী

১০০। ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী নিজে বা তাহার মনোনীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সুবিধাভোগীদের কেহ ট্রাস্টী হইতে পারিবে।

উইলদ্বারাসৃজন ১০১। উইলের মাধ্যমেও পরিবার কল্যাণ ট্রাস্ট সৃজন করা যাইবে।

অবসান ১০২। ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারীগণ তাহার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে কোন সময়ে ট্রাস্ট কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রকার ট্রাস্টের অবসান ঘটাইতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়
ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্ট পরিষদ ১০৩। (১) এই প্রকারের ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট পরিষদ থাকিবে;

(২) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী নিজে, তার মনোনীত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উক্তরূপ ট্রাস্টি পরিষদ গঠন করিবে;

(৩) (ক) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী একই দলিলে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ও জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট সৃষ্টি করিতে পারিবে,

(খ) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ), প্রয়োজন অনুসারে ট্রাস্ট কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রকৃতি পরিবর্তন করত ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট কে জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট অথবা জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট কে ব্যক্তি উদ্যোগমূলক ট্রাস্ট এ পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(৪) উক্তরূপ ট্রাস্ট ও ট্রাস্টি পরিষদ ট্রাস্ট কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হইবে;

(৫) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ) কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের আওতায়, ট্রাস্ট দলিলে বর্ণিত উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(৬) ট্রাস্ট সৃষ্টিকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী (গণ), ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, যে কোনো সময়ে ট্রাস্ট কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, এই প্রকার

ট্রাস্টের অবসান ঘটাইতে পারিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন

জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন

১০৪। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার **"জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন"** নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করিবে;

(২) ট্রাস্ট কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে;

(৩) ট্রাস্ট কমিশন একটি আধা বিচারিক (**Quasi-Judicial**) প্রতিষ্ঠান হইবে;

(৪) ট্রাস্ট কমিশনের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।

কার্যালয়

১০৫। ট্রাস্ট কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং ট্রাস্ট কমিশন প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইহার স্থানীয় কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন গঠন

১০৬। (১) জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ-

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) দুইজন সদস্য;

(২) ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান হইবেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ,

তবে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা থাকিবেন;

(৩) সরকার প্রয়োজনে ট্রাস্ট কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা

১০৭। (১) সরকার ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সদস্যগণ হইবেন, যাঁহার আইন, মানবাধিকার, সামাজিক কর্মকান্ড, ব্যবস্থাপনা, অথবা জন প্রশাসনে কর্মের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সুপরিচিতি রহিয়াছে।

(২) চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পর সরকার চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে পুনঃনিয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) ২ উপ-ধারার অধীনে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) ট্রাস্ট কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

কমিশন সচিব

১০৮। (১) ট্রাস্ট কমিশনের একজন সচিব থাকিবে;

(২) এই আইনের অধীনে ট্রাস্ট কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং তাহারা সরকারের অপরাপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ন্যায় বেতন ভাতাসহ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবে।

(৪) সরকার, ট্রাস্ট কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ট্রাস্ট কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

কমিশনের কার্যাবলী

১০৯। ট্রাস্ট কমিশন নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ করিবে, যথা:-

(ক) এই আইনের প্রয়োগ,

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আইনের অধীনে গঠিত সকল প্রকার ট্রাস্ট এর রেজিট্রেশন প্রদান করা,

(গ) ট্রাস্টসমূহ ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য মোতাবেক পরিচালিত হইতেছে কিনা তদারকি করা,

(ঘ) যদি ট্রাস্টসমূহ ঘোষিত লক্ষ ও উদ্দেশ্য মোতাবেক পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে সেইক্ষেত্রে কমিশন উক্ত লক্ষ ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ন কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য প্রতিস্থাপন করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে একই সার্বজনিক উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্টসমূহ কে একত্রিত করিবার আদেশ দিতে পারিবে,

(ঙ) সুবিধাভোগীগণ হইতে আনীত ট্রাস্ট সংক্রান্ত যে কোনো লিখিত অভিযোগ নিস্পত্তি করণ,

(চ) যদি জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের কোনো শর্ত বা শর্তাবলী কোনো বিশেষ কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগীকে নির্দেশ না করে, সেক্ষেত্রে জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন আদেশ দ্বারা, এক বা একাধিক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বা সুবিধাভোগী সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে, তবে এইরূপ সুনির্দিষ্টকরণ, যতটুকু নিশ্চিত করা যায়,তাহা অবশ্যই ট্রাস্টসৃষ্টিকারীর মূল উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে,

(ছ) ট্রাস্টসমূহ হইতে বার্ষিক প্রতিবেদনগ্রহণ করা,

(জ) ট্রাস্টসমূহ হইতে উদ্ভূত সকল প্রকার বিরোধের তদন্ত ও নিস্পত্তি করিয়া চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা এবং উক্ত বিরোধ নিস্পত্তি কালে ট্রাস্ট কমিশন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবে বিবেচিত হইবে, তবে ফৌজদারি আইনে অপরাধের সংজ্ঞাভূক্ত সকল মামলা যথারীতি সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে দায়ের হইবে, এবং

(ঝ) এই আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।

দায় মুক্তি

১১০। ট্রাস্ট কমিশন বা ট্রাস্ট কমিশনের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসেকৃত কোনো কর্মের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

অপসারণ

১১১। কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে সরকার অপসারণ করিতে

পারিবে, যদি তিনি-

(ক) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন, বা

(খ) দৈহিক বা মানসিকভাবে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, বা

(গ) নৈতিক স্খলনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দোষী সাব্যস্ত হন:

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া অপসারণ করা যাইবে না।

বার্ষিক প্রতিবেদন

১১২। ট্রাস্ট কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য পেশ করিবে।

বাজেট

১১৩। (১) সরকার প্রতি বৎসর ট্রাস্ট কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করাট্রাস্ট কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না;

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা

১১৪। জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন কর্তৃক ১০৯ (জ) ধারা অনুসারে কোন বিষয় তদন্ত ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) এ দেওয়ানি আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা ট্রাস্ট কমিশনের থাকিবে, বিশেষত:-

(ক) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সমন প্রদান ও শপথ পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ;

(খ) কোন ধরনের দলিল উদ্ধার ও উপস্থাপন;

(গ) হলফ পূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) কোন আদালত, অফিস বা প্রতিষ্ঠান হইতে কোন দলিল বা নথি তলব করা; এবং

(ঙ) দেওয়ানী কার্যবিধির ৭৫ ধারা ও ২৬ আদেশ মোতাবেক কমিশনযোগে সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিল পরীক্ষা করা।

সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা

১১৫। ১০৯ (জ) ধারার ক্ষমতাবলে ট্রাস্ট কমিশন ইহার অন্যান্য ক্ষমতা

প্রয়োগসহ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সতর্ককরণ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলকরণ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থদন্ড প্রদান;

(ঘ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরন বা সুপারিশ।

কমিশনের সিদ্ধান্তের বৈধতা

১১৬। ট্রাস্ট কমিশন গঠনে কোন ত্রুটি বা কোন সদস্য পদে শূন্যতার কারণে অনুসন্ধান বা তদন্তাধীন বিষয়ে ট্রাস্ট কমিশনের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, **১১৫** ধারায় প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর হইতে চেয়ারম্যানসহ ন্যূনতম এক জন সদস্যের আনুষ্ঠানিক অনুমতি লইতে হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায়
বিবিধ

রহিতকরণ ও হেফাজত

১১৭। (১) The Trust Act, 1882 (Act NO. II of1882) এবং The Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (Act No.XIV of 1920) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরুপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের আওতায় করা হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে;

(৩) ইতোমধ্যে বিভিন্ন আইন দ্বারা প্রবর্তিত সার্বজনিক ট্রাস্ট সমূহ এই আইনের আওতায় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে।

দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার রহিত

১১৮। (১) এই আইনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, ট্রাস্টির দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার ও ক্ষমতা, অক্ষমতা, সুবিধাভোগীর অধিকারও দায়িত্ব, ট্রাস্টির পদ শূণ্য হওয়া, সার্বজনিক ট্রাস্ট সৃষ্টি, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের বিধান, ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট পরিবার কল্যাণমূলক ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি কর্তৃক সৃষ্ট জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা,জাতীয় ট্রাস্ট কমিশন বিষয়াদি সর্ম্পকে ট্রাস্ট কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে এবং এই সকল বিষয়ে দেওয়ানি আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না;

(২) দেওয়ানী কার্যবিধি আইনে (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) ৯২ ও ৯৩ ধারা এই আইনের ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১১৯। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১২০। সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ

১২১।(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইনটির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।